উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,০৫৮.১৬ (-২১৩.১২)

নিফটি : ২৩,৬০৩.৩৫ (-৯২.৯৫)

হাতকড়া বিতর্কে নয়া মোড়

১০৪ ভারতীয়কে হাতকড়া পরিয়ে দেশে ফেরানোয় আমেরিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল বিরোধীরা। পরে রাতে জানা যায়, ভাইরাল হওয়া ছবিটিই ভুয়ো। » ৯

মহাকুম্ভে ৬৮ পাকিস্তানি

মহাকুম্ভে এসে পুণ্যস্নান সারলেন পাকিস্তানের ৬৮ জন হিন্দু পুণ্যার্থী। তাঁরা সকলেই সিন্ধু অঞ্চলের বাসিন্দা। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১৩°	২৬°	১০°	২৬°	১০°	২৭°	১৩°

বাজবল উড়িয়ে দাপট শুভমানের » ১৩

শিলিগুড়ি ২৪ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 7 February 2025 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 259

উত্তরের খোঁজে

সরস্বতী থেকেও নেই লক্ষ্মীহীন বাংলাদেশে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ভারতের কোনও রাজ্যে এমন মন ভালো করা রাজকীয় দৃশ্য দেখা যায় কি? আমাদের বাংলায়? কলকাতায়?

স্পষ্ট উত্তর, না।

বরং ঢাকা শহর সেটা দেখায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের মাঠে বাংলাদেশের অশেষ দুঃসময়েও সরস্বতীপুজোর দিন ছিল ৭৩টি মণ্ডপ। সব মণ্ডপে আলাদা আলাদা প্রতিমা। মাঠের চারদিকে বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউটের ৭১টি প্রতিমা। হলের উপাসনালয়ের পাশের পুকুরে একটি। হলের কর্মীদের আরেকটি। পুকুরের পুজোর প্রতিমাই ভিড় টানায় সেরা। গড়েন চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা।

বিদ্বেষ ও বিষাদের বাংলাদেশে এমন পুজো হওয়া নিয়েও ছিল সন্দেহ। অথচ ভালোভাবেই হল। বাংলাদেশি সাংবাদিকদের কাছে সবিস্ময়ে শুনি, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ তাদের মণ্ডপে এঁকেছিল বাংলাদেশের মানচিত্র। কোথাও মণ্ডপে ছিল মাছরাঙা পাখি। শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগ আবার পায়রা, দাঁড়িপাল্লা, গোলক দিয়ে সাজিয়েছিল

মণ্ডপ। আমাদের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় তো এভাবে এত সরস্বতীবন্দনার কথা ভাবেনি কখনও।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতীর মণ্ডপের সংখ্যা ছিল ৩৭। ৩৩ বিভাগ, ২ ইনস্টিটিউট, চারুকলা পর্ষদ ও ছাত্রীদের। ইংরেজি বিভাগে নারী পুরোহিত হিসেবে পুজো করলেন ছাত্রী সমাদৃতা ভৌমিক। গতবারও সমাদৃতাই পুজো করেছিলেন।

কিছু কাগজের ভিডিওতে দেখলাম, হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাসিত মুখ। আমাদের বাংলার মতোই সেখানে বাসন্তী রংয়ের শাড়ি, পাঞ্জাবির রমরমা। আহা, মিশে গিয়েছে হিন্দু-মুসলিম। সরকারের দুই উপদেষ্টা নিজেরা জগন্নাথ হলের মাঠে হাজির, খোঁজখবর নিচ্ছেন পড়ুয়াদের কাছে।

এরপর দশের পাতায়

মুজিব মুছিল

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির শেষচিহ্নটুকু পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল।
-তসলিমা নাসরিন

বাংলাদেশ যে উন্নয়নের রোল মডেল হতে চলেছিল, সেটাই বোধহয় সবার চক্ষুশূল হল।
-শেখ হাসিনা

ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ। বৃহস্পতিবার সকালেও চলেছে লুটপাট (উপরে)। কিছুদিন আগেও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে বাড়িটি। যা এখন শুধুই স্মৃতি।

ধানমন্ডির ধ্বংসলীলায় দোষ নাকি হাসিনার!

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িটার কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে এখন। বুধবার রাতে বুলডোজার হামলা ও অগ্নিসংযোগের জেরে ঐতিহাসিক বাড়িটার সেই ছবি এখন দেখছে গোটা বিশ্ব। বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিন যাকে 'স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির শেষচিহ্নটুকু পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল' বলছেন।

মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাড়িটি ভাঙতে কেউ বাধা দেয়নি। বাংলাদেশ সরকার, সেদেশের সেনাবাহিনী হাত গুটিয়ে বসেছিল। বাড়িটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার একদিন পর ঘটনাটিকে 'অনভিপ্রেত' বলে দায় সারার পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস উলটে এজন্য দায়ী করেছেন শেখ হাসিনাকে। কিন্তু হামলা হচ্ছে দেখেও কেন সেনাবাহিনী বা পুলিশ হামলাকারীদের মোকাবিলা করল না, সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়নি ইউনূস সরকার। বৃহস্পতিবার রাতে হাসিনা সমাজমাধ্যমে পালটা বিবৃতি দেন। বাংলাদেশের উন্নয়নে তিনি কী কী করেছেন তার ফিরিস্তিও দিয়েছেন।

তার আগেই অবশ্য ইউনূস বিষোদগার করেছেন হাসিনার প্রতি। সমাজমাধ্যমে তাঁর মন্তব্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উসকানির জেরেই এই হিংসা হয়েছে। ভারতকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। হাসিনা যেহেতু এখন ভারতের আশ্রয়ে, তাই নয়াদিল্লিকেই মুজিব-কন্যাকে চুপ করানোর দায়িত্ব নিতে হবে বলে বার্তা দিয়েছে ঢাকা। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার পবন বাধেকে ডেকে সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

এরপর দশের পাতায়

ক্ষুব্ধ ভারত

- বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক বলেছে, ওই বাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই
- মুজিব-কন্যাকে চুপ করানোর দায়িত্ব নয়াদিল্লির বলে তোপ ইউনূসের
- ভারতের হাইকমিশনার পবন বাধেকে ডেকে কড়া বার্তা শুনিয়েছে বাংলাদেশ
- নয়াদিল্লির সংসদে হাসিনাকে প্রত্যর্পণের প্রশ্ন এড়িয়েছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী

জলাভূমি ভরাট করে বহুতল তৈরির ছক

১০ নম্বর ওয়ার্ডে এই জলাভূমি ঘিরেই বিতর্ক।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বহুদিনের রোগ। সারার লক্ষণই যেন নেই। নতুন রোগ বলতে শিলিগুড়ি শহরে জলাভূমি ভরাট করে বহুতল তৈরির ছক হয়েছে। পুরনিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দাপাড়ার উদয়শংকর সরণির ঘটনা। বুধবার সেখানে একটি জলাভূমিতে কয়েক গাড়ি মাটি ফেলা হয়েছে। অভিযোগ, অল্প অল্প করে অনেকদিন ধরেই এখানে মাটি ফেলে পুকুরটি ভরাট করা হচ্ছে। মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর বুধবার ফের পুরোনো বাড়ির ভাঙা অংশ এবং মাটি ফেলা হয়। অভিযোগ, এর পিছনে শাসকদলের মদতপুষ্ট সিন্ডিকেট কাজ করছে। এমনকি এই সিন্ডিকেটে পুরনিগমের পূর্ত বিভাগের এক কর্মীও যুক্ত রয়েছেন। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'আমি বাইরে রয়েছি। ঘটনা শোনার পরেই পুরনিগমের আধিকারিকদের এলাকায় পাঠিয়েছিলাম। এভাবে জলাভূমি বন্ধ করা যাবে না। ওই মাটি অবিলম্বে তুলে ফেলতে হবে। শুক্রবার শহরে ফিরেই ব্যবস্থা নেব।'

১০ নম্বর ওয়ার্ডের সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে। বালি, পাথরের কারবার থেকে শুরু করে প্রোমোটিং, বিতর্কিত জমি দখল- সব ক্ষেত্রেই এই ওয়ার্ডে শাসকদলের মদতপুষ্ট সিন্ডিকেটের রমরমা রয়েছে। অভিযোগ, এই সিন্ডিকেটই ওয়ার্ডের উদয়শংকর সরণির একটি পুকুর দখল করে সেখানে বহুতল তৈরির ছক কষেছে। এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, বিতর্কিত সেই পুকুরের সামনেই অনেকটা জায়গাজুড়ে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে একটি গ্যারাজও রয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বহুদিনের পুরোনো এই পুকুর আগে আরও বড় ছিল। ধীরে ধীরে মাটি, বেডমিশালি এবং আবর্জনা ফেলে পুকুরটি ভরাট করা হয়েছে। যেটুকু পুকুর রয়েছে, সেটিও এখন ভরাট করা হচ্ছে।

সামনের জমিটি তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সৌমিত্র কুণ্ডুর বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। পুকুরের সামনের জমিতে থাকা গ্যারাজের মালিক গোপাল সরকার বলেন,

এরপর দশের পাতায়

শাসকের মদত

- মহানন্দাপাড়ার উদয়শংকর সরণিতে জলাভূমিতে কয়েক গাড়ি মাটি ফেলা হয়েছে
- অভিযোগ, এর পিছনে শাসকদলের মদতপুষ্ট সিন্ডিকেট কাজ করছে, যুক্ত এক পুরকর্মীও
- এই সিন্ডিকেটে প্রোমোটার, পুরকর্মী থেকে প্রভাবশালী নেতা, সবাই রয়েছেন বলে অভিযোগ
- শহরে ফিরে তিনি এবিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে মেয়র গৌতম দেব আশ্বাস দিয়েছেন

৪.৫ লক্ষ কোটির লগ্নি প্রস্তাব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : ২০টি দেশের অংশগ্রহণ, পাঁচ হাজারের বেশি বিনিয়োগকারী, ২১২টি মউ স্বাক্ষর ইত্যাদি এলাহি কর্মকাণ্ডের মধ্যে শেষ হল বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। নিট ফল ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাব। খোদ মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সাফল্য বোঝাতে বিস্তারিত তথ্য জানালেন অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে।

নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে সম্মেলন শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, প্রস্তাবেই শেষ নয়, বিনিয়োগে শিল্পের কাজ শুরু হয়ে যাবে আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে। বছর বছর বাণিজ্য সম্মেলনে ঢাক পিটিয়ে লগ্নি প্রস্তাবের ঘোষণা করা হলেও শিল্প কিছু হয় না বলে অভিযোগ করছে বিরোধীরা। এসব প্রহসন বলে মন্তব্য করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বাণিজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে যেন সেইসব অভিযোগের জবাব দিলেন। তিনি জানান, এ পর্যন্ত ৭টি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন করেছে রাজ্য সরকার। তাতে বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে ১৯.৫১ লক্ষ কোটি টাকার। তার মধ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগে ইতিমধ্যে শিল্পস্থাপন হয়ে গিয়েছে। বাকি ৬ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগে কাজ আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে শেষ হবে।

বুধ ও বৃহস্পতি, দু'দিনে এবার যে ২১২টি মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (মউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যও আছে। অ্যামাজন ইন্ডিয়ার সঙ্গে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তর বৃহস্পতিবার

এরপর দশের পাতায়

আত্মহত্যার চেষ্টা আরেক বধূর

সালিশিতে মার দম্পতিকে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : হাজার চেষ্টাতেও সালিশির নামে মাতব্বরি রোখা যাচ্ছে না। মাসকয়েক আগে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার সালিশি কাণ্ড সবাইকে রীতিমতো নড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাওয়াপাড়ায় সালিশির নামে মাতব্বরি চলে। অপমানে এক বধূ আত্মঘাতী হন। মাস দেড়েক আগে শিলিগুড়ি সংলগ্ন আদর্শপল্লিতে শাশুড়ি-বৌমার বিবাদ মেটাতে কয়েকজন মাঠের মাঝে সালিশি সভা ডেকেছিলেন। এবারে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতেও একই কাণ্ড ঘটল। বুধবার রাতে সালিশি ডেকে স্থানীয় একটি ক্লাবে ডেকে নিয়ে এক দম্পতিকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। কিছু মানুষ আবার এক ঘটনার সূত্রে অন্য এক বধূর গায়ে পরকীয়ার তকমা সেঁটে দেয়। অপমানে বছর তেইশের ওই বধূ বৃহস্পতিবার সকালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্তমানে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

যে বধূকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সভাপতি অরুণ রায়, সম্পাদক হিমাদ্রি চক্রবর্তী সহ এলাকার কয়েকজনের বিরুদ্ধে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অপরদিকে, সেই মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে পালটা একটি অভিযোগ দায়ের হয়। ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হতে যাওয়া বধূকে উত্যক্ত করতেন বলে অভিযোগ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বধূর বাবার বক্তব্য, 'কর্মসূত্রে জামাই ভিনদেশে থাকে।

এরপর দশের পাতায়

আবার লজ্জা

- সালিশি ডেকে একটি ক্লাবে ডেকে নিয়ে এক দম্পতিকে বেধড়ক মারধর
- এই ঘটনার সূত্রেই পরকীয়ার তকমায় বিদ্ধ এক তরুণীর আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা
- ক্লাবের কর্তাদের পাশাপাশি ওই দম্পতির বিরুদ্ধেও পুলিশে অভিযোগ দায়ের
- সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে এনজেপি থানার পুলিশ জানিয়েছে

মেডিকেলে জুনিয়ার সহপাঠীকে র‍্যাগিং

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : এত আন্দোলন, এত বিক্ষোভ- সবকিছুই যেন বৃথা।

হুমকি সংস্কৃতি নিয়ে বিতর্ক না মিটতেই ফের একবার র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ফিজিকাল মেডিসিন এবং রিহ্যাবিলিটেশন (পিএমআর) বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তুলেছেন ওই বিভাগেরই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়েই বৃহস্পতিবার কলেজের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত হয়। সেইমতো সন্ধ্যায় মেডিকেল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্রী। তবে, তিনি আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পিকনিকে যাওয়া নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। অভিযোগ, পিএমআর বিভাগের ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি (ডিপিটি) কোর্সের প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রী পিকনিকে যেতে না চাওয়ায় ওই কোর্সেরই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মৃত্যুঞ্জয় দেবশর্মা তাঁকে হুমকি দেন। একবার নয়, দফায় দফায় কিছুদিন ধরে ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে এমনকি বিভাগের কাজ করার সময় সামনে থেকেও ওই চিকিৎসক পড়ুয়া তাঁকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি অশালীন গালিগালাজ করেছেন বলে

এরপর দশের পাতায়

ভালোবাসার গল্প

আজ ভালোবাসার সপ্তাহের সূচনা। চলবে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ কোচবিহার-২ ব্লকের এমনই এক অন্য কাহিনী

কিডনি ভাগাভাগিতে 'প্রেম'

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৬ ফেব্রুয়ারি : জীবন এমনই। কখনও চরম হতাশজনক। আবার পরমুহূর্তেই আশায় ভরপুর। ভালোবাসার সপ্তাহে সেই আশাই নতুন করে পথ চলার অনুপ্রেরণা জোগায়।

ঠিক যেমন কোচবিহার-২ ব্লকে আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাইবাড়ি এলাকার বোকালির মঠের বাসিন্দা আন্না সেন জোগাচ্ছেন। দিনকয়েক আগের কথা। মেয়ের পড়াশোনার জন্য দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া নিবাসী এক মহিলা স্বামীকে ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে একটি কিডনি বিক্রিতে বাধ্য করে সেই টাকা নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে চলে যান। বিশ্বাসভঙ্গের এই ছবি আজকাল 'খুব সাধারণ'। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গের আন্না ঠিক উলটো ছবি এঁকেছেন। কিডনির দুরারোগ্য রোগে স্বামীকে বাঁচাতে নিজের একটি কিডনি তাঁকে দান করেছেন। আড়ালে প্রকৃত ভালোবাসার এক অন্য গল্প বুনেছেন।

আন্নার স্বামী দেবতোষ সেনের একটি মুদি দোকানের পাশাপাশি মাটির ব্যবসা আছে। জীবন মোটামুটি চলছিল। ২০২২ সালের মাঝামাঝিতে তিনি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় স্তরে চিকিৎসায় সুরাহা হয়নি। পরে কলকাতার পাশাপাশি বেঙ্গালুরুতে গিয়ে ডাক্তার দেখান। পরীক্ষায় ধরা পড়ে দেবতোষের দুটি কিডনিই বিকল হয়েছে। মোটামুটি চলা সংসারে যেন বাজ পড়ল। তিন মাস ধরে কোচবিহারে ডায়ালিসিস চলে। কিন্তু দেবতোষের কিডনি প্রতিস্থাপন করতে হবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন। কিন্তু বহু খুঁজেও উপযুক্ত কিডনি মেলেনি। এদিকে, দেবতোষ ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। বাড়ি করবেন বলে স্বামী-স্ত্রী কিছু টাকা জমিয়েছিলেন। চিকিৎসায় ততদিনে সেই টাকার অনেকটাই শেষ। জমিজমার কিছুটা বিক্রি করে পরিবারটি ফের বেঙ্গালুরু পাড়ি দেয়।

কিন্তু চিকিৎসায় সেখানেও সমস্যা মেটেনি। কিডনি প্রতিস্থাপন ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই বলে চিকিৎসকরা স্পষ্ট করে দেন। এই সময় আন্না কঠিন সিদ্ধান্তটি নিয়েই ফেলেন। স্বামীকে বাঁচাতে নিজের একটি কিডনি দান করবেন বলে ঠিক করেন।

এরপর দশের পাতায়

বাড়ির মুদিখানায় কর্তা-গিন্নি। ছবি : জয়দেব দাস

পরিস্থিতির চাপে স্বেচ্ছায় শ্রমিক

খাতা-কলম কিনতে নদীতে পাথর তোলে খুদে

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : শিশুশ্রম এদেশে নিষিদ্ধ। একথা জেনেও নুন আনতে পান্তা ফুরোনো অনেক পরিবারই নাবালক সন্তানদের উপার্জনের কাজে নামায় ইচ্ছে না থাকলেও। এমনও রয়েছে, বাড়ি থেকে বলেনি, নিজে থেকেই কাজে নেমে পড়েছে কনিষ্ঠটি। কোথাও না কোথাও, কোনও না কোনও পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে দেখা যাবে কচি হাতগুলোকে। এমনই এক কিশোর অমলকে (নাম পরিবর্তিত) দেখা গেল ভরদুপুরে রায়ডাক নদীতে পাথর তুলতে। কাছে গিয়ে বয়স জিজ্ঞাসা করলে জানাল, ১৩ বছর। বাড়ি কুমারগ্রামে।

এই শীতেও ঘামের বিন্দু তার কপালে। শরীর ধুলোময়। পাথর তুলতে তুলতেই জবাব দিল নানা কথার। জানাল, স্থানীয় এক সরকারি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র সে। সংসারে অভাব, তাই পড়াশোনার

রায়ডাক নদীর চরে কাজের ফাঁকে। আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে।

খরচ চালাতে একাজে আসা। তার সংযোজন, 'বাবাও নদীতে পাথর তোলারই কাজ করে। সংসারের বাকি খরচ চালানোর পর বাবার কাছে কিছু বাঁচে না। আমি নদীতে কাজ করে কিছু টাকা পাই। তা দিয়ে আমার পড়াশোনার খরচ চালাই।' পড়াশোনা করে প্রত্যেকদিন একাজে সময় পাও? না, স্কুল ছুটির দিনই সে পাথর তোলে বলে জানাল। মা, বাবা, এক ভাই ও দিদি নিয়ে অমলের পরিবার।

বাড়ি থেকে একাজ করতে বলেছে? জবাব এল, 'না। নিজে থেকেই করি। বাবা সবসময় পরিশ্রম করে। আমিও কিছু উপার্জন করলে যদি বাবার চাপ কিছুটা কমে...। যে টাকা পাই, বই-খাতা-কলমের জন্য খরচ করি। বাবার কাছে টাকা চাই না।'

বন্ধুরা যখন খেলে, অমল তখন ব্যস্ত থাকে নদীতে। খেলাধুলো করতে ইচ্ছে করে না? 'ইচ্ছে তো

> কেউ বলেনি, নিজে থেকেই একাজ করি। বাবা প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করে। আমিও কিছু উপার্জন করলে যদি বাবার চাপ কিছুটা কমে। যে টাকা পাই, বই-খাতা-কলমের জন্য খরচ করি। বাবার কাছে টাকা চাই না।
>
> **-অমল (নাম পরিবর্তিত)**

হয়...' বলে হাসার চেষ্টা করল সে।

তবে, অমলের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু রয়েছে। সে যখন রায়ডাকে পাথর তোলে, ওরা এসে আশপাশে বসে তার কাজ দেখে। দু'পক্ষে চলে নানা কথা।

কিছুটা দূরেই কাজ করছিলেন অমলের বাবা। ছেলের সঙ্গে অচেনা মুখের আলাপচারিতা দেখে কৌতূহলবশে কাছে এলেন। নিজে থেকেই বললেন (বোধহয় বিষয়টা বুঝতে পেরে), 'ছেলেকে একাজ করতে অনেক বারণ করেছি। তবুও ও সময় পেলেই নদীতে এসে পাথর তোলে। যে টাকা পায়, পড়াশোনাতেই কাজে লাগায়। ওর স্বপ্ন ভালো করে পড়াশোনা করে ভালোমানুষ হওয়া।'

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে অনেকটাই ঢলে পড়েছে। ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ফেরার পথে অমলের স্কুলের এক শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করলাম। অমলের কথা বলতেই তিনি বললেন, 'ওর মতো ছেলে আমাদের সমাজের অনুপ্রেরণা। ওকে দেখে অনেক কিছুই শেখার আছে।' কথা হল বিশিষ্ট সমাজসেবী হরিশংকর দেবনাথের সঙ্গেও। অমলের কথা শুনে বললেন, 'ও চাইলে ওর পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে কোনও প্রয়োজনে সবসময় সহযোগিতা করব।' তবে অমলের মতো এই 'স্বেচ্ছায় শিশুশ্রমিক'দের কীভাবে শিশুশ্রম থেকে বিরত রাখা যাবে, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না তিনি।

প্রধান শিক্ষকের তুলিতে রঙিন স্কুলের দেওয়াল

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৬ ফেব্রুয়ারি : রংতুলিতে স্কুলের দেওয়ালে ফুটে উঠছে মনীষীদের ছবি, তাঁদের বাণী। এমন নিখুঁতভাবে সেই ছবি আঁকা হয়েছে যেন এক ঝলক দেখলেই মনে হবে কোনও প্রফেশনাল শিল্পীর আঁকা। কিন্তু না, যিনি ছবি এঁকেছেন তিনি আর কেউ নন, ওই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক মানিক সরকার। বাগডোগরা কলেজপাড়ার রামাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলে দেখা যাবে মানিকের আঁকা একের পর এক মনীষীদের ছবি। শিক্ষকের এমন সদর্থক ভূমিকা দেখে মুগ্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ চেয়ারম্যান দিলীপ রায় সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

সরকারি স্কুলের একাংশ শিক্ষকের প্রতি ধারণা রয়েছে, তাঁরা 'আসি যাই মাইনে পাই' মনোভাব নিয়ে শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু এখনও অনেক সরকারি স্কুল রয়েছে যেখানে সেখানকার শিক্ষকরা দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন।

রামাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এমনই দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে চলেছেন। বৃহস্পতিবার ওই স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, তিনি আপন মনে স্কুলের সামনের দেওয়ালে একটি চেয়ার নিয়ে বসে বিদ্যাসাগরের ছবি আঁকছেন। স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। মানিক জানান, স্কুল ছুটির দিন বা ছুটির পরেই তিনি ছবি আঁকেন। এমন ভাবনা কেন? তাঁর জবাব, 'সরকারি স্কুলের প্রতি অনেকেরই অনীহা রয়েছে। সরকারি স্কুলের পরিবর্তে সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পড়ানোর প্রবণতা বেশি। কিন্তু যত বিখ্যাত মনীষী আছেন তাঁদের অধিকাংশ সরকারি স্কুলে পড়ে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছোতে পেরেছেন। অথচ সরকারি স্কুলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে যাচ্ছে। সরকারি স্কুলের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে আমার এই উদ্যোগ।'

তিনি বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের আঁকার প্রতি উৎসাহ বাড়াতে আঁকা শেখাই। আঁকা শেখানোর জন্য মাসে আমার বেতন থেকে ৫০০ টাকা বরাদ্দ রাখি। কারণ অতি সাধারণ পরিবারের ছাত্রছাত্রী রংতুলি বাড়ি থেকে আনতে পারে না।' বর্তমানে মাত্র ৩৬ জন ছাত্রছাত্রীর এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৮ সালে। স্থায়ী শিক্ষক তিনজন। একজন প্যারাটিচার। ২৪ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন মানিক। এতদিন অন্য স্কুলে ছিলেন। গত বছরের মার্চ মাসে এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেন।

ইতিমধ্যে দেওয়ালে নেতাজি এবং রবীন্দ্রনাথের ছবি এঁকেছেন, তাঁদের বাণী ছবির সঙ্গে লিখেছেন। এখন আঁকছেন বিদ্যাসাগর। এরপর আঁকা হবে বিবেকানন্দ, নজরুল, সুকান্ত, ভগৎ সিং, শরৎচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণন, জওহরলাল নেহরু, গান্ধিজির ছবি। সহজপাঠের ছবিগুলোও আঁকা হবে। এই স্কুলের এক প্রাক্তনী শ্রেয়া মজুমদার বলেন, 'স্যর স্কুলে ফুলের বাগান করেছেন। স্কুলকে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।' প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের কথায়, 'খুবই ভালো, অভাবনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন মানিকবাবু।'

মানিক সরকারের তুলিতে সেজে উঠছে স্কুলের দেওয়াল। বাগডোগরা কলেজপাড়ার রামাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার ১

খড়িবাড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বাংলা-বিহার সীমানার সিঙ্গিয়াজোতে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ সাজ্জাদ আলম। সে বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাতে সাজ্জাদ বাইকে চেপে ১০০ বোতল কাফ সিরাপ নিয়ে সিঙ্গিয়াজোতে এসেছিল হাতবদলের জন্য। তখনই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় সে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাফল্য

বেলে চাকরি ৯ পড়ুয়ার

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : মোবাইল স্ক্রিনে চোখ। গত বুধবারে মেলের ইনবক্সে চাকরির খবর। তাও আবার ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড (বেল)-এর মতো নামী কোম্পানিতে। জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৯ পড়ুয়ার সাফল্য এখন কলেজের সবার মুখে।

বেল ছাড়াও এইচপিএল, এলঅ্যান্ডটি, এমএ নদস্তর, কোকা-কোলা, রিলায়েন্স ইত্যাদি কোম্পানি মিলিয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষে জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্লেসমেন্ট ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে ১৫০ জন চাকরি পেয়েছেন। বেলে চাকরির সুযোগ পেয়ে পবিত্রকুমার মাহাতো বলেন, 'একটা দারুণ অনুভূতি। ইন্টারভিউ পর্বে বেশ কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলাম। প্রথমেই নিয়োগকর্তারা আমাদের বার্তা দেন, ওয়েলডান মাই ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার। আমরা তোমাদের মধ্যে থাকা উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে পেতে চাই।'

বেল এই প্রথমবার জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টে এল। কয়েকদিন আগে সেই পরিদর্শনের সময় তাদের কোম্পানির জন্য যোগ্য ৯ জনকে বেছে নেন নিয়োগকর্তারা। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায় বেলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এটা আমাদের কলেজের দারুণ সাফল্য। জলপাইগুড়ি থেকে ছেলেমেয়েরা বেলে সুযোগ পেয়েছে। রাজ্যের অন্য কোনও কলেজ এটা পায়নি।'

বেল ১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোম্পানিটি ভারতীর প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনীয় নানা বৈদ্যুতিন জিনিসপত্র তৈরি করে। এত বড় বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল কলেজে আসে। ক্লাসে পাঠ নেওয়ার পাশাপাশি জার্নাল ও প্লেসমেন্টের বিষয় নিয়ে সেমিনার হওয়ায় পড়ুয়াদের অনেক উপকার হয়েছে।

বেল ছাড়াও এইচপিএল-এ ৫ জন, এলঅ্যান্ডটি-তে ১৩ জন, এমএ নদস্তর-এ ৫ জন, কোকা-কোলায় ৫ জন এবং রিলায়েন্সে ২ জন চাকরি পেয়েছেন। চাকরির সুযোগ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা শ্রেয়া দণ্ডপাট, শ্রেয়সী দাশগুপ্ত, অদিতি পাল প্রমুখ। শ্রেয়া বলেন, 'মেলে চাকরির খবর পেয়ে এক অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। যখন জানলাম আমি নির্বাচিত তখন মনে হচ্ছিল এতদিনের লড়াই এবার সফল হল। বন্ধুদের সকলেই খুব খুশি।' পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটির সদস্য ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে ভালো ফল করা যায় তার প্রমাণ জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আমরা এই কলেজের সাফল্যে খুশি'।

ধীরাজ ঠাকুর চাকরি পাওয়ার খবর বাড়িতে দিয়েছেন। অভিভাবকরা সেই সংবাদে অভিভূত। চাকরি পেয়ে অদিতি পাল বলেন, 'বেলের প্রিজম ফোরসে ৯ জন চাকরি পেয়েছেন। এই চাকরির খবর আমাদের জীবনে নতুন দরজা খুলে দিল।'

কলেজের পরিচালন কমিটির তরুণ সদস্য সৌমিক মজুমদার জানালেন, 'কলেজ পড়ুয়াদের এই সাফল্য আমাদের গর্ব।'

খুশি পড়ুয়ারা

- গত বুধবার চাকরির মেইল পান পড়ুয়ারা
- বেল কোম্পানিতে মাসিক ৫২ হাজার টাকা বেতন
- বেল ছাড়াও এইচপিএল, কোকা-কোলা, প্রভৃতি কোম্পানিতে চাকরি পড়ুয়াদের
- কলেজ থেকে মোট ১৫০ জন পড়ুয়া চাকরি পেয়েছেন

একটা জায়গাতে কাজ পেয়ে আনন্দে ভাসছেন ৯ পড়ুয়া। শুরুতে তাঁরা মাসিক ৫২ হাজার টাকা বেতন পাবেন।

কলেজের প্লেসমেন্ট অফিসার নিমাই মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'চলতি বছরে ৫০ শতাংশের বেশি পড়ুয়ার চাকরি হয়েছে। পাশাপাশি মহিলা শিক্ষার্থীরাও বেশ ভালো ফল করেছেন।' তিনি আরও জানালেন,

Corrigendum Notice

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-38 of 2024-25 for SL 1

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-38 of 2024-25 for SL 1 Closing date extended upto 10/02/2025 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

শিলিগুড়ি KFC-তে সার্ভিস বয় লাগবে স্পট জয়েনিং। 4 দিন ছুটি, বেতন 10,300. 10th পাশ, বয়স 18-30।9933119446. (C/114946)

শিক্ষা-দীক্ষা

শিলিগুড়ি চা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট Siliguri Tea Training Institute শিবমন্দির খেলার মাঠ/NBU-এর কাছাকাছি চা ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা- 6 মাস-50000/- টাকা (5 কিস্তিতে প্রদেয়)। চা ব্যবস্থাপনায় সার্টিফিকেট কোর্স-4 মাস-40000/- টাকা (4 কিস্তিতে প্রদেয়)। ফোন : 8372059506, 9800050770 (ডাঃ এস ই কবির) (M/M)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং WB/01/005/312512 নাম ভুল থাকায় গত 20-09-24, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manoranjan Sarkar এবং Atul Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পেটভাতা ফলিমারি, মাঘপালা, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/113193)

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-৪
টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এলাটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী-৪ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/১
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রকল্পটিতে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

আজ ও কাল
শিলিগুড়ি
হোটেল মেহর, সেবক রোড
কাল বিকেল ৩টে পর্যন্ত
9 10 11 FEB
জলপাইগুড়ি
হোটেল তোর্ষা ইন্টারন্যাশনাল
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

CINEMA সিনেমা
Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
BINODIINI
Ekti Natir Upakhyan (B)
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M

Now showing at
BISWADEEP
Himesh Reshmiya in
BADASS Ravi Kumar
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ১৭১, ১৭২ এবং ১৯৮, তারিখঃ ২৯.০১.২০২৫, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ কলকলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.ঃ ১৭১-এমএলডিটি-২৪-২৫, স্থান সহ কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/মালদার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে মালদা ডিভিসনের নিউ ফরাক্কা-বারহারওয়া শাখায় কিমি ২৫৮/১১-১২-তে ব্রিজ নং. ৬৮৬/ডি (১৬X৪.৫৭ মিটার) (স্প্যান নং.১,৯,১০,১২,১৩, ১৪,১৫)-এর জ্যাকেটিং কাজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত আরসিসি স্ল্যাব প্রতিস্থাপন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৩৬,১১,২৬৪.২০ টাকা। **ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.ঃ ১৭২-এমএলডিটি-২৪-২৫, স্থান সহ কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/মালদার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে মালদা ডিভিসনের নিউ ফরাক্কা-বারহারওয়া শাখায় কিমি ২৬১/৭-৮-তে ব্রিজ নং. ৬৯১এ (এস-১,২,৩,৪,৫,৭, ৮ এবং ১০)-এর জ্যাকেটিং কাজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত আরসিসি স্ল্যাব প্রতিস্থাপন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৪৬,৮৪,২৯৭.৯২ টাকা। **ক্রমিক নং.৩, টেন্ডার নং.ঃ ১৯৮-এমএলডিটি-২৪-২৫, স্থান সহ কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে মালদা-নিউ ফরাক্কা-তিনপাহাড় শাখায় ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা শাখাগত গতিবৃদ্ধির জন্য সেফটি ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থা কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩৬,৯৪,৪০,২৩৫.৯২ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (প্রতিটির জন্য)। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in**/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি (প্রতিটির জন্য)। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র ওয়েবসাইটে দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-214/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PM Shri Kendriya Vidyalaya Sevoke Road

Walk-in-Interview

PM Shri Kendriya Vidyalaya Sevoke Road invites part time contractual panel teachers for the following post for the session 2025-26 on 12.02.2025 and 13.02.2025.

PGT - Computer Science, Physics, Biology, Commerce, English
TGT - English, Science, Social Science, Sanskrit, Maths
Misc. - Nurse, Special Educator, Counsellor, Games Coach, Yoga Coach, Computer Instructor I, Computer Instructor II, Art & Craft Teacher
PRTs
Schedule -

SN	Day and Date	Remarks
1	Wednesday, 12/2/2025 : 9 A.M.	PRT, Nurse, Special Educator, Art & Craft Teacher, Counsellor, Games Coach, Yoga Coach, Computer Instructor I, Computer Instructor II
2	Thursday, 13/2/2025 : 9 A.M.	**PGT -** Computer Science, Physics, Biology, Commerce, English **TGT -** English, Science, Social Science, Sanskrit, Maths

Venue : PM Shri Kendriya Vidyalaya Sevoke Road, Salugara, Siliguri, Jalpaiguri, West Bengal-734008
Screening Test prior to interview may be conducted depending upon no. of candidates. Please visit **https://sevokeroad.kvs.ac.in/** for detailed advertisement, eligibility criteria, instructions and bio-data format.

আজ টিভিতে

সব ভূতুড়ে (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৯.৩০ **কালার্স বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ কর্তব্য, ১০.০০ প্রতারক, দুপুর ১.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, বিকেল ৪.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.৩০ চন্দ্রমল্লিকা, রাত ১০.৩০ কালীশংকর, ১.০০ অন্তর্লীন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.২৫ ঘাতক, সন্ধে ৭.২৫ হিরোগিরি, রাত ১০.২০ চ্যাম্প

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ জানবাজ, ১.৩০ টক্কর, বিকেল ৪.১০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সন্ধে ৬.০৫ ন্যায়দণ্ড, রাত ১২.০০ সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সবরমতী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধাতার খেলা, রাত ৯.৩০ সব ভূতুরে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ক্রীতদাস

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৭ অওরোঁ মে কহাঁ দম থা, দুপুর ১.৩৯ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, বিকেল ৪.৫৫ রানিগঞ্জ-দ্য গ্রেট ভারত রেসকিউ

কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.২৫ সিন্ধুবাঁধ, দুপুর ১.৩৪ বর্ডার, বিকেল ৫.১৯ ঠগস, সন্ধে ৭.৫৮ সিরেন, রাত ১১.০৯ ডিডি রিটার্নস

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৭ দাবাং-থ্রি, দুপুর ২.৩৮ গীতা গোবিন্দম, বিকেল ৫.১৭ নাগভূমি, সন্ধে

কিশোর ম্যানিয়া রাত ৯.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

দাবাং-থ্রি বেলা ১১.৪৭ **জি সিনেমা**

দ্য গুড ডাইনোসর
বিকেল ৩.৩০ **স্টার মুভিজ**

৭.৫৫ ওম ভীম বুশ, রাত ১০.৪৭ বেদা

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.০১ স্পাইডারম্যান-থ্রি, বিকেল ৫.০৫ এজেন্ট কোডি ব্যাংকস, সন্ধে ৬.৪৪ হোয়্যার দ্য ক্রড্যাডস সিং, রাত ৮.৪৫ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, ১০.৪৭ হ্যান্সেল অ্যান্ড গ্রিটেল-উইচ হান্টার্স

মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে কি বিপাকে পড়ল স্বতন্ত্র ও কমলিনী? চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ উত্তেজিত হয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বৃষ : কর্মস্থলে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য। কাউকে উপকার করতে পেরে আনন্দ। মিথুন : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। কোনও কারণে প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। কর্কট : বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। কোনও কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। সিংহ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় মানসিক শান্তি। সন্তানের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। কন্যা : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। সামান্য কারণে সংসারে অশান্তি। তুলা : ব্যবসায় সামান্য মন্দা চলবে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। বৃশ্চিক : উন্নয়নমূলক কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন। বাড়ি সংস্কারে প্রচুর অর্থব্যয়। ধনু : ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের অবসান হওয়ায় স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। মকর : কোনও দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। কুম্ভ : দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কোনও লোভনীয় প্রস্তাব এলেই গ্রহণ করতে যাবেন না। মীন : আমদানি ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ১৮ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২৪ মাঘ, সংবৎ ১০ মাঘ সুদি, ৮ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২০, অঃ ৫।২৪। শুক্রবার, দশমী রাত্রি ১০।৫৭। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৮।২৭। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ৬।১৬। তৈতিলকরণ দিবা ১১।৫৪ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৫৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে-বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।২৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১০।৫৭ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৯।৬ গতে ১১।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩৮ গতে ১০।১৫ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৬।১৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ দীক্ষা দেবগৃহারম্ভ দেবগৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ২।৪৬ মধ্যে অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীকেবল্যনাথ শ্রীশ্রীরামঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৩ মধ্যে ও ৮।২০ গতে ১০।৩৮ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।৩০ মধ্যে ও ৪।২ গতে ৫।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৪ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।২১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৩ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৬।১৯ মধ্যে।

Walk in interview 2025-26

PM Shri Kendriya Vidyalaya No. 1 and No. 2 Binnaguri Cantt. is going to conduct interview of eligible candidates in the subjects of Primary Teacher, TGT (English, Hindi, Sanskrit, Science, Mathematics and Social Science), PGT (English, Hindi, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, History, Geography, Commerce and Economics), Computer Instructor, Yoga Teacher, Staff Nurse, Sports Instructor on 17 February 2025 at 08.00 am in PM Shri Kendriya Vidyalaya No. 1 to prepare panel of part-time/Contractual teachers for the academic session 2025-26. For detailed information, visit the school website **https://no1binnaguricantt.kvs.ac.in** and **https://no2binnaguri.kvs.ac.in/** Interested and eligible candidates must bring original, self-attested copy and photograph of all mark sheets/certificates/CTET on the day of interview.

S.L.	POST	Educational qualification	SUBJECTS
1	PGT	Masters 50%+B. Ed.	PGT (English, Hindi, Maths, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, History, Geography, Commerce and Economics)
2	TGT	Graduation 50%+ B.Ed.+ CTET	TGT (English, Hindi, Sanskrit, Science, Mathematics and Social Science)
3	PRT	12th 50%+ JBT/D. EL.ED+CTET	All Subjects
4	Dance instructor, Sports inst

হাতেগোনা আর কয়েকদিন পরই শুরু হচ্ছে ২০২৫-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। শেষমুহূর্তে কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়, তাছাড়া পরীক্ষার আগে নিজেকে চাপমুক্ত রাখা কতটা জরুরি তা নিয়েই আলোচনা করা হল।

পুরোনো পড়া ঝালাইয়ে সাফল্য

চন্দ্রচূড় সেন

মাধ্যমিক ২০২৪ -এ রাজ্যে প্রথম

নতুন করে কোনও টপিক নিয়ে পড়াশোনার সময় শেষ। পরীক্ষার জন্য সারাবছর কী কী প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এখন শুধু সেটাই ঝালিয়ে নেওয়ার সময়। কথায় রয়েছে, 'শেষ ভালো যার সব ভালো তার।' তাই মাধ্যমিকের জন্য সারাবছর যত ভালোই প্রস্তুতি নেওয়া হোক না কেন, পরীক্ষার আগে শেষমুহূর্তে অবশ্যই সচেতন থেকে পড়াশোনা করতে হবে। আমি অনেককেই দেখেছি যাঁরা পরীক্ষার আগে অস্বাভাবিক হারে পড়াশোনা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাতে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেটা করা উচিত নয় বলেই আমার মনে হয়। তার চেয়ে বরং সারাবছর যেগুলি পড়া হয়েছে সেগুলিই রুটিন করে 'রিভাইস' দেওয়া উচিত।

নিজের কথা যদি বলতে হয় তাহলে আমি এই সময়টায় বিশেষ কিছু নিয়ম অবলম্বন করে পড়াশোনা করতাম। এবার যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তারা সেই নিয়মগুলো মেনে চললে আশা করি ভালো ফল হবে। প্রথমত, এই সময় অতিরিক্ত রাত জাগা কখনোই উচিত নয়। হালকা খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত তেল-মশলা জাতীয় খাবার খেয়ে পরীক্ষার সময় শরীর খারাপ করে ফেলা

বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পরীক্ষার আগে যে সময়টা বাকি রয়েছে তখন ঘড়ি ধরে টেস্ট পেপার সলভ করা উচিত। হাতের কাছে বিভিন্ন সংস্থার সবধরনের টেস্ট পেপার রয়েছে। সেগুলি নিয়মিত প্র্যাকটিস করলে সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করার একটি অভ্যাস তৈরি হবে। এমনিতেও টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলের জন্য যত বেশি মক টেস্ট দেওয়া যাবে ততই মঙ্গল। অবশ্য সেসব বেশ কয়েকদিন আগে থেকে শুরু করতে হবে।

পরীক্ষার আগের সময়গুলোতে বেশি না খেটে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে আমি পড়াশোনা করেছিলাম। এখন যেহেতু হাতে সময় নেই তাই নতুন কোনও টপিক শুরু না করে সারাবছর যা পড়েছ সেগুলিই বারবার রিভিশন দিতে থাকো। 'এমসিকিউ'-র ক্ষেত্রে সহায়িকা বইগুলি খুব কার্যকরী, সময়ে সময়ে সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিতে ভুলো না।

কোন প্রশ্ন বা টপিকটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিশ্চয়ই শিক্ষকরা ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন। সেগুলিতে চোখ বুলিয়ে নিলে পরীক্ষার সময় উত্তর লেখা সহজ হবে। সবশেষে একটাই কথা। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় ঘাবড়ে না গিয়ে আগে পুরো প্রশ্নপত্রটা ঠান্ডা মাথায় পড়ে তারপর লেখা শুরু করবে। সকলকে বেস্ট অফ লাক, সবার পরীক্ষা খুব ভালো হোক।

অনুলিখন : শিবশংকর সূত্রধর

শেষমুহূর্তে অতিরিক্ত চাপ নয়

ডাঃ চিরঞ্জীব রায়

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এখন যে কোনও পরীক্ষার আগে বুঝতে খানিক সমস্যা হয় পরীক্ষার্থী আসলে কে? ছেলেমেয়ে নাকি তাদের বাবা-মা। আর সেটা যদি হয় মাধ্যমিকের মতো বড় পরীক্ষা তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু এটা আদতে পরীক্ষার্থী বা অভিভাবক কারও জন্যই বিশেষ ভালো লক্ষ্মণ নয়। নিজের পেশাগত জীবনে বহুবার লক্ষ করেছি অভিভাবকরা যখন বারবার পরীক্ষার্থীদের কাছে নিজের দুশ্চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকেন তখন সেটা তাকে পরীক্ষার আগে আরও চাপে ফেলে দেয়। অভিভাবকদের মাথায় রাখতে হবে মাধ্যমিক জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। সব পড়ুয়াই সেখানে নিজের সেরাটা দিতে চায়। কিন্তু পরিবারের প্রত্যাশা অত্যধিক বেড়ে গেলে পড়ুয়ার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। যার ফল হয় উলটো। অন্যদিকে, অভিভাবকরাও যদি অত্যধিক চিন্তা মাথায় নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন সেটাও প্রভাব ফেলে পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতিতে। তাই অভিভাবকদের বলব নিজের সন্তানের ওপর ভরসা রাখুন।

এবার পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলি, পরীক্ষার আর হাতেগোনা কয়েকটা দিন বাকি। তোমরা নিশ্চয়ই এখন শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। এসময় কখনোই অতিরিক্ত চাপ নেওয়া যাবে না। গত কয়েকদিন ধরে আমার কাছে অনেক অভিভাবক নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছেন। প্রত্যেকেরই এক কথা, পরীক্ষা যত এগিয়ে আসছে চিন্তায় পড়াশোনাতেই মনোনিবেশ করতে পারছে না। তাঁদের সকলকে বলেছি, তোমাদেরও বলছি একদম চাপ না নিয়ে পুরো রিল্যাক্স থাকো, পরীক্ষা তাতেই ভালো হবে।

এছাড়া বহু পরীক্ষার্থী আরও দুটো পরিচিত সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসে। সেটা হল, 'পড়েছিলাম কিন্তু ভুলে যাচ্ছি।' আর 'জানা জিনিস পরীক্ষায় লিখতে পারিনি।' যারা এই সমস্যায় ভুগছো তাদের উদ্দেশে আমার পরামর্শ মাথায় একসঙ্গে ১০০টা বিষয় ঘুরলে জানা জিনিস ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর ঠান্ডা মাথায় উত্তর লিখবে। মাথা যত ঠান্ডা থাকবে পরীক্ষা তত ভালো হবে। সকলের জন্য শুভকামনা রইল।

অনুলিখন : শিবশংকর সূত্রধর

ধৃত পাঁচ

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : এনজেপি থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনবাত্তির একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের সামনে থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা সকলেই চোরাই মোবাইল সহ বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে শিলিগুড়িতে এসেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মোবাইলগুলি শহরে বিক্রি করা। ধৃতদের থেকে দশটি নতুন মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই বিহারের কিষনগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

শংসাপত্র পেতে হয়রানিতে ক্ষুব্ধ রোমা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি মহকুমার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় মানুষের প্রধান দাবি তপশিলি জাতি ও উপজাতির শংসাপত্র। বৃহস্পতিবার কলকাতায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠকে এই প্রসঙ্গ তুললেন কাউন্সিলের সদস্য তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা চা বাগান এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ অধিকাংশই জানেন না, শুধুমাত্র ভাষাগত কারণে। এদিন রোমা বলেন, ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা ভাষার পাশাপাশি প্রকল্পগুলির কথা সাদরি ও কুরুখ ভাষাতেও যেন প্রচার করা হয়। কারণ, আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের নিজের ভাষায় সরকারি প্রকল্পের কথা জানতে না পারায় সেই সুবিধা নিতে পাচ্ছে না।' বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সরকারি প্রকল্পগুলি নিয়ে চা বাগান এলাকায় কুরুখ ও সাদরি ভাষায় অডিও, ভিডিও-র মাধ্যমে প্রচার করা হবে বলে জানিয়েছেন রোমা।

এদিন কলকাতায় কাউন্সিলের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা পাচ্ছেন কি না সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। বৈঠকে আদিবাসীদের শংসাপত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, চা বাগান এলাকায় থাকা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে এখনও জাতিগত শংসাপত্র পেতে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। রোমা বলেন, 'আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ অর্থের অভাবে উচ্চশিক্ষা নিতে পারছেন না। তবে জমি বিক্রি করে কেউ উচ্চশিক্ষা নেবেন, এটা হতে পারে না। সেই কারণে আমি এই মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়ার কথা বলি।' সহকারী সভাধিপতি বলেন, 'তপশিলি জাতি ও উপজাতির শংসাপত্র পাওয়া নিয়ে সমস্যা রয়েছে চা বাগানে। কয়েকজন জাল শংসাপত্র বের করেছে, এটা ঠিকই। কিন্তু এটা বাছাই করতে হবে সরকারি কর্তাদের।'

বটেশ্বর মন্দির পরিদর্শনে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। বৃহস্পতিবার।

হিমুলের পাশে জমিতে আগুন

বাগডোগরা, ৬ ফেব্রুয়ারি : বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বৃহস্পতিবার। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ মাটিগাড়ায় খাপরাইল রোডে হিমুলের পাশে ভাঙাপুলে একটি ফাঁকা জমিতে আবর্জনায় হঠাৎ আগুন লাগে। খবর পৌঁছায় মাটিগাড়ার বিডিও অফিস, দমকলে। তারপর দমকলের একটি গাড়ি, মাটিগাড়া থানার পুলিশ, বিডিও অফিসের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বটেশ্বর মন্দির সাফাই ঘিরে বিতর্ক

ময়নাগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের ময়নাগুড়ি বটেশ্বর মন্দির সংস্কার ও সাফাই নিয়ে বড়সড়ো বিতর্ক দানা বাঁধল। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, প্রশাসনিক কর্তারা থেকে শুরু করে রাজ্য ও কেন্দ্রের গোয়েন্দারা এদিন বটেশ্বর মন্দির পরিদর্শন করেন।

বটেশ্বর মন্দিরের পিছনের অংশে ঝোপঝাড়ে ভরে রয়েছে। গত সপ্তাহে এলাকার বাসিন্দারা মন্দিরের পিছনের দিকের এক অংশে সাফাই অভিযান চালায়। আর্থমুভার নিয়ে এসে মূল মন্দিরের পিছনের দিকে থাকা পুরোনো পাথরের চাঁইগুলিকে এক জায়গায় সরিয়ে রাখে। আলিপুরদুয়ারের পুরাতত্ত্ববিদ তমাল গোস্বামী সমাজমাধ্যমে বটেশ্বর মন্দিরের পাথর একত্র করার ছবি দিয়ে পোস্ট করেন, '...ময়নাগুড়ির বটেশ্বর মন্দির ভাঙা হচ্ছে। কারা, কেন এই ঐতিহ্য, হেরিটেজকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, কোনও প্রতিবাদ নেই...।' তমালবাবু বলেন, 'বটেশ্বর মন্দিরের সীমানা প্রাচীরের ভেতরে থাকা পুরো ভগ্নস্তূপ ছাড়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথরের খণ্ডগুলিও মন্দিরের অংশ। মন্দিরটিকে ঘিরে গবেষণা চলছে। এভাবে কোনও পাথরখণ্ড সরিয়ে দেওয়া যায় না।'

চা পর্যটন হতে দেব না, ঘোষণা অনীতের

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য অনীত থাপা জানিয়ে দিলেন, 'পাহাড়ের সৌন্দর্য, পাহাড়ের সবুজকে ধ্বংস করতে দেওয়া হবে না। কিছু লোক এসে চা বাগানের নতুন নির্মাণ করবে, বহুতল তৈরি করবে এটা হতে দেব না। যে কোনও প্রকারে পাহাড়ে এটা আটকানো হবে।' বরং পাহাড়ে চা বাগান শ্রমিকদের দখলে থাকা জমির পুরোটারই পাট্টার দাবি তুলেছেন অনীত। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনীত এমন অবস্থান নেওয়ায়, তাঁর মন্তব্যে পাহাড়ে হইচই পড়েছে।

বুধবার কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের জমিতে পর্যটন অর্থাৎ টি ট্যুরিজম প্রকল্পের জন্য ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। যা নিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন পড়েছে। হাওয়া বুঝেই অনীতের এদিন হুঁশিয়ারি, 'পাহাড়ের কোনও চা বাগানেই নয়া নিয়ম কার্যকর করে বাইরের লোকদের এসে হোটেল, রেস্তোরাঁ বানিয়ে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। আমরা এর বিরোধিতা করছি। আগামীতেও করব। কাজেই এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। শ্রমিকদের জমি শ্রমিকদের হাতেই দিতে হবে। সেই দাবিতেই আমি লড়ছি।'

শুধু অনীত নন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার প্রতিবাদে মুখর হয়েছে তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চা শিল্পকে ধ্বংসের অভিযোগ তুলেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্ট। তাঁর অভিযোগ, 'এই প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে চা শ্রমিকদের জমির অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে রাজ্য সরকার। শ্রমিকদের বঞ্চিত করে রিয়েল এস্টেট ব্যবসাকে ইন্ধন জোগানো হচ্ছে। যা নতুন অশান্তির জন্ম দেবে উত্তরবঙ্গের চা বাগিচা অঞ্চলে। কেননা, সরকারি এই চেষ্টার মধ্যে দিয়ে প্রচুর মানুষ ভবিষ্যতে কর্মচ্যুত হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়ন। সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি অভিজিৎ মজুমদার বলেন, '১৫ শতাংশ জমি ব্যবহারের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তাতেই একের পর এক চা বাগানে রিসর্ট, আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠেছে। ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহারের সুযোগ মেলায় ভবিষ্যতে আর চা বাগান থাকবে না। সমস্তটাই চলে যাবে জমি হাঙ্গরদের হাতে। উচ্ছেদ হতে হবে চা শ্রমিকদের।' বিস্টের মতো তিনিও প্রতিবাদী আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

মহানন্দায় গঙ্গাপুজো

ফাঁসিদেওয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি : খইয়ের নাড়ু এবং বাতাসা দিয়ে মহানন্দায় শতবর্ষ প্রাচীন তথা ঐতিহ্যবাহী গঙ্গাপুজো সারলেন ভক্তরা। সেইসঙ্গে পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে স্নান সারলেন প্রচুর ভক্ত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের লালদাসজোতে এই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মেলা বসে। দু'দিন ধরে মেলা চলবে। মহানন্দা নদীর পাড়ে এই মেলা বসে। মেলাকে কেন্দ্র করে শতাধিক দোকান বসেছিল। মেলায় প্রতিবছরই পুণ্যার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ, পানীয় জল এবং সোলার লাইটের ব্যবস্থা নেই। কমিটির তরফে প্রশাসনের কাছে এই সমস্যা মেটানোর দাবি করা হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায় বলেন, 'আগামী বছর মেলার আগেই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

নজর শিলিগুড়িতে

- এবছর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে
- এবছর পরীক্ষার্থী ১৩ হাজার ৬৯০
- জেলায় ভেনু ৪১টি
- ১০টি সেন্টার থেকে সমস্ত ভেনুতে নজরদারি চলবে
- এর মধ্যে পুরনিগম এলাকায় থাকছে ৪টি
- দার্জিলিং পাহাড়ে ৩ হাজার ৯৯৯ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক দেবে

মাধ্যমিকের সময় ট্রাফিকে নজর বেশি

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে এবারের মাধ্যমিক। শহরে পরীক্ষার দিনগুলিতে পরীক্ষার্থীদের যাতে গাড়ি বা যানজটের সমস্যায় না পড়তে হয় সেজন্য পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা বৈঠক করেছেন।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার অধীন নকশালবাড়ি ব্লকের জঙ্গল ঘেরা কয়েকটি এলাকা থেকে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে যায়। প্রায়ই হানা দেয় হাতির পাল। সেকথা মাথায় রেখে পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আলাদা করে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সেই সঙ্গে যানজট হয়, এমন কেন্দ্রগুলির সামনে মাধ্যমিকের দিন ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ নজর থাকবে। শিলিগুড়ির নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের সামনে রাস্তায় পুলিশের নজরদারি চালানো হবে বলে খবর। গত বছর এই রাস্তায় বেসরকারি স্কুলের বাস ঢুকে পড়ায় সমস্যা হয়েছিল। এবার পরীক্ষার দিনগুলিতে ওই রাস্তা দিয়ে বড় যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মাধ্যমিকের শিলিগুড়ির কনভেনর সুপ্রকাশ রায়ের কথায়, 'সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক সম্পন্ন করার জন্য দফায় দফায় পুলিশ ও পরিবহণকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষা জেলায় বাড়তি বাস চালানো হবে। প্রতিদিন সকালে বাড়তি সিটি অটো এবং টোটো চলবে।' পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে যাবতীয় প্রস্তুতি সাড়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতে যানজটের সমস্যায় না পড়তে হয়, তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

পুলিশে রদবদল

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে বৃহস্পতিবার বদলির নির্দেশিকা জারি হয়েছে। দার্জিলিং জেলা পুলিশেও বিভিন্ন থানার ওসি ও আধিকারিকের রদবদলের নির্দেশ এসেছে। শিলিগুড়ির ১২ জনকে বদলি করা হয়েছে। যার মধ্যে এসআই তমজিদ আলি, এএসআই মন্টু বর্মন, এএসআই তারকনাথ অধিকারীকে যথাক্রমে এনজেপি, ভোরের আলো ও খাপরাইল মোড় ট্রাফিক আউটপোস্ট থেকে পুলিশলাইনে পাঠানো হয়েছে।

নকশালবাড়ি থানার ওসি অনির্বাণ নায়েককে লোধামা থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রংলি রংলিয়টের ওসি ওয়াসিম বারি নকশালবাড়ি থানার ওসির দায়িত্বে আসছেন। লোধামা থানার ওসি সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় রংলি রংলিয়ট থানার ওসি পদে যাচ্ছেন। সুকনা ইনভেস্টিগেশন সেন্টারের ওসি প্রদীপ রায় আরআর থানায় যোগ দেবেন। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিচ্ছেন বন্দনা প্রধান।

নীরজের চিঠিতে কটাক্ষ জিটিএ'র

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : পাহাড়ের ১১ জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সভায় পাশ করার দাবি তুললেন দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা।

জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপাকে চিঠি লিখে নীরজ দাবি করেন, অবিলম্বে জিটিএ'র সাধারণ সভা ডেকে এই প্রস্তাব পাশ করে সেটি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হোক।' তবে জিটিএ'র দাবি, ২০২২ সালে নয়া বোর্ডের প্রথম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব লিখিতভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

এ ব্যাপারে বিজেপি বিধায়ক নীরজকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা। তিনি বলেছেন, 'কিছু না জেনে ফের একই দাবিতে অনীতকে চিঠি দিয়ে মানুষের সহানুভূতি চাইছেন বিধায়ক।'

২০২২ সালের জুন মাসে জিটিএ নির্বাচনে অনীতের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে

১১ জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দাবি

> কিছু না জেনে ফের একই দাবিতে চিঠি দিয়ে মানুষের সহানুভূতি চাইছেন বিধায়ক। বিধায়ক খোঁজখবর রাখেননি। তাঁর উচিত অনীতকে চিঠি না দিয়ে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করা। দিল্লিতে তো তাঁদেরই সরকার রয়েছে।
>
> **-শক্তিপ্রসাদ শর্মা**
> *মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, জিটিএ*

লালকুঠির দখল নেয়। সেই বছর ১৯ সেপ্টেম্বর জিটিএ'র প্রথম সাধারণ সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় ১১টি গোর্খা জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়া। দুটি দাবি লিখিতভাবে জিটিএ কেন্দ্র এবং রাজ্যের কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোনও দাবিই পূরণ হয়নি।

বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের বিধায়ক জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীতকে হঠাৎ এই ইস্যু তুলে চিঠি দেওয়ায় ফের পাহাড়ে চর্চা শুরু হয়েছে। শক্তিপ্রসাদ বলেন, 'বিধায়ক খোঁজখবর রাখেননি। তাঁর উচিত অনীতকে চিঠি না দিয়ে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করা। দিল্লিতে তো তাঁদেরই সরকার রয়েছে।' তারপরেই তিনি পালটা প্রশ্ন তোলেন, 'কেন পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কেন্দ্র পদক্ষেপ করছে না? কেন ১১ জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না?'

প্রগতি মেলায় পাহাড়

দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপর দ্বিতীয় ব্রিজের পিলার নির্মাণ চলছে জোরকদমে। ছবি : সূত্রধর

গুরুগ্রাম থেকে শিলিগুড়িতে জাল বিস্তার

ধৃত মাদকচক্রের মূল পান্ডা নাইজিরিয়ান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : যদি প্রশ্ন করা হয়, সুদূর আফ্রিকার নাইজিরিয়া, দিল্লির গুরুগ্রাম এবং বাংলার শিলিগুড়ির মধ্যে কী যোগসূত্র আছে? আপাতভাবে এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর মাথায় না আসাই স্বাভাবিক। তবে এসটিএফের সৌজন্যে এই প্রশ্নের একটা উত্তর এখন দেওয়া যায়। এই তিনটি জায়গার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেছে জিকো। না, ইনি ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার জিকো নন। এই মক্কেল কোকেন চক্রের কিংপিন। তার আরও একটা নাম আছে- গুডলাক। নাম যাই হোক না কেন, তার 'লাক' যে 'গুড' নয়, সেটা এখন পরিষ্কার।

ব্যাপারটা খোলসা করা যাক। গুরুগ্রামে ফ্ল্যাটে বসে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় কোকেন কারবারের মস্ত সাম্রাজ্য বানিয়েছিল নাইজিরিয়ার নাগরিক জিকো। বৃহস্পতিবার তাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসার পরেই এসটিএফ গোটা চক্রের পর্দাফাঁস করে। গুডলাক কোথা থেকে কোকেন নিয়ে আসত, সেই ব্যাপারে আরও তথ্য পেতে এদিন জিকোকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে এসটিএফ।

এই ঘটনায় এসটিএফের তদন্তে মারাত্মক সব তথ্য উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে, জিকো ২০১২ সাল থেকে গুরুগ্রামে ওই অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করছে। তার পাসপোর্টের

ধৃত জিকো ওরফে গুডলাক।

মেয়াদ ফুরিয়েছে। জিকো কোনও কাজ করত না। তা সত্ত্বেও এতদিন ধরে কোকেন পাচারচক্র চালাচ্ছিল। কোনও কাজের আড়ালে কি এই বিদেশি কোকেনের ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল? সেটা এখনও স্পষ্ট নয় এসটিএফের কাছে।

মাদক পাচারের ক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহারের 'চল' রয়েছে। এক্ষেত্রে জিকোর সেই ছদ্মনাম 'গুডলাক' প্রথমবার এসটিএফ শুনেছিল পাসাং মোক্তানের কাছ থেকে। এই সেই পাসাং যে সরাসরি কোকেন নিয়ে আসত গুডলাক ওরফে জিকোর কাছ থেকে। তারপর পাসাং ওই মাদক তুলে দিল মহম্মদ সরতাজের হাতে। এরপর সরতাজ কাপড়ের দোকানের আড়ালে শহরের বিভিন্ন পাব, হোটেল এমনকি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিত।

এসটিএফের তদন্তে আরও উঠে এসেছে, শুধু শিলিগুড়ি কিংবা উত্তরবঙ্গ নয়, গুডলাক গোটা দেশে তার মাদক কারবারের জাল বিস্তার করেছে। পাসাং, সরতাজের মতো আর কাদের নিয়ে গুডলাক নিজের 'টিম' বানিয়েছিল, সেই ব্যাপারে খোঁজখবর শুরু করেছে এসটিএফ।

গত মাসের ২২ তারিখ কোকেন পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে পাসাংকে গ্রেপ্তার করে তার থেকেই গুডলাকের নাম জানতে পারে এসটিএফ। গত মাসে গ্রেপ্তার করা হয় সরতাজকেও। তারপর বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে দিনচারেক আগে এসটিএফের একটি বিশেষ দল গুরুগ্রামে যায়। সেখানে গুডলাক-এর ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। তারপর এদিন শিলিগুড়িতে আনা হয় তাকে।

খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ, পালটা নালিশ

বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষককে মার

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সহপাঠীদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি আটকাতে অনেক সময় শিক্ষকরাই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু শিক্ষকদের বিরুদ্ধেই যদি সহকর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে? সেক্ষেত্রে সমাজে ঠিক কেমন বার্তা যায়? এবার এমনটাই ঘটেছে। স্কুল চলাকালীন পড়ুয়াদের সামনে এক বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তাঁর দুই সহকর্মীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এই ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ির জেআর হিন্দি হাইস্কুলে।

ঠিক কী ঘটেছে? এদিন স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলছিল। দায়িত্বে ছিলেন বিশেষভাবে সক্ষম সহ শিক্ষক গৌরীশংকর রায়। দুপুর আড়াইটে। প্রশিক্ষণের সময় মাঠে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেশ কয়েকটি বাইক রাখা ছিল। গৌরীশংকর মাঠ থেকে বাইক সরিয়ে নেওয়ার জন্য মাইকে ঘোষণা করেন। সেইমতো অনেকেই বাইক সরিয়ে রাখেন। কিন্তু ভূগোল শিক্ষক নবীন শর্মা বাইক না সরিয়ে গৌরীশংকরের সঙ্গে উলটে তর্কে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ।

গৌরীশংকর বলেন, 'হঠাৎ নবীন আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। এরপর পড়ুয়াদের সামনে আমার জ্যাকেটের কলার টেনে ধরেন। ছাড়ানোর চেষ্টা করি।' তিনি আরও বলেন, 'ততক্ষণে কর্মশিক্ষার শিক্ষক রামনরেশ প্রসাদ অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর দুজনে মিলে আমায় পড়ুয়াদের সামনে

খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ জানানোর পর। বৃহস্পতিবার

হায় শিক্ষা

- মাঠে বাইক রাখা নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত
- বাইক না সরিয়ে উলটে তর্কাতর্কি, হাতাহাতি
- ধাক্কাধাক্কি থেকে মারধর
- শিক্ষকের হাত থেকে ঝরল রক্ত, ছিঁড়ল জ্যাকেট
- খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ
- পালটা অভিযোগ দায়ের অভিযুক্তদের

এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করেন। আমার জ্যাকেট ছিঁড়ে দেন।'

এরপর গৌরীশংকরের হাত থেকে রক্ত বের হতে দেখে স্কুলের অন্য শিক্ষকরা ছুটে এসে পরিস্থিতি সামলান বলে খবর। অন্য শিক্ষকরাই তাঁকে চিকিৎসার জন্য খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সন্ধ্যায় গৌরীশংকর শিক্ষকদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে খড়িবাড়ি থানায় নবীন ও রামনরেশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন দুজনেই। নবীনের কথায়, 'বাইক সরানো নিয়ে গৌরীশংকর আমায় টিটকিরি মারেন। তা থেকেই তর্কাতর্কি, ধাক্কাধাক্কি হয়। মারধরের ঘটনা ঘটেনি।' রাতে রামনরেশ থানায় গিয়ে গৌরীশংকর সহ তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পালটা মারধরের অভিযোগ দায়ের করেছেন।

খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতা সিং ঘটনার সময় স্কুলে ছিলেন না বলে টেলিফোনে জানান। তিনি বলেন, 'আমি স্কুলে নেই। অন্য একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছি। খোঁজ নিয়ে দেখব।' ওই স্কুলে শিক্ষকদের নিয়ে একাধিকবার বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। স্কুলের করণিক মিথিলেশ ঝা'র বক্তব্য, 'ওঁদের মধ্যে ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে পুরোনো বিবাদ রয়েছে। এদিন পড়ুয়াদের সামনে যা ঘটেছে তা ঠিক হয়নি।' স্কুলের শারীরশিক্ষার শিক্ষক সমীরণশেখর রায়ের মন্তব্য, 'পড়ুয়াদের সামনে একজন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষককে এভাবে মারধরের ঘটনা লজ্জাজনক।' গোটা ঘটনায় ছিছি পড়ে গিয়েছে এলাকায়।

চা বাগান চালুর দাবি

চোপড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি : ৫ দফা দাবি আদায়ে দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির মাধ্যমে চোপড়া থানার আইসিকে স্মারকলিপি দিল কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক কমিটি ও দলের শ্রমিক সংগঠন। বৃহস্পতিবার বিকালে মিছিল ও পথসভার পর স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে ছিলেন দলের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন, অশোক রায় সহ অন্যরা। মসিরউদ্দিনের কথায়, 'এলাকায় বন্ধ চা বাগানগুলো অবিলম্বে চালুর পাশাপাশি শাসকদলের মদতে বাগানের জমি দখল এবং বাগান টুকরো করে বিক্রির ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে জানানো হয়েছে এদিন।'

শিলান্যাস

চোপড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি : ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাচনাডাঙ্গি থেকে দক্ষিণ হাজারবিঘা হয়ে মেছাপোখর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পাকা রাস্তার শিলান্যাস হল বৃহস্পতিবার। এদিন কাজের শিলান্যাস করেন স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমান। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক জানিয়েছেন, তিন কিলোমিটার পাকা রাস্তা ও একটি কালভার্টের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৯০ টাকা বরাদ্দ মিলেছে।

স্মারকলিপি

নকশালবাড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সারা ভারত কৃষকসভার নকশালবাড়ি ব্লক কমিটি ছয় দফা দাবি নিয়ে নকশালবাড়ি বিএলঅ্যান্ডএলআরও দপ্তরে স্মারকলিপি দিল বৃহস্পতিবার। ভূমিহীনদের দ্রুত পাট্টার ব্যবস্থা করা, বড় মণিরামজোতে বর্গাদারদের জমিতে চাষাবাদের অধিকার, কৃষিজমি প্লটিং বন্ধ করা, কৃষিনালা বন্ধ করে পাকা ওয়াল নির্মাণ আটকানো সহ বিভিন্ন দাবি জানায় সংগঠনটি।

সব কাজই ঝুলে রয়েছে

রাস্তা বেহাল। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ থমকে। তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন মিঠুন ভট্টাচার্য।

রফিকুল ইসলাম
প্রধান, ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতার চার্জশিট

জনতা : পূর্ব ও পশ্চিম ধনতলায় বেশ কয়েকটি জায়গায় পথবাতি নেই। কবে বসানো হবে?

প্রধান : পশ্চিম ধনতলায় কিছুদিনের মধ্যে পথবাতি বসবে। পরে ধাপে ধাপে অন্য জায়গায় বসানো হবে।

জনতা : বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনার স্তূপ। সাফাই হচ্ছে না কেন?

প্রধান : এখন কয়েকটি জায়গা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে প্রতিটি বুথ থেকে আবর্জনা তোলা হবে।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প কবে চালু হবে?

প্রধান : জমিজটে এতদিন প্রকল্প আটকে ছিল। এবার জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্রুত রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি টেন্ডার ডেকে প্রক্রিয়া শুরু করবে।

জনতা : ব্যাটালিয়ন মোড় থেকে ক্যানাল মোড় পর্যন্ত নিকাশিনালা কবে তৈরি হবে?

প্রধান : ওটা এশিয়ান হাইওয়ে-২ কর্তৃপক্ষের জায়গা। সেখানে বিষয়টি জানানো হবে।

জনতা : পূর্ব ধনতলার জ্যোতি সংঘ প্রাঙ্গণে থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই কেন?

প্রধান : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে ব্যবস্থা নিতে বলব।

জনতা : পূর্ব ধনতলা প্রাইমারি ও হাইস্কুলের মাঠে প্রতিবছর বর্ষায় জল জমে। মাটি ফেলে সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : জায়গাটি পরিদর্শন করে তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনতা : ক্যানাল রোডের পাশে জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

প্রধান : সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব যাতে জায়গা দখলমুক্ত থাকে।

জনতা : হেলিপ্যাডের উলটোদিকে ব্যক্তিগত জমিতে হাট বসছে। সরকারিভাবে বিকল্প ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না কেন?

প্রধান : জোড়াপানি নদীর পাশে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলা শাসকের অফিসে বিষয়টি জানানো হয়। সেখান থেকে নির্দেশ এলেই ব্যবস্থা নেব।

একনজরে

ব্লক : রাজগঞ্জ
মোট সংসদ : ৩০
জনসংখ্যা : দেড় লক্ষ *(আনুমানিক)*

জনতা : সিপাহীপাড়ার রাস্তা কবে সংস্কার হবে?

প্রধান : রাস্তাটি এসজেডিএ'র। আমাদের পক্ষে এত বড় রাস্তা সংস্কার করা সম্ভব নয়। এসজেডিএ-কে জানানো হবে।

জনতা : ফুলবাড়ি বাজার এলাকায় শৌচালয় তৈরির উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।

জনতা : বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য কী পরিকল্পনা রয়েছে?

প্রধান : গজলডোবায় শিলিগুড়ির জন্য যে জলপ্রকল্পের কাজ হচ্ছে সেখান থেকেই ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে বলে জানতে পেরেছি।

ধুঁকছে প্রাণী হাসপাতাল

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুরের ছায়া নকশালবাড়িতে। গত দুই সপ্তাহ ধরে চিকিৎসকের দেখা নেই। ফার্মাসিস্ট চালাচ্ছেন ব্লক প্রাণী হাসপাতাল। ইসলামপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আট বছর ধরে স্থায়ী চিকিৎসক নেই। তবে এতটা খারাপ অবস্থা নকশালবাড়ির হাসপাতালটির নয়। তা সত্ত্বেও চিকিৎসক না থাকায় সমস্যা তো হচ্ছেই, দাবি স্থানীয়দের।

নকশালবাড়ির স্টেট অ্যানিমাল হেলথ সেন্টারে গৃহপালিত প্রাণীদের চিকিৎসা করাতে এসে ভোগান্তির মুখে পড়ছেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, গত দুই সপ্তাহ ধরে এই পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবারও একই ছবি ধরা পড়েছে হেলথ সেন্টারে। খাতায়-কলমে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক অনিন্দিতা সাহা গত ২০ জানুয়ারি

হাসপাতালে নেই

- ভেটেরিনারি অফিসার
- লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট
- অ্যানিমাল অ্যাটেনডেন্ট
- গ্রুপ-ডি কর্মী, পিওন, নাইটগার্ড

থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটিতে রয়েছেন। একজন ফার্মাসিস্ট এবং একজন অস্থায়ী কর্মী সামলাচ্ছেন সেন্টারটি।

অনিন্দিতার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্লক লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিএলডিও) সঞ্জীব সরকারকে। অভিযোগ, তাঁকে নিয়মিত হাসপাতালে দেখা যায় না। এদিন স্থানীয় বাসিন্দা মেহেবুব আনসারি নিজের পোষ্য অসুস্থ সারমেয়র জন্য সেন্টারে এসেছিলেন ওষুধ নিতে। তাঁর বক্তব্য, 'ফার্মাসিস্ট ১২০০ টাকার ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে বলেন। সরকারি হাসপাতালের এমন অবস্থা হলে আমরা কোথায় যাব!'

জগদীশ কর্মকার এদিন হাতিঘিসা থেকে অসুস্থ ছাগলকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। কিন্তু চিকিৎসক না থাকায় ফিরে যেতে হয় তাঁকে। শেষে বেসরকারি ক্লিনিকে গিয়ে অনেক বেশি খরচ করে ছাগলের চিকিৎসা করান জগদীশ।

শুধু চিকিৎসক না থাকাই এই হাসপাতালের সমস্যা নয়। এখানে পর্যাপ্ত কর্মী নেই। ফার্মাসিস্টকেই গেট বন্ধ থেকে প্রাণী চিকিৎসা, সবটা সামলাতে হয়। ফার্মাসিস্ট গণেশচন্দ্র মোদি বলেন, 'দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ছুটিতে গিয়েছেন। বিএলডিও চার্জে রয়েছেন। তবে তিনি আউটডোর পরিষেবা দিচ্ছেন না। এর জেরে অনেকে এসে ক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আমার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। যতটা পারি চেষ্টা করি।'

এদিকে সঞ্জীবের সাফাই, 'আমার পক্ষে সেখানে বসে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র অস্ত্রোপচারের দরকার হলে আমাকে ডাকলে যাই। বাকি সেখানে ফার্মাসিস্ট সবকিছু দেখছেন। ওপরমহলে সবকিছুই জানানো হয়েছে। সেখান থেকে নিয়োগ হলে হবে।'

উপহারের টাকা জোগাতে ছাগল চুরি প্রেমিকের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন রোমিও-জুলিয়েট। সে গল্প জানা। তবে প্রেমিকাকে উপহার দিতে ছাগল চুরির নিদর্শন নবতম সংযোজন। গল্পটা হতেই পারত অমোঘ প্রেমের। পথ বদলে তা হল শীর্ষেন্দুর অদ্ভুতুড়ে সিরিজের গল্প।

সামনেই ভালোবাসার সপ্তাহ। প্রেমিকাকে উপহার দিতে বিহার থেকে বালুরঘাট এলেন প্রেমিক। কিন্তু পকেটে টান। তাই বলে কি প্রেম দেবেন না? বালুরঘাট লাগোয়া বাদামাইল এলাকা থেকে চুরি করলেন ছাগল। কামারপাড়া হাটে সেই ছাগল বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়লেন হাতেনাতে। চোর সন্দেহে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল উত্তেজিত জনতা। অবশেষে তার জায়গা হল বালুরঘাট থানায়। এখন ওই প্রেমিককে নিয়ে কী করা হবে, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। এদিকে, উদ্ধার হওয়া ছাগলটি মালিককে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণী তাঁর প্রেমিকের কাছে সরস্বতীপুজোয় সময় কাটানোর আবদার করেন। বিহার থেকে হিলি পৌঁছান তিনি। প্রেমিকাকে উপহার কিনে দেন। সরস্বতীপুজোয় দুজনে ঘুরেও বেড়ান। এদিকে শুক্রবার থেকে শুরু ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ। তা সেই সপ্তাহ তো বটেই, ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র দিনও প্রেমিকাকে বিশেষ উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছেন প্রেমিকবাবাজি। সরস্বতীপুজোর দুদিন ঘুরতে গিয়েই সব শেষ করে ফেলেছেন। হোটেলে থাকার পয়সা নেই।

আবার লজ্জায় লড়াইয়ের কথা

ছবি : এআই

প্রেমিকাকে জানাতে পারেননি। কদিন ধরে হিলির একটি ট্রাকের শ্রমিকদের সঙ্গে রাতে ঘুমোতেন। তাঁদের খাবার খেয়েই কাটছিল দিন। এরমধ্যে টাকা জোগাড় করতে বাদামাইলের মাঠ থেকে একটি ছাগল চুরি করে কামারপাড়া হাটে বিক্রি করতে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে যান ওই তরুণ। চোর সন্দেহে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় উত্তেজিত জনতা। পুলিশের ফোন থেকে প্রেমিক-প্রেমিকাকে খবরটা জানান। তড়িঘড়ি থানায় ছুটে আসেন প্রেমিকা।

এদিকে, বাবা মারা যাওয়ায় মা ও দাদার শাসনেই থাকতে হয় ওই তরুণীকে। দুজনই ভিনজাতের হওয়ায় দুই পরিবারই তাঁদের প্রেমটা মানেনি। ফলে আপাতত ফোনের মাধ্যমেই লুকিয়ে তাঁদের প্রেম চলছে। হঠাৎ এমন খবর পেয়ে আবেগঘন হয়ে পড়েন ওই তরুণী। তাঁর কথায়, 'আমাদের সম্পর্ক বাড়ি থেকে মেনে নেয়নি। তাই ও আমার বাড়িতে ওঠেনি। ও আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার জন্য পাগল। ওর কাছে যে পয়সা নেই, অথবা ও যে হোটেলে না থেকে রাস্তায় থাকছিল তাও আমাকে জানায়নি।'

একটু থেমেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর চোখ। ধরা গলায় বলেন, 'আমি একটি কাজ পেয়েছি। তাই এখন থেকে আমি হিলিতেই থাকব। এখানেই ঘর ভাড়া করে সংসার পাতব। কিন্তু ও যে এমন করবে, ঘুণাক্ষরেও বুঝিনি। ওকে কোনওমতে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, টাকা দিয়ে বাড়ি পাঠাব। ও যে এমন করেছে, তা আমি বাড়ির কাউকেই বলতে পারব না।' বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'এক তরুণকে ছাগল চোর সন্দেহে আটক করা হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ব্যস্ততা।। *শীতলকুচির গোঁসাইরহাটে ছবিটি তুলেছেন দিলীপ বর্মন।*

তলানিতে আমদানি-রপ্তানি

পদ্মাপারে নতুন করে অশান্তির জের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : ফের অশান্ত পদ্মাপার। বুধবার শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে বুলডোজার চালানো হয়। একইসঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় শেখ হাসিনার বাড়িতে। এমন পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নতুন করে অশান্তিতে যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে, তা বৃহস্পতিবার ফুলবাড়িতে আসা ওপারের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেই স্পষ্ট তাঁদের চোখেমুখে ছিল আতঙ্ক। তাঁরা বলছেন, অশান্তি অবিলম্বে বন্ধ হোক।

এদিকে, বাংলাদেশে অশান্তির আঁচ পড়েছে এপারের রপ্তানি বাণিজ্যে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এখন রপ্তানি এসে ঠেকেছে ১০ শতাংশে। এনিয়ে চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, সেদিকেই নজর সকলের।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ফুলবাড়ি সীমান্তে গিয়ে দেখা গেল, ওপার বাংলার প্রায় ৩০ জন ভারতে প্রবেশ করেছেন। প্রত্যেকেরই চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। তবে যেহেতু আবার দেশে ফিরতে হবে, তাই মুখ ফুটে কেউই কিছু বলতে চাইছেন না।

বাংলাদেশে অশান্তির আবহে ফাঁকা ফুলবাড়ি সীমান্ত। বৃহস্পতিবার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলার কথায়, 'চিকিৎসার জন্য এদেশে এসেছি। আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করাব। আমাদের দেশে শান্তি ফিরে আসুক, এটাই চাই। রোজ রোজ আর এসব অশান্তি ভালো লাগে না।'

অন্যদিকে, বাংলাদেশে গিয়েছিলেন মাটিগাড়ার বাসিন্দা আপন বর্মন। তিনি বলেন, 'আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম আত্মীয়ের বাড়িতে। সরাসরি অশান্তির ছবি না দেখলেও টিভিতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম।' বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও থেকে এদিন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এপারে এসেছেন সুফলচন্দ্র বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'সামনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে বলে আমাদের আশঙ্কা কীভাবে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, তা নিশ্চয়ই প্রশাসন দেখবে।'

ওপারের অশান্তির জেরে রপ্তানি বাণিজ্য ধাক্কা খাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ভারতের ব্যবসায়ীরা চিন্তিত। মূলত পণ্য রপ্তানির পর পেমেন্টের বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁরা। নর্থবেঙ্গল এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ব্রিজকিশোর প্রসাদ বলেন, 'ফের বাংলাদেশে গণ্ডগোল হয়েছে। এতে অনেকেই পণ্য পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন।' ব্রিজকিশোরের সংযোজন, 'আমাদের ব্যবসা একদম শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন মাত্র ১০ শতাংশ পণ্য ওপারে যায়। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, সেদিকে তাকিয়ে আমরা।'

অস্থির বাংলাদেশ

বাণিজ্যে প্রভাব

- বুধবার রাত থেকে নতুন করে অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ
- সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ
- অশান্তির আঁচ পড়েছে এপারের রপ্তানি বাণিজ্যে
- এনিয়ে চিন্তায় সীমান্তের ব্যবসায়ীরা

অ্যাকাউন্ট ব্লকের পরামর্শ পুলিশের

হারানো মোবাইলে থাকা অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও

সাইবার ক্রাইম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : মোবাইল উধাও হওয়ার পরও সেখানে থাকা অনলাইন ট্রানজ্যাকশন অ্যাপ দিয়ে ব্যাংকে থাকা সমস্ত টাকাও তুলে নেওয়া হয়েছে। সাইবার ক্রাইম থানায় সম্প্রতি দায়ের হওয়া এমন একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে চিন্তায় পুলিশ।

তবে মোবাইল উধাও হলে তার মধ্যে যদি কোনও অনলাইন ট্রাকজ্যাকশন অ্যাপ থাকে এবং ফোন নম্বর যুক্ত থাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে, তবে দ্রুত ব্যংক অ্যাকাউন্ট টেম্পোরারি ব্লক করার বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং।

পরামর্শ

- মোবাইল হারিয়ে গেলে থানায় মিসিং ডায়েরি করুন। চুরি হলে অভিযোগ
- সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারসাথী. কম –এ লগ ইন করে আইএমইআই নম্বর টাইপ করে ব্লক করুন
- মোবাইল নম্বর অনলাইন ট্রানজ্যাকশন অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট টেম্পোরারিভাবে ব্লক করতে হবে
- সিম ব্লক অপশন অন রাখুন। এতে করে নেটওয়ার্ক থাকবে না, তার জন্য পিন লাগবে

তাঁর বক্তব্য, 'চক্রীরা এক্ষেত্রে ওই সিম অন্য মোবাইলে লাগিয়ে গুগল পে রিসেট করে ব্যাংকের সমস্ত টাকা তুলে নিতে পারে।'

অনেকেই মোবাইল ফোন হারিয়ে যেমন ফেলেন, তেমনই কারও কারও মোবাইল ফোন চুরি যায়। এমনই উদ্ধার হওয়া ৫৫টি মোবাইল ফোন বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি থানার তরফে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানেই মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার পর যাতে কোনও ধরনের সাইবার চক্রের মুখে পড়তে না হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতামূলক বার্তা দেন ডিসিপি (ইস্ট)। মোবাইল ফিরে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকেই। সুরোজ সিং বলেন, 'ঝংকার মোড় দিয়ে স্কুটিতে যাওয়ার সময় মোবাইল হারিয়ে যায়। এভাবে পাব, ভাবতে পারিনি।' একই কথা বলতে শোনা যায় মহেশ সাহানিকেও। তাঁর বাড়ি থেকে মোবাইল উধাও হয়েছিল।

হিমঘর নেই, বিপাকে চাষিরা

চোপড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ায় এবছর প্রায় ৩২০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। ব্লকে সবথেকে বেশি আলুচাষির সংখ্যা সোনাপুর ও চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অথচ একটিও হিমঘর নেই সেখানে। চাষিদের ভরসা ইসলামপুর ব্লকের হিমঘরগুলো। এতে যেমন বাড়তি খরচ হচ্ছে, তেমন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বিস্তর। লাগোয়া রাজ্য বিহারে নতুন হিমঘর নির্মাণ হলেও এখানকার কৃষকরা ভরসা রাখতে পারছেন না। কুমারটোলের অসীম বসু নামে এক আলুচাষির কথায়, 'অবিলম্বে হিমঘর নির্মাণ হওয়া দরকার। ইসলামপুরে আলু রাখতে গিয়ে প্রতিবার অন্তত দু'-তিনদিন গাড়ি নিয়ে লাইনে অপেক্ষা করতে হয় আমাদের। পরিবহণ খরচ সামলাতেই তো হিমসিম খেতে হচ্ছে।'

চোপড়া

একাংশ চাষি বাধ্য হয়ে হিমঘরে রাখার পরিবর্তে তাই সস্তায় বা পাইকারি দরে আলু বিকিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, এত লোকের অসুবিধে সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসন সমস্যা মেটাতে উদাসীন। যদিও তা মানতে নারাজ চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক। তাঁর কথায়, 'এটা কৃষিপ্রধান এলাকা। আলু চাষ ভালো হয়। হিমঘরের প্রয়োজন রয়েছে। পর্যাপ্ত জমিও আছে এখানে। কোনও শিল্পপতি হিমঘর নির্মাণে ইচ্ছুক হলে পঞ্চায়েত সমিতি সবধরনের সহযোগিতা করবে।'

সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনমাইল রোডে বাড়ি নিমাইচন্দ্র দাসের। তিনিও পেশায় আলুচাষি। বলছিলেন, 'প্রচুর সমস্যা থাকলেও আমরা নিরুপায়। স্থানীয় চাষিদের অনেকেই ইসলামপুরের মাদারিপুরে হিমঘরে আলু রাখার জন্য যোগাযোগ শুরু করেছেন।' আরেক চাষি মতিলাল দাসের ব্যাখ্যায়, 'এই ব্লকে হিমঘর না থাকায় বেশি পরিমাণে আলু চাষ করতে সাহস পাই না। কবে যে পরিস্থিতি বদলাবে, জানে না কেউ।'

র‍্যাশনে ভোগান্তি অব্যাহত

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সাধারণ মানুষের ভোগান্তি এড়াতে রাজ্য সরকারের তরফে দুয়ারে র‍্যাশন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। অথচ র‍্যাশন নিয়ে মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমনটা দেখা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে। এদিন দুয়ারে র‍্যাশন সামগ্রী এলেও তা ঘরে নিয়ে যেতে পারলেন না গ্রাহকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন কৃষ্ণনগর কলোনিতে। প্রতিবাদে শতাধিক গ্রাহক প্রায় দেড়-দু'ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে আমবাড়ি থেকে ভোরের আলো থানার পুলিশ এসে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গ্রাহকরা জানান, বহুবছর থেকে এলাকার ডিলার খগেন্দ্রচন্দ্র আচার্যের থেকে র‍্যাশন পাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু বর্তমানে গ্রাহকরা জানতে পেরেছেন তাঁদের ডিলার বদলে গিয়েছেন। তাই এখন থেকে র‍্যাশন পেতে হলে তাঁদের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনাথপাড়াতে যেতে হবে। আর এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে

গ্রাহকদের না জানিয়েই ডিলার বদল

থাকেন গ্রাহকরা। বিষয়টি নিয়ে র‍্যাশন ডিলার খগেন্দ্রর বক্তব্য, 'এটা সম্পূর্ণ ব্লক প্রশাসনের ভুলে হয়েছে।'

দীপক সরকার নামের কৃষ্ণনগর বাজারের বাসিন্দার মন্তব্য, 'আমার দশজনের পরিবার। এতদিন ঘরের সামনে র‍্যাশন পেয়েছি।' আর এক গ্রাহক রতিকান্ত অধিকারীর প্রশ্ন, 'নিশ্চয়ই আর্থিক লেনদেনের বিষয় রয়েছে। সেটা না হলে হঠাৎ করে কেন আমাদের নাম অন্য ডিলারের আওতায় চলে যাবে?' বিপুল সরকার নামে আর একজন বলেন, 'বাড়িতে পাঁচজনের র‍্যাশন কার্ড রয়েছে। আমাদের পক্ষে দশ কিলোমিটার দূর থেকে র‍্যাশন নিয়ে আসা সম্ভব নয়।'

ঘটনায় ব্লক প্রশাসনের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন গ্রাহকরা। যদিও বিষয়টি নিয়ে কিছুই জানা নেই বলে দাবি করেছেন রাজগঞ্জ ব্লকের যুগ্ম বিডিও সৌরভ মণ্ডল। তাঁর দাবি, 'অনেক সময় কোনও ডিলারের আওতায় গ্রাহক সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গেলে সেখান থেকে অন্য ডিলারের কাছে গ্রাহক বদলের নিয়ম রয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন। নির্দিষ্ট বিভাগে কথা বলে এবং ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে।'

শিক্ষকের টাকায় স্কুলে রবিমূর্তি

খড়িবাড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : 'তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে', -লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সরাসরি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত নন, ফলে তথ্য পরিবেশনও করেননি। কিন্তু ছাত্র এবং কর্মজীবনে রবীন্দ্রনাথকে পাথেয় করে চলা নারায়ণচন্দ্র নাথ অবসরের আগে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে দিলেন নিজের প্রিয় স্কুলে। মুক্তমঞ্চ তৈরির পাশাপাশি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি তিনি দিলেন খড়িবাড়ি হাইস্কুলকে। বৃহস্পতিবার স্কুলটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচনের পাশাপাশি উদ্বোধন হল মুক্তমঞ্চের। উদ্বোধন করলেন স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষক বর্ষীয়ান দিলীপকুমার রায়।

নারায়ণচন্দ্রের স্কুল জীবনটা কেটেছে খড়িবাড়ি হাইস্কুলে। কর্মজীবনও এখানেই। চলতি মাসেই কর্মজীবনে ইতি ঘটবে। অর্থাৎ কর্মস্থলকে বিদায় জানাতে আর কয়েকটা দিন বাকি। কিন্তু স্কুলের করণিক হয়েও, তিনি যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তা মনে রাখবে স্কুল। রবীন্দ্রমূর্তি যতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে, ততদিন তাঁকে স্মরণ করবে পড়ুয়ারাও। যদিও এমন দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরেও কৃতিত্ব নিতে নারাজ তিনি। শুধু বললেন, 'এই স্কুলে ছোট থেকে পড়াশোনা এবং এখানেই কর্মজীবন। তাই বাবা-মায়ের স্মৃতিতে নিজের কৃতজ্ঞতা জানাতে এমন উদ্যোগ।' তবে তাঁর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করছেন সকলেই। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক বললেন, 'অভিনব উদ্যোগ। স্কুলে দীর্ঘদিন কাজ করার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ স্কুলের করণিকের এহেন উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। এমন কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি স্কুলের সার্বিক উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন।' ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সাধনা সাহা বলেন, 'নারায়ণবাবুর এহেন উদ্যোগে স্কুলে সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য মুক্তমঞ্চটি সহায়ক হবে। স্কুলের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হল।' উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমহন সিংহ প্রমুখ।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : ছবি তুলতে ট্রেনের দরজায় রকমারি পোজ দিতে গিয়ে বৃহস্পতিবার মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মুকেশ রায় (৩৫)। পরিবারের সঙ্গে সেবকে পুজো দিতে গিয়েছিলেন তিনি। ফেরার সময়ই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। অসবাধনতাবশত ট্রেনের দরজা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঠোকরের এই বাসিন্দার। সন্ধ্যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়।

জংশন জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় সেবক থেকে একটি ট্রেন জংশনে পৌঁছায়। তারপরেই মুকেশের পরিবারের সদস্যরা জানান যে, তিনি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছেন। এরপর জিআরপি স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজীবনগর এলাকায় যায়। সেখান থেকেই মুকেশের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রেললাইন থেকে প্রায় ২২ মিটার নীচে তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় রেল পুলিশ।

মদন তামাং খুনে ধৃত বেঙ্গালুরুতে

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ নেতা মদন তামাং হত্যা মামলায় অভিযুক্ত পূরণবাহাদুর রাইকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে। সিবিআই সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু থেকে পূরণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১৭ সাল থেকে ফেরার ছিল অভিযুক্ত।

২০১০ সালের ২১ মে দার্জিলিংয়ের আপার ক্লাব সাইড রোডে সকালবেলায় দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন মদন তামাং। ঘটনার তদন্তে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার একাধিক নেতার নাম জড়ায়। তাঁদের মধ্যে পূরণ রাইয়ের নামও উঠে আসে। প্রথম অবস্থায় সিআইডি ঘটনার তদন্ত শুরু করে। আট মাসের মধ্যে তদন্তের দায়িত্ব হাতে নেয় সিবিআই। ২০১১ সালের ১৯ জানুয়ারি দার্জিলিং সদর পুলিশ স্টেশনে নতুন করে মামলা দায়ের করে সিবিআই তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে নেমে সিবিআই পূরণের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করে কলকাতার সিটি সেশন আদালতে পেশ করে। কিন্তু পূরণ পালিয়ে থাকায় আদালতে তাকে হাজির করা যায়নি। এরপর আদালত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গত বছরের ২০ নভেম্বর ওয়ারেন্ট জারি করে। এদিন পূরণকে সিবিআই বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার করে।

প্রয়াত মদন তামাংয়ের স্ত্রী ভারতী তামাং বলেন, 'প্রধান অভিযুক্তদের তালিকায় পূরণ রাই ছিল। তবে তাকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই বিষয়ে এখনও খবর আমার কাছে নেই।'

পূরণকে গ্রেপ্তার করা হলেও মদন তামাং হত্যা মামলায় মূল অভিযুক্ত নিকল তামাং কোথায় সেই প্রশ্ন আরও একবার উঠেছে। পুলিশ নিকলকে গ্রেপ্তার করে দাগাপুরের পিনটেল ভিলেজে রেখেছিল। কিন্তু পিনটেল ভিলেজ থেকে নিকল পালিয়ে যায়। খবর ছড়িয়ে পরে, নিকল নেপালে পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু নিকলের পালানোর পর তার আর কোনও খোঁজ মেলেনি।

অ্যাভোকাডো চাষে নয়া দিগন্ত

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বর্তমান সময়ে মানুষ অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। সকলেই চান ফিট থাকতে। এজন্য নির্দিষ্ট ডায়েট মেনে চলেন অনেকেই। সেই ডায়েটে দুধ, ডিম, চিকেন, মরশুমি নানা ফল, সবজি থাকলেও আলাদা করে জায়গা করে নিয়েছে অ্যাভোকাডো। দিন-দিন এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার রানাবস্তির এক তরুণ। অ্যাভোকাডো চাষ করে লাভের মুখ দেখেছেন তিনি। অল্প পুঁজি বিনিয়োগে এই লাভজনক চাষ বাকিদেরও দিশা দেখাচ্ছে।

কিছুটা পেপের মতো দেখতে অ্যাভোকাডো মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার স্থানীয় উদ্ভিদ। গুণাগুণের কারণে এর জনপ্রিয়তা এখন বিশ্বব্যাপী। শিলিগুড়িও এর ব্যতিক্রম নয়। বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ভারতে চাষ হওয়া প্রতি কেজি অ্যাভোকাডোর দাম ৩০০ থেকে ৬০০-এর মধ্যে। তবে থাইল্যান্ড থেকে আসা ফলের দাম একটু বেশি।

বর্তমানে মাটিগাড়ার

এক নার্সারিতে পাওয়া যাচ্ছে এই ফল ও গাছ। এ বিষয়ে নার্সারির মালিক এমডি সোহেল বলছেন, 'এই ফলটি আগে ভারতে পাওয়া যেত না। এখন পাওয়া যায়। আমি এর চাষ শুরু করেছি। বেশ চাহিদা রয়েছে।'

সোহেল জানিয়েছেন, ইন্টারনেট ও কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির থেকে অ্যাভোকাডো চাষের পদ্ধতি শিখেছেন। প্রথমে ছোট পরিসরে পরীক্ষামূলকভাবে গাছ লাগান। আশানুরূপ ফলন পেয়ে তিনি বড় পরিসরে চাষ শুরু করেন।

১৫ লক্ষ টাকা পুঁজি সম্বল করে অ্যাভোকাডো চাষে নেমেছিলেন সোহেল। তাঁর দাবি, বর্তমানে প্রতি মরশুমে তিনি লক্ষাধিক টাকা আয় করছেন।

বিশেজ্ঞরা বলছেন, প্রদাহ নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অ্যাভোকাডোর। হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে। শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল কমায় ও ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায় এই ফল। হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে। নিয়ন্ত্রণে রাখে ওজন। এমনকি ত্বকের যত্নেও অ্যাভোকাডোর ভূমিকা প্রচুর।

নিয়মিত শরীরচর্চা করেন শহরের তরুণ দেবাশিস শা। তাঁর কথায়, 'শরীর ফিট রাখতে অ্যাভোকাডোর জুড়ি মেলা ভার।' এসব গুণের কারণে কদর বাড়ছে অ্যাভোকাডোর।

গুনাগুণ

- হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে
- শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল কমায় ও ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায়
- হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে সাহায্য করে
- ত্বকের যত্নেও অ্যাভোকাডোর ভূমিকা প্রচুর

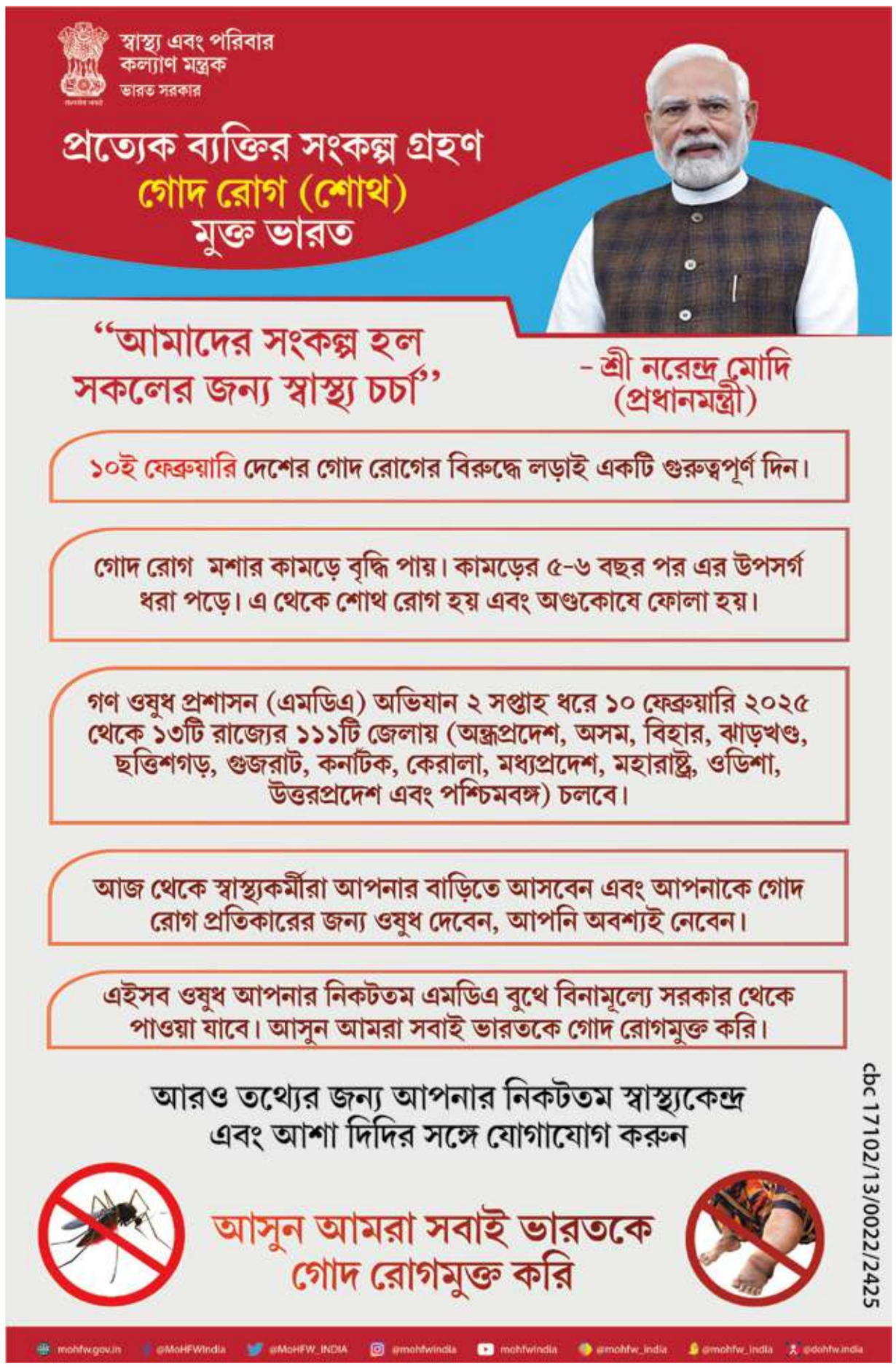

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪ মাঘ ১৪৩১

তারকা সংস্কৃতির ফল

বেসুরো তো বটেই, তৃণমূলে বহু সুর বাজে। সেগুলি খুব বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। প্রায় নিয়মিত দল, নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চড়া সুর শোনা যায় তৃণমূলের কারও না কারও মুখে। অনেক সময় দলীয় অবস্থানের বাইরে গিয়েও কেউ কেউ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নানা কথা বলে ফেলেন। মাঝে মাঝে ধমক দিয়েও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বহু সুরে লাগাম পরাতে পারেননি।

মাত্র কিছুদিন আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তৈরি হয়েছে। তাতেও অনেকের তোয়াক্কা নেই। এই বেসুরো বা বহুসুরের গাইয়েদের মধ্যে যেমন দলের নেতারা আছেন, তেমন তৃণমূলের অনেক অতিথিও আছেন। সেলেব্রিটি কোটায় এই অতিথিদের একাংশ আবার জনপ্রতিনিধিও হয়ে গিয়েছেন। কেউ বিধায়ক, কেউ সাংসদ ইত্যাদি। এই তারকাদের একাংশ দলের নিয়মনীতি বা শৃঙ্খলার তোয়াক্কা করেন না। তৃণমূল তাঁদের বিরুদ্ধে খুব কড়া পদক্ষেপও করে না।

সম্প্রতি এমন বহুস্বর ও বেসুরের টাটকা উদাহরণ সামনে এসেছে। ভারতের মতো দেশে খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্যের পক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু চর্চিত সওয়াল নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহার মন্তব্যে। তিনি তৃণমূলের সাংসদ। শুধু গোমাংস নয়, দেশে আইন করে আমিষ ভক্ষণই নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছেন বিহারিবাবু বলে চলচ্চিত্র জগতে একসময় পরিচিত এই অভিনেতা। এমনকি তিনি বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডে চালু অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রশংসাও করেছেন।

পদপিষ্ট হয়ে সরকারি হিসেবেই ৩০ জনের মৃত্যুর পর মহাকুম্ভের আয়োজন নিয়ে যোগী আদিত্যনাথকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন স্বয়ং মমতা। গঙ্গাসাগরের আয়োজন থেকে শিখতে বলেছিলেন। অথচ তাঁর দলেরই তারকা সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিবেণি সংগমে গঙ্গায় ডুব দিয়ে মহাকুম্ভের ব্যবস্থাপনাকে অকুণ্ঠ প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন সম্প্রতি। অসন্তুষ্ট হলেও মমতা বা তাঁর দলের অন্য কেউ এখনও এই তারকাদের প্রকাশ্যে কোনও বার্তা দেননি।

দলীয় মুখপাত্ররা তারকাদের বক্তব্যকে ব্যক্তিগত মত বলে এই বহুস্বর বা বেসুরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিংবা দলের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত স্তরে নেত্রীর ক্ষোভ ওই তারকাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যদিও তারকাদের এসব কর্মকাণ্ডে তৃণমূলের বিড়ম্বনা হচ্ছে যথেষ্টই। দলের অবস্থান, রীতি, নিয়মের সরাসরি লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে। অ-তারকা নেতাদের (যেমন হুমায়ুন কবীর, নারায়ণ গোস্বামী, মদন মিত্র) ক্ষেত্রে কিন্তু কড়া হচ্ছেন দলীয় নেতৃত্ব।

সেলেব্রিটি কাল্টের (তারকা সংস্কৃতি) রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ এজন্য দায়ী। রাজনীতিতে তারকা আগে কখনও আসেননি, তা নয়। সাহিত্য, সংগীত, সংস্কৃতি জগতের অনেক দিকপাল একসময় বাম রাজনীতির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অন্য দলেও এমন উদাহরণ বিরল ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শৃঙ্খলা তাঁদের সবার ওপরে প্রযোজ্য ছিল। তা মানতে না পেরে অনেক মহারথী বাম দলের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দলে থেকে নিজেদের মর্জিমতো চলতে পারেননি লৌহকঠিন শৃঙ্খলার কারণে।

তাতে শিল্প-সাহিত্যে রাজনৈতিক দাদাগিরির অভিযোগ উঠেছে। সেইসব ভালো না মন্দ, তা অন্য বিষয়। কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলার বাইরে কিছু করার উপায় ছিল না কারও পক্ষে। যতক্ষণ দলে, ততক্ষণ দলীয় নিয়ম মানতেন তারকারাও। তৃণমূলে সেই নিয়ম মানার বালাই তুলে দিয়েছেন খোদ দলনেত্রীই। তাঁকে একসময় দলীয় নেতৃত্বের উদ্দেশে বলতে শোনা গিয়েছে, তারকারা দলের অতিথি। অন্যদের মতো একইরকম বিচার বা ব্যবহার তাঁদের সঙ্গে করা যাবে না।

সে কারণে শত্রুঘ্ন, রচনারা দলের অবস্থানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। অতীতে একইরকমভাবে পার পেয়েছেন সুপারস্টার দেব কিংবা অভিনেতা সোহমরা। তারকাদের জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে ভোটে আসন বাড়ানোর যে সংস্কৃতি তৃণমূল চালু করেছে, এসব তারই ফল। সেলেব্রিটি কাল্ট ২০২১-এর আগে বিজেপিও বাংলায় চালু করেছিল। তাতে ভোটে সুবিধা করতে না পেরে সেলেব্রিটি কাল্ট থেকে রণে ভঙ্গ দিয়েছে বিজেপি।

অমৃতধারা

নিজে শান্ত না হইলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ শান্তিই খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কী কৌশলে যে উহাকে লাভ করিতে হয় তাহা জানে না। ভালো মন্দ, জয় পরাজয় লইয়া থাকিলে কামনা বাসনা দুর হয় না এবং চিত্তের উদ্বেগ ও দৈন্য অপসারিত হয় না। ইহার ফলে চিরদিন হাহাকার ও ছুটাছুটি করিয়াই আমাদিগকে বেড়াইতে হয়। কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়, কেমন করিয়া জন্মজন্মান্তরের জ্বালা জুড়াইতে পারা যায়-এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু কয়জন ইহার মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন? তিনি বলেন- নিত্য বস্তু বা স্বভাবের সঙ্গে না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জন করিতে না পারিলে শান্তিলাভ করা অসম্ভব।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

পর্যটনের প্রচারে উপেক্ষিত দুই দিনাজপুর

সরকার পাহাড়, ডুয়ার্সের কথা প্রচার করে। গৌড়-আদিনার কথা কম। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কথা বলা হয় না।

সন্দীপন নন্দী

সেই কোনকালে ওরা বলেছিল, কৃষি ভিত্তি শিল্প ভবিষ্যৎ। তো কালের গর্ভে একদিন এই শ্লোক লুপ্ত হল। তারপর সে শিল্পও আজ পরবাসী। শুধু ছেড়ে যাওয়া মৃতমানবের অণুক্ষণ কাটানো তুলসীমঞ্চে দিবারাত্র জ্বলতে থাকা প্রদীপ হয়ে কৃষি জেগে আছে মাত্র। সঙ্গে চাকরিহীন বঙ্গকে দু'হাতে আগলে রেখেছে সাকুল্যের পর্যটনশিল্প। বিনিয়োগে অর্থ, সম্মান, স্বীকৃতির উৎস হয়ে।

তাই আজ কর্মহীন পাহাড়ি তরুণীর অবলীলায় অবসেশন নিবারণ করে ওই নিঝুমপাড়ের ভিড়বহুল হোমস্টেখানি। নিয়োগহীন বঙ্গে যে পর্যটনশিল্পের খাতায় নাম লেখানোটা দিন-দিন হয়ে উঠছে জীবিকা সন্ধানের অন্তিম বিকল্প। সে প্রান্তিক জেলা হোক, কী কর্পোরেট কলকাতা, চিত্রটা মোটামুটি এক।

যে চিত্রের বিবরণ মেলে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন দপ্তরের ওয়েবসাইটে। কিন্তু সত্যিই কী মেলে? এখানেও কী অলক্ষ্যে আমরা ওরা হয়ে গেল না? সাইটের ডিসপ্লে জুড়ে বিস্তৃত চিত্রমালাগুলো উত্তরের প্রান্তিক জেলার প্রকৃত ভ্রমণ হকিকতের খোঁজ দিতেই পারেনি।

কী দেখা যায়? রমণীয় লেটারহেডে জ্বলছে এক্সপ্লোর বেঙ্গল লেখাখানি আর তারই তলে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রের মুখ হয়ে জেগে আছে কালিম্পংয়ের অলিগলি। তারপর পুরুলিয়া ছৌনাচের ট্র্যাডিশনাল ছবিসারি। একে একে ডোরাকাটা বাঘের বিচরণভূমি সুন্দরবনের ইতিকথা, বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা স্থাপত্যের দেবালয়। কী নেই সেথায়? দিঘা সমুদ্রের হাই রেজেলিউশন চিত্রপট থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের চিরাচরিত বিকশিত মুখ।

যেথায় বাংলা পর্যটনের প্রচ্ছদ পরিচয়েই পিছিয়ে পড়ল উত্তরবঙ্গের দুই জেলা। নামেধামে কোথাও সেভাবে নেই তারা। পিতৃত্বের দায় যেমন অসীম, অন্তহীন তেমন আঞ্চলিকতাকে অগ্রাধিকার দানও এক দায়িত্ববোধের নামান্তর। না হলে স্থানীয় পর্যটন বাঁচে না।

কিন্তু সারপ্রাইজ ভিজিট আর উত্তরবঙ্গ পর্যটনে অর্থবরাদ্দই তো শেষকথা নয়। কারণ রায়গঞ্জ নামটা ইদানীংকালেও অশ্রুত ঠেকে পর্যটকদের। এমনকি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাটি ঠিক কোথায়, জানতে গুগলের শরণাপন্ন হন নব্য ঘুরতে আসা পর্যটকবৃন্দ। সে পরিস্থিতিতে দুই দিনাজপুরে পর্যটনের সম্ভাবনা, বাস্তব ও ভবিষ্যতের রূপরেখা অন্বেষণ অনেক দূরের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিস্ময় জাগে! সরকারি সাইটের কভারপেজে বাণগড়ের ডিটেলস নেই, কুলিকের মতো এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখিরালয়ের বিবরণ অনুপস্থিত, হিলি নামক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সীমারেখার নামগন্ধ নেই, বিশ্ববন্দিত তেভাগা আন্দোলনের তিলমাত্র পরশ নেই কোথাও। আরও আছে। নেতাজির রাতকাটানো বালুরঘাটের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নেই, দেবীকোট আর কোটিবর্ষখ্যাত পুন্ড্রবর্ধনের নাম বাদ চলে গিয়েছে সেই কবে। একে অনুপস্থিতির শিল্প ছাড়া কী বলা যায়?

বাংলা ভ্রমণের সে ডিজিটাল গাইডের তথ্যসরণীজুড়ে শুধু বোল্লাকালী মন্দির, পিকনিক স্পট সারণবাড়ি, দোগাছি বনাঞ্চল আর আতা শাহের মাজার কোনওক্রমে দক্ষিণ দিনাজপুরের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে। সবাই জানল এটুকুই দক্ষিণ দিনাজপুরের ভ্রমণস্থল।

ফলে আধুনিক বিশ্বে যে অন্তর্জালের অন্তর্নিহিতটুকুই ছিল ভ্রমণপিপাসুদের একমেবদ্বিতীয়ম তথ্য উন্মোচনের হাতিয়ার, সেখানেই শূন্য পেল দুই দিনাজপুর। সে এক বিচিত্র ওয়েবপেজ। একাঙ্ক বাংলা নাটকের জনক মন্মথ রায় নিয়ে একটি অক্ষর পর্যন্ত লেখা নেই।

কে বেড়াতে আসবে বালুরঘাটে? কীসের টানে তেভাগা এক্সপ্রেসে চড়বে কোনও নবীন কিশোর?

যে বালুরঘাট মন্মথবাবুর জীবনজুড়ে, যে গৃহকোণেই লিখেছিলেন ঐতিহাসিক নাট্যসংলাপ, তা ভ্রমণ মানচিত্রের অংশ হতে পারেনি। আক্ষেপ থাকেই। বরং সরকারি সাইটজুড়ে শুধু দিঘার নীলঢেউ, কাকদ্বীপের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মতো চর্বিত চর্বণকেই প্রোমোট করা হয়েছে বারবার।

তাই উত্তর দিনাজপুরে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে কুলিক নদীর তীরে প্রবল অনাদরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে প্রায় ১৬৪ প্রজাতির এই আশ্চর্য পাখিসাম্রাজ্যটি। নাইটহেরন, ওপেন বিল স্টর্ক, ইগ্রেটস কিংবা এশিয়ান ওপেন বিল পাখিদের বাসাবাঁধা, প্রজননের রহস্যকে প্রচারের আলো দেখানোই গেল না। ফলে কুলিকে পক্ষী গবেষণাকেন্দ্রের এক অনন্ত সম্ভাবনায় ইতি পড়ল। যে প্রান্তর কেবলই ছবি হয়ে রয়ে গেল। প্রচারের ব্যর্থতায়, সম্যক পরিকল্পনার অভাবে। একমাত্র রায়গঞ্জে জরুরি কাজে আসা ক্ষণিকের অতিথি কিংবা পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত গৃহের বাধ্যতামূলক রক্ষণাবেক্ষণে একরাতের ভূমিপুত্ররাই কালেভদ্রে ছুটে আসেন এ পক্ষীভূমিতে। স্বপক্ষে যুক্তি দিলে রাত ভোর হয়ে যাবে।

এদিকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটি শিল্পকে সরকার অনুমোদিত বিশ্ববাংলা হাটের বিকিকিনিতে বা বিজ্ঞাপনের ঝংকারে যেভাবে প্রচার করা হয়, রায়গঞ্জ অদূরের কুনোরগ্রামে শিল্পীদের মাটির মোটিফের কাজকে সেভাবে মেলে ধরা যায়নি। সে অভূতপূর্ব মৃত্তিকার ল্যাম্পশেড থেকে ফুলের টব, অভিনব মূর্তি, কন্যাদের কণ্ঠ অলংকার নির্মাণকে বাণিজ্যিক করা হল না সেভাবে। শান্তিনিকেতনের ক্রাফট বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে, পুরস্কৃত হয়েছে। কিন্তু এ অখ্যাত গ্রামের শিল্পকলাকে জগতমাঝে হাজির করা গেল না। বিস্মৃতি তাই এক রোগের নাম হলেও ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় তা সর্বৈব সত্য নয়।

যা গল্প মনে হলেও সত্যি। ২০১২ সালের অলিম্পিক্সে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ত্রিদিবসীয় ফুড ফেস্টিভালে উত্তর দিনাজপুরের মহিমান্বিত মোহিনীগঞ্জ গ্রামের প্যাকেটবন্দি তুলাইপাঞ্জি চালের যে সুঘ্রাণ ও ঐতিহ্য ছড়িয়েছিল, তা রপ্তানির বিপুল মাত্রা ছুঁতে পারল কই? অথচ দেরাদুন রাইস আমেরিকা থেকে ইন্দোনেশিয়া, ব্রিস্টল হতে বেজিং-এর হেঁশেলে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। একমাত্র প্রচার আর পদক্ষেপের অভাবে মোহিনীগঞ্জের স্বপ্নফসল তুলাইয়ের মার্কেটিং করা যায়নি। দেরাদুনে ধান গবেষণাকেন্দ্রের যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, উত্তরবঙ্গের তুলাইগ্রামে সে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। তাই প্রচুর পর্যটকের পদচিহ্নে লোকারণ্য হয়ে ওঠাটা মোহিনীগঞ্জের মরু আলেয়াই হয়ে থাকল।

আসলে গন্তব্যে অর্থনৈতিক সুবিধেভোগ, আবাসন, পরিবহণ, স্মারকক্রয়ের মাধ্যমে যেভাবে স্থানীয় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ায়, সেই লোকালে ভোকাল আর হল না এই দু'জেলা।

এটাই উত্তরবঙ্গে দুই জেলার ভ্রমণবৃত্তান্তে ভরাডুবির উপসংহার। যেখানে পুরাণের নদী আত্রেয়ী, পুণর্ভবা, করতোয়া পর্যটন মানচিত্রে দাগই রাখতে পারেনি বরাবর। মন বিষণ্ণ হয় এই ভেবে, কলকাতায় গঙ্গাপারের বাবুঘাট, মিলেনিয়াম পার্কে গড়ে ওঠা পরিকাঠামো যেভাবে দৈনন্দিন বিপুল মানুষকে টেনে এনেছে, সেখানে দক্ষিণ দিনাজপুরে নদীপারে শুধু অন্তহীন ধুধু। যে নদীকোলে বালুরঘাট শহরের ঘুম, সেই আত্রেয়ী পারেও যে কটেজ, হোটেল গড়ে ইকো ট্যুরিজমের নবদিগন্ত খুলে যেতে পারত, ফ্লোটেলের মতো আবাসে রাত্রিযাপন সম্ভব হত, সঙ্গে ফিশিং আর বোটিং-এর মাধ্যমে হয়তো এক অবিস্মরণীয় মুলুকে সেজে উঠত এই অধুনা নিস্তব্ধ নদীপার, সে অচলায়তনে দোলা লাগেনি।

ফলে প্রাক্তন ধারণার ভূত আর ভবিষ্যতের বশবর্তী হয়ে একটি অযুত সম্ভাবনার শহর মৃতনগরী হয়ে থাকল। রাইখরের মতো আত্রেয়ীর উজ্জ্বল শস্যকে পর্যটকদের প্লেটে তুলে দেওয়া গেলেও মৎস্য উৎপাদনে প্রথম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় উপযুক্ত মীন সংরক্ষণের হাব আজ অবধি নেই।

তো কীসের টানে বালুরঘাট দেখতে আসবেন ভ্রমণবিলাসীরা? যে শহরে অতিথির রাত্রি অতিবাহনের নেই বেশি ঝাঁ চকচকে হোটেল বা গেস্টহাউস। আর বিমানবন্দরের নাম শুনলে তো ক্ষণে ক্ষণে হেসে ফেলেন শহরবাসীরা। হালে বাস আর দু'চারটে রেলই এ প্রান্তিক স্টেশনে তিনরাত্রি চারদিন কাটানোর শ্রেষ্ঠ পথ। তাই ইচ্ছে থাকলেও মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, এককালে সেন বংশের উৎসভূমি শহরের পর্যটন বিনিয়োগে।

আসলে মহামানবের ঘরদুয়ার যদি ঐতিহ্যের প্রাধান্য না পায় তবে সে স্থান কালক্রমে ঝোপঝাড়ে বিপন্ন হয়। কালের যাত্রাপথে এ নিয়মের হেরফের হয়নি। যে ধারায় বাংলা পর্যটনে কুমারগঞ্জের বটুনে রামচরিতমানসের স্রষ্টা সন্ধ্যাকর নন্দীর নিবাস গুরুত্বই পায়নি। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ তাচ্ছিল্য নয় এক অনির্বচনীয় পাপ। দার্জিলিংয়ের লেবং কার্ট রোডে ভগিনী নিবেদিতার জীবন সায়াহ্নের রয়ভিলা পুনর্বিন্যাসে নতুন করে সেজে ওঠে আজ অগণিত ট্যুরিস্টের লীলাভূমি হয়ে উঠলেও লজঝড়ে দশার বটুনের পরিবর্তন হয়নি। তাই বিবিধ বৈষম্য আর অবহেলায় যা হওয়ার ছিল, যেটুকু ছিল প্রাপ্য, সে ভাণ্ডার রতনের স্থলে ভরে আছে প্রতিশ্রুতির শুষ্ক হরিমটরে। যে প্রান্তে সব আলো নিভে গেলেও বলা যায় দুই দিনাজপুর ভালো আছে। অনন্ত পর্যটন সম্ভাবনার সর্বনাশে, অসীম অভিমানে জনগণমনে ক্ষোভের পাহাড় জমছে রোজ। জানেন?

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। প্রবন্ধকার)

আজ

২০০৫

প্রয়াত হন সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল।

২০১১

শিল্পী উৎপলেন্দু চৌধুরীর জীবনাবসান হয়।

আলোচিত

হাতকড়ি পরিয়ে, পায়ে শিকল বেঁধে বিমানে তোলার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই আমেরিকার নিজস্ব নীতি। এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। প্রত্যেক বছরই আমেরিকা থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। তাঁরা সেদেশে অবৈধভাবে থাকেন, আমাদের দায়িত্ব তাঁদের ফিরিয়ে আনা।

-এস জয়শংকর

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের মথুরায় এক মহিলা ব্যাংক চেক লিখেছিলেন। নাম সংগীতা। চেকে যেখানে টাকার পরিমাণ কথায় লিখতে হয়, সেখানে লেখেন, 'ব্যাংকে যত টাকা আছে'। সংখ্যায় লেখার জায়গায়, 'ব্যাংকের সব টাকা'। চেক দেখে ক্যাশিয়ার নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন!

ভাইরাল/২

ছোট হলেও পিঁপড়েদের হেয় করা উচিত নয়। একসঙ্গে থাকলে তাদের ক্ষমতা কত, সাম্প্রতিক ভিডিওয় সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশাল অজগর সাপ পিঁপড়ের ঝাঁকের মধ্যে পড়েছিল। পিঁপড়েগুলি অজগরকে মেরে ফেলে। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

চালের দাম নাগালের বাইরে

যে কোনও চালের দাম এখন ঊর্ধ্বগতি-উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের নাগালের বাইরে। গিরব, সাধারণ মানুষের এবং মাঝারি হোটেলের চাল ছিল মিনিকিট। সেই চালের দাম এখন ৬০ টাকা, কিছুদিন আগেও যা ছিল ২৮-৩৫ টাকা। একটু ভালো চাল ৮০-১০০ টাকা। সারা দেশে একই অবস্থা। শীতের দিন। সবজির দাম এখন নাগালের মধ্যে। কোনওভাবে চলে যাচ্ছে। গরম পড়লেই অবস্থা নাগালের বাইরে চলে যাবে। এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করছি।

অসীমকুমার ভদ্র।
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

অবশেষে স্বস্তি কামাখ্যাগুড়িতে

৪ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'অবশেষে বহুদিনের দাবি মিটতে চলছে দুটি আরওবির' শীর্ষক খবরের জন্য অনেক ধন্যবাদ। কামাখ্যাগুড়িবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি এবার পূরণ হতে চলেছে।

কামাখ্যাগুড়ি কুমারগ্রাম ব্লকের একটি উল্লেখযোগ্য শহর। এখানে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সুপার মার্কেট রয়েছে। আরওবি না থাকাতে বড় বাসগুলো কামাখ্যাগুড়িতে ঢুকত না। যার দরুন ব্যবসা ব্যাপকভাবে মার খাচ্ছে।

উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের সঙ্গে রেলের যোগাযোগ মাধ্যম এই রেলপথটি। এছাড়া বর্তমানে ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে। মাল ট্রেনও বেড়েছে, যার জন্য রেলগেট প্রায় সময় বন্ধ থাকে। কাগজে পড়লাম, বীরপাড়া আরওবির কাজ আগে শুরু হবে। কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, কামাখ্যাগুড়ির আরওবি যত শীঘ্র হবে এলাকাবাসী তত উপকৃত হবেন।

পাশাপাশি একটি আবেদন, ঘোড়ামারা চৌপিথ থেকে লালপুল পর্যন্ত পিডব্লিউডি রাস্তা চওড়া করা হোক। তাহলে ওয়ানওয়ে রাস্তা করতে সুবিধা হবে। আর কামাখ্যাগুড়িকে পুরসভার মর্যাদা আদায়ের পক্ষে পথ সুগম হবে।

দীপক বিশ্বাস
চড়কতলা, কামাখ্যাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফলোয়ার্স ও অর্থের লোভে অন্ধ সমাজ

হযবরল হেডলাইনগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় নাম কামানোর সহজ উপায়। উদ্দেশ্য শুধু ভাইরাল হওয়া ও মুনাফা অর্জন।

সাহানুর হক

সেদিন ট্রেনে বাড়ি ফেরার পথে পাশের সিটে বসা এক পূর্ণবয়স্ক শিক্ষিত ভদ্রলোকের সামনে ফেসবুক খুলতেই নিউজ পোর্টালের লিংকে ভেসে এল- 'সেক্সটয় কিনতে গিয়ে ধোঁকা খেলেন এই নায়িকা।' সঙ্গে দুই-তিনটি অশ্লীল ছবির কোলাজের থাম্বনেইল। ভীষণভাবে অস্বস্তিতে আমি। 'এখন নেট জমানার খুবই খারাপ অবস্থা' বলে ভদ্রলোক উড়িয়ে দিয়েছিলেন জবুথবু সেই মুহূর্তটিকে।

সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এমন অনেক 'সব পরিবেশে খাপ না খাওয়া' মুহূর্তের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের সমাজের প্রায় সব প্রজন্মকেই। এমনকি চার দেওয়ালের অভ্যন্তরেও যেন সামাজিক সামঞ্জস্য আর আগের মতো নেই। খেতে বসে পরিবার সহ টিভিতে সিরিয়াল অথবা খবর দেখা বাঙালিদের পারিবারিক স্বভাব ওই একই কারণেই হারিয়ে যাচ্ছে। অশালীনতা ও অশ্লীলতা টিভি বিজ্ঞাপনগুলোতেও মিশে গিয়েছে। সুতরাং তথাকথিত গণমাধ্যমগুলো সমাজের সুন্দর মুহূর্তের আনন্দকে কেড়ে নিচ্ছে সামান্য আয় ও টিআরপির উদ্দেশ্যে। একই কারণে ছুটির দিনে পরিবারের সঙ্গে বেশিরভাগ চলচ্চিত্র দেখার সৌভাগ্যটিও যেন হারিয়ে ফেলছে বর্তমান সমাজ।

বিষয়টি এখানেই থেমে থাকে না। আরও কত যে জানা-অজানা অরাজকতার শিকার এখনকার প্রজন্ম তা নিয়ে লেখালেখি নিয়মিত হলেও প্রতিরোধের জন্য সামাজিক স্তর থেকে প্রশাসনিক স্তরে কোনও পদক্ষেপ বা কারও কোনও হেলদোল নেই। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তকে নেতিবাচক বিষক্রিয়ার জন্য ভীষণভাবে দায়ী করছেন বহু মনোবিদ।

'গেম খেলে ৫০০ কোটির মালিক গ্রামের যুবক', 'রাতের গভীরে কোথায় গেলেন অমুক খেলোয়াড়', 'ছাত্রীকে বিয়ে করে হানিমুনে দিঘায় গৃহ শিক্ষক', 'শাশুড়ির সঙ্গে পালিয়ে গেলেন নতুন জামাই' ইত্যাদি যত্ত সব হযবরল হেডলাইনগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় নাম কামানোর সহজলভ্য এক উপায় যেন। যার মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ভাইরাল হওয়া আর মুনাফা অর্জন করা।

সেই আবহেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেই চলছে রিলসের রমরমাও। ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, ফেসবুক সবখানেই রিলসের অধিকাংশ কনটেন্টে অশালীনতা ও অশ্লীলতার ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। মজার ব্যাপার, সেইসব কনটেন্টের ভিউজ দেখলে যে কারও চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। সুতরাং ভীষণভাবে ভয় হয় সমাজের ভবিষ্যৎকে ভেবে।

অবাক হতেই হয়, তথ্যের যুগে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিউজ পোর্টাল থেকে রিলস ক্রিয়েটরদের মধ্যে এইরকম কল্পনাতীত নেতিবাচক কর্মকাণ্ড করার আগে সামান্যতম দ্বিধাবোধ দেখা যাচ্ছে না কোনওভাবেই। মনে পড়ে কবি শ্রীজাত-এর 'ডিপ্রেশন' কবিতার কয়েকটি লাইন, 'বন্ধুরা সব ফিরছে বাড়ি দূর থেকে/ কেন যে আজ হিংসে হল তাই দেখে/ দেখতে গিয়ে সন্ধে হল জানলাতেই/ আগের মতো মেঘ করেছে, কান্না নেই।'

কবিতার মতো যেন আমরাও ঠিক তাই। আগের মতোই আছি, শুধু বোধ-জ্ঞানটুকুই আর নেই কারও মধ্যে। ফলোয়ার্স আর অর্থের লোভ আজকের সমাজ ও প্রজন্মকে অন্ধ করে দিচ্ছে এইভাবেই। তবে সব পোর্টাল কিংবা সব কনটেন্ট ক্রিয়েটরকেই খারাপ বলা সম্পূর্ণই ভুল। সমসাময়িক বহুজন তাঁদের নিরলস শ্রম দিয়ে সঠিক, কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত তথ্য প্রদান করে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের উপকৃত করে চলেছেন। সেটাই স্বস্তির।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫৯

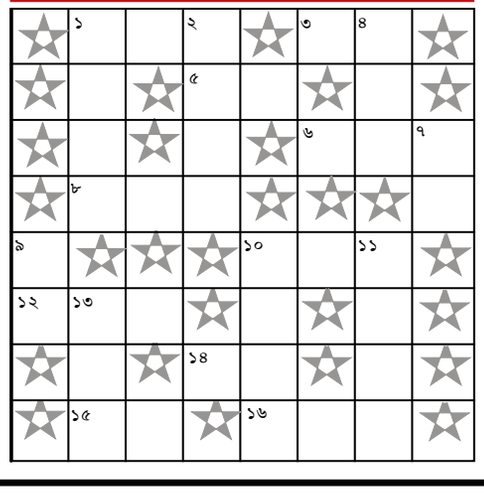

পাশাপাশি : ১। উলের তৈরি বসার আসন ৩। দহন বা জ্বলন ৫। পল্লি বা পাড়া ৬। বাগে আনা, জবরদখল বা গ্রাস ৮। এক ধরনের পাখি ১০। মহাসাগর বা অনন্ত জলরাশি ১২। প্রচণ্ড ধারালো বা তীক্ষ্ণ ১৪। মে

অভিযানে ধুন্ধুমার

স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের কালীঘাট অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বৃহস্পতিবার ময়দান মেট্রো স্টেশনে জড়ো হয়ে কালীঘাট পর্যন্ত মিছিল করার ডাক দেন চাকরিপ্রার্থীরা।

স্বস্তিতে সন্দীপরা

কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আপাতত চার্জ গঠন হচ্ছে না। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ, সুমন হাজরা, আশিস পান্ডে।

অ্যাডমিট কার্ড কাণ্ড

অ্যাডমিট কার্ড বিতর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ফের পোর্টাল খোলার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার দুপুর ২টো পর্যন্ত পোর্টাল খোলা থাকবে। যারা অ্যাডমিট পায়নি, ভুল সংশোধন করে আবেদন জানাতে পারবে।

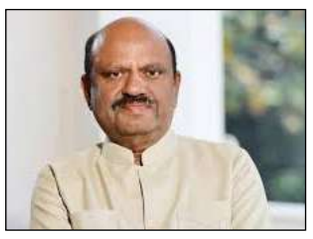

রাজ্যপালের বৈঠক

পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভুটান, নরওয়ে ও ফিলিপিন্সের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সমৃদ্ধির বিষয়ে কথা হয় বৈঠকে।

ফুল বাঁচিয়ে। বৃহস্পতিবার হাওড়া ফুল মার্কেটে। ছবি : আবির চৌধুরী

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে যখন রাজ্যের শিল্পোন্নতিতে সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে, তখন চলচ্চিত্র শিল্পের ছবির বদল হল না। এদিনও বহু স্টুডিওতেই বন্ধ রইল শুটিং। এদিকে, রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগের প্রশ্নে এই ধরনের মঞ্চকে কার্যত বিনোদনের সার্কাসে পরিণত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনই অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সাফল্য ধরে রাখার বার্তা মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : 'লগ্নির প্রস্তাব ফেলে রাখা চলবে না। নিয়মিত ফলো-আপ করতে হবে। একেবারে শিল্পপতি, শিল্পসংস্থা ধরে ধরে করতে হবে।' এরকমই কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বৃহস্পতিবার তিনি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'শিল্পপতিরা কী চান, কোন পথে এগোতে চান, বিস্তারিত এই সমস্ত তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ করতে হবে। আমি কড়ায়-গন্ডায় তা বুঝে নেব।' রাজ্যে সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এক অভূতপূর্ব সাফল্য।

মুখ্যমন্ত্রী চান, এই সাফল্য ধরে রাখতে। ধরে রাখতে গেলে তার নার্সিং দরকার। সেজন্যই তিনি বলে দিয়েছেন, সময় নষ্ট না করে এখনই ফলো-আপের কাজে নেমে পড়তে হবে। সেই কাজে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে শিল্প সমন্বয় কমিটিকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন রাজ্যের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র। এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে সমন্বয় কমিটির পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী ও তাঁর দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ফলো-আপের ব্যাপারে কোনও টালবাহানা নয়। টালবাহানা হলে সরকার তা দেখবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের আগামী বাজেট ও ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের কথাই তিনি ভেবেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যে এই শিল্পায়নের বাতাই আগামী বাজেট ভাষণে তুলে ধরা হবে। ৭টি সম্মেলনের পর এবার অষ্টম সম্মেলনে যে বিশাল বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে, তা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। এটাই মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্য প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের জানিয়েছেন, তিনি নিজে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি ও সজ্জন জিন্দালের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছেন। বিনিয়োগের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি বিষয়ে রাজ্য সরকারের পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা চান তাঁরা। এছাড়া যে ২১২টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা যেন কোনওমতেই শুধু স্বাক্ষর হয়ে পড়ে না থাকে। এজন্য সবথেকে বেশি প্রয়োজন হল নিয়মিত ফলো-আপের।

শিল্পপতিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে।

রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা এদিন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর যা বার্তা, তাতে আর মউ নিয়ে ছেলেখেলা করা চলবে না। বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়মিতভাবে দেখভাল করতে হবে। কোনওরকম শৈথিল্য এই কাজে চান না তিনি।'

এদিন সম্মেলন শেষে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অমিত মিত্রর একপ্রস্থ কথা হয়ে গিয়েছে। পুরো বাস্তবায়নে পরিচালকের ভূমিকায় অমিতবাবুকে চান মুখ্যমন্ত্রী। অমিতবাবুও তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি যতদূর সম্ভব বাস্তবায়নে সরকারকে সাহায্য করবেন। এদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী আবার পরে তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবেন। কারণ সম্মেলনে দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশি-বিদেশি সংস্থার সঙ্গে মুখোমুখি কথা হয়েছে রাজ্য সরকারের। তার বিস্তারিত রিপোর্ট চান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া বিদ্যুৎ, পরিবহণ, পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লগ্নির প্রস্তাবও এসেছে এদিন। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলিকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে সতর্কও করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী কোনওভাবে চান না, সফল অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়ুক রাজ্য সরকার।

অচলাবস্থা কাটল না স্টুডিওপাড়ায়

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার আলো ঝলমলে নিউটাউনে যখন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে সাড়ে চার লক্ষ কোটি বিনিয়োগের ঘোষণা হল, তখনও টলিউডে বিপন্ন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ছবির বদল হল না। এদিনও বহু স্টুডিওতেই বন্ধ রইল শুটিং। রাত পর্যন্ত পরিচালকদের সঙ্কটমোচনে বৈঠকে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল। এদিনও স্টুডিওপাড়ায় অচলাবস্থা কাটল না।

ঘটনার সূত্রপাত পরিচালক সৃজিত রায়ের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। টেকনিসিয়ানদের অভিযোগ, পরিচালক সৃজিত ফেডারেশন ও টেকনিসিয়ানদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন। তারপরই দাসানি-১ স্টুডিওতে তাঁর কাজে যোগ দেননি টেকনিসিয়ানরা।

দু-দিন ধরে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন চলেছে নিউটাউনে। রাজ্যের শিল্পোন্নতিতে ঢালাও বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এসেছে। কিন্তু টলিউডে সংঘাতের যে ছবি দিনের পর দিন সামনে এসেছে, তাতে বিনিয়োগ ধাক্কা খেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন একাংশ। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে নির্বাচনেরও দাবি করা হয়েছে। অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র বলেন, 'সমস্ত কিছুকে রাজনীতির বিষয় বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে নির্বাচন হোক, এটাই চাইছি।' তবে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস দাবি করেন, '৩৪টি সিরিয়াল, ২টি সিনেমা ও সিরিজের কাজ চলছে। কাজ বন্ধ নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিকই রয়েছে। তাই এই ধরনের অভিযোগের যথার্থতা নেই।'

অশোকনগরে প্রথম তেল শোধনাগার

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : এবার দেশের তৈল মানচিত্রে ঢুকে পড়ল পশ্চিমবঙ্গ। বৃহস্পতিবার কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘোষণা করেন। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে তেল উত্তোলনের জন্য ওএনজিসি-কে ১ টাকা লিজে জমি দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ওএনজিসি সেখানে শীঘ্রই বাণিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলন শুরু করবে।

২০১৬ সালে অশোকনগরে প্রথম মাটির নীচে তেলের খোঁজ মেলে। এই নিয়ে হইচই পড়ে যায়। খবর পেয়ে ওএনজিসি এসে খনন শুরু করে। সেই তেলের গুণমান ও কতটা তেল আছে তা নিয়ে নানা পরীক্ষা করা হয়। পরে জানানো হয়, এই তেল ব্যবহারযোগ্য ও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এরপরেই ওএনজিসির সঙ্গে রাজ্য সরকারের কথা শুরু হয়। দীর্ঘদিন এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলার পরই সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ওএনজিসি অশোকনগরে তেল উৎপাদন করবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে সেই খবর ঘোষণা করেন। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০০ জনের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে। বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে বলেন, 'দেশের তৈল মানচিত্রে বাংলার নামও এবার উঠে গেল।'

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের শেষ দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।

কার্তিককে নিয়ে দলে বিতর্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : কার্তিক মহারাজকে নিয়ে অস্বস্তিতে বিজেপি। সম্প্রতি তাঁর মন্তব্য নিয়ে দলের অন্দরে শুরু হয়েছে চর্চা। দলের একাংশের মতে, গোটাটাই পরিকল্পিত। আরজি কর থেকে নানা ইস্যুতে রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে। '২৬-এর ভোটে রাজ্যের মানুষের কাছে সরকার গড়ার দাবি জানানোর আগে দলের ভাবমূর্তির ড্যামেজ কন্ট্রোল করতেই এই কৌশল বঙ্গ বিজেপির।

'দিল্লি আমাদের কথা না শুনলে আমরাই আমাদের চলার পথ পরিষ্কার করে নেব।' বক্তা সদ্য কেন্দ্রীয় সরকারের পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ। গত মঙ্গলবার কুলটিতে যখন বলছেন কার্তিক মহারাজ, তখন সেই মঞ্চেই ছিলেন বিরোধী দলনেতা ও রাজ্য বিজেপির অন্যতম নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এখানেই শেষ নয়, তাঁর বক্তব্য নিয়ে হইচই শুরু হওয়ার পরেও বুধবার মুর্শিদাবাদে আরও একদফা সুর চড়িয়েছেন তিনি। তবে সেদিন আর মঞ্চে ছিলেন না শুভেন্দু। তাঁর এই হুঁশিয়ারি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হইচই পড়ে গিয়েছে বিজেপির অন্দরে। প্রকাশ্যে মুখ খুলতে না চাইলেও অনেকেই মনে করছেন, দিল্লির বিরুদ্ধে তাঁর তোপ দাগা কোনও আচমকা ঘটনা নয়। সবটাই পরিকল্পিত। বিশেষত খোদ বিরোধী দলনেতার উপস্থিতিতে কার্তিক মহারাজের কেন্দ্রকে নিশানা করা কোনও হঠকারী বিষয় হতে পারে না। বিরোধী দলনেতার সবুজসংকেত ছাড়া এই কাজ করতেই পারতেন না তিনি। এর পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'দিল্লির ভূমিকায় মাঝেমাঝেই শুভেন্দু হতাশ হয়ে পড়েন।' বিজেপির একাংশের প্রশ্ন, এর অর্থ শুভেন্দু অধিকারী আসলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে অমিত শা, জেপি নাড্ডাদের ওপর হতাশ। আর সেই হতাশার কথা প্রকাশ্য সভায় বলছেন কার্তিক মহারাজ, তাঁকে সাক্ষী রেখেই। অথচ তা নিয়ে কোনও হেলদোলই দেখালেন না শুভেন্দু। বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলছেন, 'ভ্রূ কুঁচকে দেখার শুরু সেটা, শেষ নয়। কারণ, কার্তিক মহারাজের এই ভাষণ নিয়ে দলের ভেতরে-বাইরে যখন হইচই তুঙ্গে, তখন তা নিয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে রাজ্য বিজেপি। এই বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এদিনও কার্তিক মহারাজের এই হুঁশিয়ারি নিয়ে দলের অবস্থান জানাতে গিয়ে রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কুশলী জবাব, কার্তিক মহারাজ কেন্দ্রীয় সরকারের পদ্মশ্রী খেতাবপ্রাপ্ত। তিনি ক্রমশই হিন্দু সনাতনীদের প্রবক্তা হয়ে উঠছেন। তাঁকে ঘিরে বঞ্চিত হিন্দুসমাজ নতুন করে আশার আলো দেখছে। একজন ধর্মগুরু ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেনানী হিসেবে অরাজনৈতিক পথে যে হিন্দু জাগরণের কাজ করছেন, তাঁর ওই কাজটুকুতে আমরা সমর্থন করি।'

প্রায় ১২৬ কোটি মৎস্য চাষে

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্য চাষে ১২৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এই নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে মিষ্টি ও নোনা জলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ওই টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এই প্রথম পূর্ব মেদিনীপুরে একসঙ্গে এত বিপুল পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। এই ঘোষণা শোনার পরই রীতিমতো আনন্দে মাতোয়ারা ওই জেলার মৎস্যজীবীরা। এর ফলে মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি বহু কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হবে।

রাজ্যে মৎস্য উৎপাদনকারী জেলা হিসাবে পূর্ব মেদিনীপুরের খ্যাতি আছে। বঙ্গোপসাগরের তীরে রয়েছে ১৫৮ কিলোমিটার বিস্তৃত উপকূলবর্তী এলাকা। এর মধ্যে ৬৫ কিলোমিটার উপকূলভাগই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার হলদি, হুগলি ও রসুলপুর নদী মোহনা সহ সাগরকূলেই মূলত মৎস্যজীবীদের বসবাস। এছাড়াও রামনগর, কাঁথি, খেজুরি, নন্দীগ্রাম, হলদিয়া, সুতাহাটা, মহিষাদল প্রভৃতি জায়গায় কয়েক লক্ষ মৎস্যজীবী বাস করেন। এই মৎস্যজীবীরা চাষ-আবাদের পাশাপাশি মাছের ভেড়িও তৈরি করেছেন। আবার অনেকে নদী এবং সমুদ্রে মাছ ধরেন। এই জেলার প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ যুক্ত আছেন মাছ চাষে। সব মিলিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরে বছরে ৪,৩০,০০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়।

এই মৎস্য ব্যবসায় ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন কাঁথির নাউদিঘি এলাকার বাসিন্দা সন্দীপন বেরা। মাছের খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনি ওই অর্থ বিনিয়োগ করছেন। আবার ভূপতিনগরের মাধাখালির প্রবীরকুমার ভুঁইঞা ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। মাছের খাদ্য সরবরাহ এবং ওষুধের ব্যবসায় ওই টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এছাড়া অ্যাকোয়া কালচারে দিঘার মৈত্রপুরের ভাস্কর রাও ৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করছেন নরঘাটের কল্যাণ জানা। আবার ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করছেন নাচিন্দার সত্যজিৎ মাইতি। স্বাভাবিক কারণেই মৎস্যচাষে এই বিপুল বিনিয়োগ নিয়ে খুশির হাওয়া পূর্ব মেদিনীপুরে।

বার্ষিক গুলবাজি সম্মেলন : শুভেন্দু

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনকে বার্ষিক গুলবাজি সম্মেলন বলে কটাক্ষ করল বিজেপি। এর পাশাপাশি রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগের প্রশ্নে এই ধরনের একটি মঞ্চকে কার্যত বিনোদনের সার্কাসে পরিণত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে কড়া সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার ছিল এই সম্মেলনের অন্তিম দিন।

এদিন সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, এবার সম্মেলনে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৯৫ হাজার কোটি বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে রাজ্য। যা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু লিখেছেন, রাজ্য সরকার যে হিসাব দিয়েছে, তা যদি সত্যি হয় তাহলে মোট আটটি সম্মেলনে রাজ্যের কাছে মোট ২৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৬৫ কোটির বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগের বাস্তবতায় যার কোনও চিহ্ন নেই।

রাজ্যের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্য বিজেপি রাজ্য সরকারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বা বিজিবিএস-কে আসলে বার্ষিক গুলবাজি সম্মেলন বলে কটাক্ষ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি ও রাজ্যের এই ঘোষণাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, আসন্ন রাজ্য বাজেট বা শিল্প বাজেটে রাজ্যের এই বিনিয়োগ প্রস্তাবটি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করে দেখান। পারলে রাজ্য বিজেপি এই রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর জয়জয়কার করবে। আর না হলে একে আমরা বার্ষিক গুলবাজি সম্মেলনই বলব।'

> রাজ্য সরকার যে হিসাব দিয়েছে, তা যদি সত্যি হয় তাহলে মোট আটটি সম্মেলনে রাজ্যের কাছে মোট ২৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৬৫ কোটির বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগের বাস্তবতায় যার কোনও চিহ্ন নেই।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

এবারের সম্মেলনের শুরুতেই বীরভূমের দেউচা পাচামির কাজ শুরু হওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবিকে ভাঁওতা ও মিথ্যা বলে দাবি করে কিছু প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। তার মধ্যে অন্যতম হল মুখ্যমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী কয়লা তোলার কাজ আজই শুরু হয়ে গিয়েছে। অথচ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের ওয়েবসাইট অনুযায়ী এই খনি থেকে প্রস্তাবিত কয়লা উত্তোলনের জন্য আগ্রহী সংস্থাদের থেকে নেওয়া দরপত্র আগামী ৩ মার্চ সরকারিভাবে খোলা হবে।

বিজেপির প্রশ্ন, আগ্রহী সংস্থাই যেখানে চূড়ান্ত করার কাজ শুরু হবে ৩ মার্চ, সেখানে কয়লা তোলার কাজ শুরু হয়ে যায় কীভাবে? দলের দাবি, এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাকে মান্যতা দিতে খনি থেকে কয়লা তোলার একটি যন্ত্র এলাকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় আদিবাসী মানুষ তা রুখে দেন।

সামাজিক প্রকল্পে জোর

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : মহিলা কর্মসংস্থানে এগিয়ে বাংলা। বৃহস্পতিবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমাদের একাধিক সামাজিক প্রকল্প সাধারণ মানুষকে সুবিধা দিয়েছে। আমরা ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে আনতে পেরেছি।'

বুধবার বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে 'সুইট হোম' ভাবার কথা বলেছিলেন যোগদানকারী শিল্পপতিদের। এদিন তিনি জানান, বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য ৯৪টি সামাজিক প্রকল্প চালু আছে রাজ্যে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'মনে রাখবেন সাফল্য আসে গরিব, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। আমাদের রাজ্যে কোনও ভেদাভেদ করা হয় না।' স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'স্বামীজি বলতেন, একতাই বল।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, রাজ্য সরকার প্রতি মাসে ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে খরচ করে। এই কারণেই ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে আনা সম্ভব হয়েছে।

'বাজেট আড্ডা'

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। সেই অভিযোগের পালটা জবাব দিতে এবার পথে নামছে বিজেপির যুব মোর্চা। কর্মসূচির পোশাকি নাম 'বাজেট আড্ডা'। উদ্দেশ্য একটাই, এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের কর ছাড়ের বিষয়টি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের জন্য কেন্দ্র কী করেছে, সরাসরি মানুষকে জানানো। এই লক্ষ্যে রাজ্যের ১০০টি জনবহুল জায়গায়, ১০ দিন ধরে এই 'বাজেট আড্ডা' কর্মসূচি করবে বিজেপি। কর্মসূচির উদ্বোধনে আগামী রবিবার কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতেও এই প্রচার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। শিলিগুড়িতে বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে এই 'বাজেট আড্ডা' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল। রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ জানিয়েছেন, দশদিনের এই কর্মসূচিতে একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রী অংশ নেবেন। উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়করা। রাজ্য যুব মোর্চার দাবি, কেন্দ্রীয় বাজেটে শুধু এই রাজ্যের রেল প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৩,৯৫৫ কোটি টাকা। যা গোটা দেশের মধ্যে অন্যতম। অথচ, রাজ্যের মানুষের কাছে তা জানানো হচ্ছে না।

কালীঘাট মন্দির দর্শনে সস্ত্রীক ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

দেউচায় মাঝপথে বন্ধ ভূমিপুজো

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সকাল থেকেই উত্তপ্ত এলাকা। বারবার বিক্ষোভের মুখে পড়ে মাঝপথে বন্ধ ভূমিপুজো। আদিবাসীদের বাধায় কয়লা উত্তোলন না করেই ফিরতে হল প্রশাসনকে। বৃহস্পতিবার এমনই ছবি ধরা পড়ল বীরভূমের দেউচা পাঁচামি কয়লাখনি এলাকায়।

যদিও জেলা শাসক বিধান রায় বললেন, 'পুজো হয়েছে। কয়লা উত্তোলনের যন্ত্রাংশ চালানো হয়েছে। বলা যেতে পারে আজ আমাদের আনন্দের দিন।'

বুধবার শিল্প সম্মেলনে দেউচা পাঁচামি কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো বৃহস্পতিবার জেলা শাসক বিধান রায়, জেলা পুলিশ সুপার আমন দীপ, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম এলাকায় যান। সঙ্গে ছিল প্রচুর পুলিশ। দুপুর থেকে চাঁদাগ্রামের খাসজমিতে শুরু হয় ভূমিপুজো। আধঘণ্টা পর আদিবাসীদের একাংশের বাধায় পুজো বন্ধ করে দিতে হয়। এমনকি কয়লা উত্তোলনের যন্ত্রাংশ ও কয়লাবোঝাই করতে আসা গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

সিউড়ি ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের নেতা লক্ষ্মীরাম হেমব্রম বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তাড়াহুড়ো করলেন। যে এলাকায় খনন কাজ শুরু করা হবে সেই এলাকার সবাইকে চাকরি ও বাসস্থান দিয়ে কাজ শুরু করলে ভালো হত। অনেকের এখনও কাজ হয়নি। কিছু কাগজের জন্য চাকরি পাননি। ফলে সকলকে চাকরি দেওয়া হোক। সবার জমি আগে নেওয়া হোক। তারপর কাজ শুরু করলে ভালো হয়।'

পুরোহিত সন্তু চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'পুজো কিছুক্ষণ চলার পর আদিবাসীরা এসে বলে পুজো বন্ধ করতে হবে। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর পুজো হবে। হোমযজ্ঞ হলে পুজো সম্পূর্ণ হত।'

চাঁদাগ্রামের বাসিন্দা পদ্মা বিত্তার বলেন, 'আমরা সরকারি জমিতে বাস করি। আমরা ভূমিহীন, দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছি। কয়লা উত্তোলন হলে আমরা থাকব কোথায়? আমাদের কাজ দিতে হবে। থাকতে দিতে হবে।'

কয়লা উত্তোলনে বিক্ষোভের মুখে প্রশাসন

পুজো চলাকালীন লাঠি হাতে বিক্ষোভ আদিবাসী মহিলাদের।

ক্লিনচিট রাজ্যের

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতিমৃত্যুর ঘটনায় স্যালাইন রিঙ্গার্স ল্যাকটেটকে ক্লিনচিট দিল রাজ্য। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। আর সেই রিপোর্টেই রাজ্য জানায়, ওই স্যালাইন কন্টামিনেটেড বা দূষিত ছিল না। রাজ্যের ল্যাবে পাঠানো স্যালাইনের নমুনায় কোনও সমস্যা ছিল না। স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার দাবিকেই মান্যতা দেয় রাজ্য।

সূত্রের খবর, এদিন রাজ্যের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ঘটনার দিন রাতে কোনও সিনিয়ার ফ্যাকাল্টি ছিলেন না। একসঙ্গে পাঁচজন ভর্তি হন। পাঁচটি সি সেকশনে সমানভাবে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

পঠনপাঠনের অন্যতম অংশ ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক। শিক্ষকদের একাংশের দাবি, এখন প্র্যাকটিকাল ক্লাসে পড়ুয়াদের একটা বড় অংশের নিয়মিত উপস্থিতি চোখে পড়ে না। যদিও বায়োলজি, ফিজিক্স কিংবা কেমিস্ট্রি থেকে ভূগোল- এধরনের বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেতে গেলে হাতেকলমে কাজ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। শিলিগুড়ি ও ইসলামপুরের কয়েকটি বিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো সম্পর্কে খোঁজ নিলেন তমালিকা দে, সাগর বাগচী ও শুভজিৎ চৌধুরী

ল্যাব কথা

শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

ল্যাবরেটরি : পাঁচটি

বায়োলজি

যা রয়েছে : টেস্টটিউব, স্লাইড, পেট্রিডিশ, বিভিন্ন কেমিক্যাল, বার্নার, ট্রাইপড স্ট্যান্ড, ফানেল
যা প্রয়োজন : কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ, পার্মানেন্ট স্লাইড, ম্যামালিয়ান স্কেলিটন, টেবিল ল্যাম্প

কেমিস্ট্রি

যা রয়েছে : বিভিন্ন কেমিক্যাল, অ্যাপারেটাস, কিপস অ্যাপারেটাস
যা প্রয়োজন : ডিজিটাল ব্যালেন্স, ডিজিটাল টার্বিডিটি মিটার

ফিজিক্স

যা রয়েছে : ভার্নিয়ার ক্যালিপার, স্ক্রু গেইজ, সিম্পল পেন্ডুলাম, স্লাইড ক্যালিপার্স, স্ফেরোমিটার।
যা প্রয়োজন : স্প্রিং ব্যালেন্স, স্লটেড ওয়েট, পয়েন্টার, বয়েলস ল অ্যাপারেটাস, স্টপওয়াচ, সোনোমিটার, টিউনিং ফর্কস, রাবার প্যাড, ওয়েট হ্যাংগার, পেপার রাইডার, মিটার স্কেল, ব্রিজ

কম্পিউটার

যা রয়েছে : ১৫টি কম্পিউটার
যা প্রয়োজন : ১০টি কম্পিউটার ও ২টি প্রোজেক্টর

ভূগোল

যা রয়েছে : ১টি ব্যারোমিটার (বিকল), ২টি হাইগ্রোমিটার, ২টি আর্দ্র ও শুষ্ক কুণ্ড মিটার, টপোগ্রাফিক ম্যাপ
যা প্রয়োজন : ১টি ব্যারোমিটার, ৩টি হাইগ্রোমিটার, ৩টি আর্দ্র ও শুষ্ক কুণ্ড মিটার এবং আরও মানচিত্র

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল

ল্যাবরেটরি : সাত (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, কম্পিউটার, অঙ্ক, ভূগোল এবং আইসিটি)

পদার্থবিদ্যা

যা রয়েছে : মিটার ব্রিজ সেট, পোটেনশিওমিটার, সেমিকনডাক্টর, প্রিজম, ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ, ভিস্কোসিটি মেজারমেন্ট সেট ইত্যাদি।

রসায়ন

যা রয়েছে : সমস্ত রকমের রিএজেন্ট, নমুনা লবণ, জৈব পদার্থের নমুনা, টাইট্রেশনের সরঞ্জাম, ওজনমাপক যন্ত্র, মাপনী চোঙ, বিকার, টেস্টটিউব ইত্যাদি

ভূগোল

যা রয়েছে : টপোগ্রাফিক ম্যাপ, টেলিস্কোপ, ব্যারোমিটার, বিভিন্ন আকারের রক ইত্যাদি

বায়োলজি

যা রয়েছে : নানা ধরনের নমুনা, প্রয়োজনীয় রিএজেন্ট, মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি

কম্পিউটার

যা রয়েছে : ২০টি কম্পিউটার

অঙ্ক

যা রয়েছে : প্রয়োজনীয় চার্ট ও গণনায় উপযোগী কিছু সরঞ্জাম

সবমিলিয়ে যা প্রয়োজন : ফিজিক্সের ল্যাবের জন্য বয়েলের সূত্রের সেট, কেমিস্ট্রি ল্যাবে স্ট্যান্ডার্ড ক্যালোমেল ইলেক্ট্রোড, বায়োলজি ল্যাবে ফ্ল্যাশ কার্ড ফর হোমোলোগাস অ্যান্ড অ্যানালোগাস অর্গান, জিওগ্রাফি ল্যাবের জন্য দরকার প্রিজম্যাটিক কম্পাস এবং কম্পিউটার ল্যাবে আরও কয়েকটি উন্নতমানের কম্পিউটার

শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুল

পদার্থবিদ্যা

যা রয়েছে : ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ, অপটিকাল বেঞ্চ, মিটার ব্রিজ, রেজোন্যান্স কলাম, ভিসকোসিটি অ্যাপারেটাস ও ক্যালোরিমিটার ইত্যাদি
যা প্রয়োজন : প্যারালেলোগ্রম ল অ্যাপারেটাস, ফ্রিকসন বোর্ড এবং স্ফেরোমিটার

ভূগোল

যা রয়েছে : ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার, হাইগ্রোমিটার, টেলিস্কোপ ও বাইনোকুলার
যা প্রয়োজন : প্রিজম্যাটিক ক্যাম্পাস, স্লাইড ক্যালিপার ফর রেবেল ডায়ামিটার, জিআইএস অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং প্রোজেক্টর অ্যান্ড সফটওয়্যার

বায়োলজি

যা রয়েছে : ওয়াটার ডিসটিলেশন প্ল্যান্ট, ইলেক্ট্রনিক ব্যালেন্স, ৪টি মাইক্রোস্কোপ, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, ওয়াটার বাথ ও ইনকিউবেটর
যা প্রয়োজন : পিএইচ মিটার, 100X অবজেকটিভ ফর মাইক্রোস্কোপ (উইথ ওয়েল), অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল, কর্ন স্টিম, বেনেডিক্ট রিএজেন্ট, কঙ্কাল, মাইক্রোস্কোপের জন্য লাইট

রসায়ন

যা রয়েছে : ইলেক্ট্রনিক ব্যালেন্স, ব্যুরেট, পিপেট, পরিমাপক সিলিন্ডার, বুনসেন বার্নার, রিএজেন্ট বোতল, হট এয়ার ওভেন, জলের বোতল, ট্রাইপড স্ট্যান্ড, কনিক্যাল ফ্লাস্ক এবং চিনামাটির পাত্র ইত্যাদি
যা প্রয়োজন : অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড, এইচ২এস গ্যাসকিপ জেনারেটর, বেরিয়াম পিডিএস ইন্ডিকেটর, অক্সালিক অ্যাসিড, শিখা পরীক্ষার জন্য প্ল্যাটিনামের তার, ফ্র্যাকশনাল ডিসটিলেশন অ্যাপারেটাস, মেল্টিং পয়েন্ট অ্যাপারেটাস, বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড, কপার সালফেট, ইউনিভার্সাল পিএইচ ইন্ডিকেটর (সর্বজনীন নির্দেশক), কনিক্যাল ফ্লাস্ক, ডিস্টিলড ওয়াটার, গ্লাস টিউব ইত্যাদি

শিলিগুড়ি জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ)

ল্যাব : ভূগোল ও ইলেক্ট্রনিকস
যা প্রয়োজন : হাইগ্রোমিটার, ম্যাক্সিমাম-মিনিমাম থার্মোমিটার, ভেরো বোর্ড, ৯ ভোল্ট ব্যাটারি, প্রিজম, স্প্রিং ব্যালেন্স, টিউনিং ফোক, পিএইচ স্কেল, লিটমাস পেপার, মিথাইল অরেঞ্জ সলিউশন, মিথাইল রেড সলিউশন, রেজিস্ট্যান্স(1.5K, 1K, 200ohm, 560ohm)

ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ

ল্যাবরেটরি : ছয়টি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার, আইসিটি)
যা রয়েছে : ২০টি কম্পিউটার, অপটিকাল বেঞ্চ, মাইক্রোস্কোপ, মিটার ব্রিজ ইত্যাদি
যা প্রয়োজন : টেলিস্কোপ, কম্পিউটার ল্যাবে এসি, ল্যাবরেটরির আধুনিকীকরণ। একজন ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট দরকার। এছাড়া বায়োলজি ল্যাবের দেওয়ালের ফাটল মেরামত করতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।

চোপড়াঝাড় আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়

ল্যাবরেটরি : ১ (কম্পিউটার)
যা রয়েছে : ১০টি কম্পিউটার
যা প্রয়োজন : শিক্ষক এবং ক্লাসরুমের অভাবে স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়নি। ভূগোল বিষয়টি পড়ানো হলেও তার জন্য আলাদা ল্যাবরেটরি নেই। ভূগোলের জন্য সিলেবাসের ভিত্তিতে প্রায় সব যন্ত্রপাতি সহ পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি প্রয়োজন। এছাড়া গরমে কম্পিউটার ল্যাবে ক্লাসের সুবিধার্থে এসি বসাতে হবে

ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুল

ল্যাবরেটরি : ছয়টি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার ও মিউজিক)
যা রয়েছে : মাইক্রোস্কোপ, অপটিকাল বেঞ্চ, মিটার ব্রিজ, পোটেনশিওমিটার সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি
যা প্রয়োজন : টেলিস্কোপ, স্পেকট্রোমিটার, আরও কয়েকটি মাইক্রোস্কোপ। এছাড়া ল্যাবরেটরির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। পরিচালনার জন্য দুজন ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করতে হবে

স্টেট ফার্ম কলোনি উচ্চতর বিদ্যালয়

ল্যাবরেটরি : পাঁচটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, আইসিটি)
যা রয়েছে : আইসিটির ১০টি কম্পিউটার, মাইক্রোস্কোপ, মিটার ব্রিজ, পেন্ডুলাম সহ একাধিক যন্ত্রপাতি
যা প্রয়োজন : ২টি মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ, ল্যাবের আধুনিকীকরণের জন্য সরকারি সহায়তা এবং তিনজন ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট

ইসলামপুর হাইস্কুল

ল্যাবরেটরি : পাঁচটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার)
যা রয়েছে : মাইক্রোস্কোপ, অপটিকাল বেঞ্চ, মিটার ব্রিজ, পোটেনশিওমিটার, ৪টি কম্পিউটার সহ আরও নানা যন্ত্রপাতি
যা প্রয়োজন : ২টি টেলিস্কোপ, ২টি স্পেকট্রোমিটার, ২টি পোটেনশিওমিটার, ২টি ই-অপটিকাল বেঞ্চ, ১টি সার্ফেস টেনশন এবং ১টি ভিস্কোসিটি পরিমাপক যন্ত্র, ৪টি মাইক্রোস্কোপ, প্রিজম্যাটিক কম্পাস এবং আরও ২০টি কম্পিউটার। এছাড়া চারজন ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট দরকার

চ্যাংমারি টিই হাইস্কুলের পঁচাত্তরে পা

শুভজিৎ দত্ত

চা শ্রমিকের হাতেগড়া নাগরাকাটার চ্যাংমারি টিই হাইস্কুল এখন ৭৫তম বর্ষের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে। এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা বাগান চ্যাংমারিতে স্থাপিত এই বিদ্যালয় পথ চলা শুরু করে ১৯৫০ সালের ১৮ মে, প্রয়াত বুধু ভগতের হাত ধরে। তিনি পরে নাগরাকাটার তিনবারের বিধায়ক হন। প্ল্যাটিনাম জুবিলিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবছর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই পর্বের সূচনা হল ২৮ জানুয়ারি হাফ ম্যারাথনের মাধ্যমে। ৩১ জানুয়ারি উদযাপন উৎসবের লোগো উন্মোচন করেন বুধুর পৌত্র ভানুশঙ্কর ভগৎ। সেদিন পড়ুয়াদের পরিবেশিত লোকনৃত্য প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় অতিথি ও সাধারণ দর্শকদের। তাতে অংশ নিয়েছিল স্বীকৃতি থাপা, মণিকা রজক, স্মৃতি ছেত্রী ও দীপিকা তামাংরা।

হিন্দিমাধ্যমের স্কুলটি অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করতে নকশালবাড়ি থেকে কুমারগ্রাম পর্যন্ত ডুয়ার্স-তরাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকার চা বাগানের ছেলেমেয়েদের একমাত্র ভরসা ছিল এই প্রতিষ্ঠান। এখানকার হস্টেলে থাকত তারা। এখন অবশ্য নিজস্ব হস্টেলটি আর নেই।

এলাকার কয়েকজন প্রবীণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, হাইস্কুল চালুর সলতে পাকানো বুধু শুরু করেন লাগোয়া একটি প্রাথমিক স্কুলের মাধ্যমে। সেটা চালু হয় ১৯৪০ সালে। পরে ধাপে ধাপে উচ্চপ্রাথমিক থেকে দ্বাদশের আলাদা স্কুল গড়ে ওঠে মূলত তাঁরই উদ্যোগে। স্কুলের জমি জটিলতা কাটাতে তাঁকে বিস্তর দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছিল।

বাগানে গোরু রাখার জায়গায় মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি অস্থায়ী কাঠামোতে চালু হাইস্কুল থেকে পরবর্তীতে বহু কৃতী বেরিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কাঠমাণ্ডু নিবাসী গোবিন্দ শর্মা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন লন্ডনের কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। রাজস্থানের উদয়পুরের বাসিন্দা কুমুদ ভূষণ ভারতীয় সেনার পদস্থ আধিকারিক ছিলেন। রাজকাপুর ছেত্রী নামে আরেক প্রাক্তনী পরবর্তীতে ভুটানের নাগরিকত্ব নিয়ে সেদেশের হয়ে রাষ্ট্রদূতও হন বলে জানা গিয়েছে। সমাজের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অগণিত।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী তথা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের প্রাক্তন মেন্টর অমরনাথ ঝা'র কথায়, 'এই স্কুল আর তাকে ঘিরে তৈরি নানা স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে রইবে চিরকাল।' খেলাধুলোতেও স্কুলটি বরাবর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। রেড রোডে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতেছে টিম চ্যাংমারি।

প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে নিরলস কান্ডারি চ্যাংমারি টিই হাইস্কুল ডুয়ার্সের মণিহার হলেও বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। বড় মাপের কোনও অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য হলরুম নেই। এখনও স্মার্ট ক্লাস চালু হয়নি বিদ্যালয়ে। প্রয়োজন শৌচালয়ের আমূল সংস্কার। গোড়ার দিকে যে ভবনে স্কুল চলত, সেটার বর্তমানে ভগ্নপ্রায় দশা। সংস্কার করে ভবনটিকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি তুলছেন অভিভাবক সহ বাকি স্থানীয়রা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২১ এবং পড়ুয়া রয়েছে ১৭০০ জন।

ঘোগারকুঠি স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গৌতম দাস

দু'বছর আগে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছিল ঘোগারকুঠি হাইস্কুল। এবছরের ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি সেই ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ জ্বেলে। তারপর উদ্বোধনী নৃত্যে 'বিহুরে লগন' নাচে দর্শকদের নজর কাড়ে আরাধ্যা চক্রবর্তী। 'আমার প্রাণের স্কুল ঘোগারকুঠি হাইস্কুল' কবিতাটি আবৃত্তি করে তনুশ্রী বর্মন, পায়েল বসাক, মৌমিতা অধিকারী ও শ্রাবণী বর্মন। এই কবিতায় শোনা গিয়েছে বিদ্যালয়টির ইতিহাস।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল, 'যেমন খুশি তেমন সাজো'। সেখানে 'গায়িকা' সাজে প্রিয়া সাহা তৃতীয় হয়েছে। প্রথম স্থান দখল করে পঞ্চম শ্রেণির পল্লব দাস। পাগলের ভূমিকায় ছেঁড়া বস্তা নিয়ে তার অভিনয় নজর কেড়েছে সবার। করোনা ভাইরাসের সাজে পঞ্চম শ্রেণির আয়ুষ বসাক দ্বিতীয় স্থান পায়।

এছাড়া, গ্রামের বধূর সাজে আরাধ্যা চক্রবর্তী, মেয়ের চরিত্রে সুলতানা পারভিনের অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছে। চারজন করে চারটি দলকে নিয়ে শুরু হয় 'অন্ত্যাক্ষরী'র লড়াই। এক-একটি অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে আবৃত্তির পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দিতে খবর পরিবেশন করা হয়েছে। যা আয়োজনকে আলাদা মাত্রা দেয়।

প্রথম দিনের শেষে মঞ্চস্থ হয় 'সুকন্যা' নাটক। তাতে অভিনয় করেছে অনুরাধা পাল, বর্বিতা বর্মন, বর্ণালি দাস, তনুশ্রী রায়, রিম্পা দাস, অপর্ণা দাস, সুমি বসাক ও সোনামণি দে'র মতো একঝাঁক পড়ুয়া।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান, কৌতুক নাটক এবং সংগীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার' নাটকের মধ্যে দিয়ে সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠিতে ১৯৭৩ সালের ১৮ জানুয়ারি হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্থানীয় রেবতীরঞ্জন দাস, জিতেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরকার, কানাইলাল বসাক, হারানচন্দ্র বসাকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেউ জমি দান করেছেন, কেউ ঘর তৈরিতে প্রয়োজনীয় কাঠ, কেউ অর্থসংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি সরকারি অনুমোদন মেলে। ২০০০ সালে মাধ্যমিক ও ২০০৬ সালে উচ্চমাধ্যমিকের অনুমোদন আসে। বর্তমানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৯০০।

দ্বিবার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কমিটির সদস্য হারানচন্দ্র বসাক, তুফানগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জগদীশ বর্মন, চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রভা দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ প্রামাণিক। এছাড়া ছিলেন বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

প্রধান শিক্ষক প্রদীপ প্রামাণিক বলেন, 'বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং এলাকাবাসীর উপস্থিতি আমাদের প্রচেষ্টাকে স্বার্থক করে তুলেছে।'

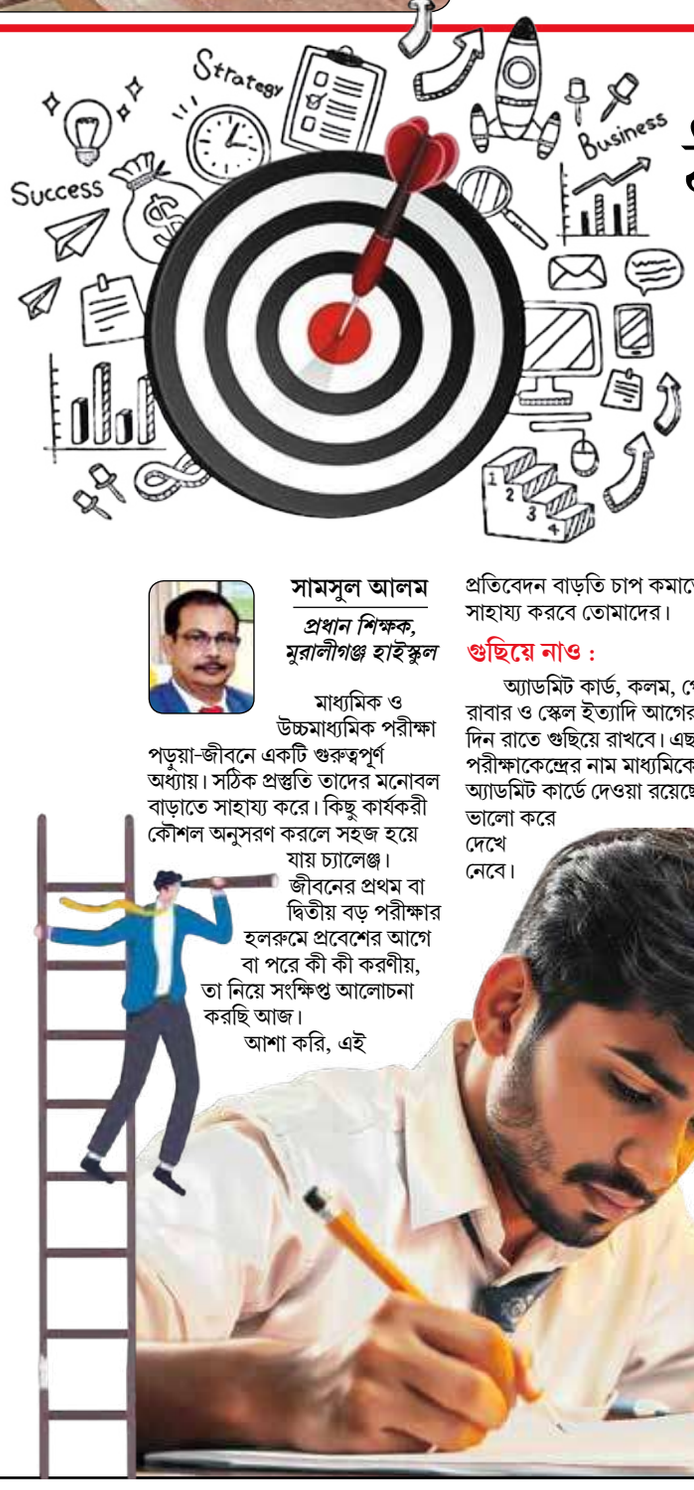

ঠান্ডা মাথা ও আত্মবিশ্বাসই সাফল্যের চাবিকাঠি

সামসুল আলম
প্রধান শিক্ষক, মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পড়ুয়া-জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সঠিক প্রস্তুতি তাদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করে। কিছু কার্যকরী কৌশল অনুসরণ করলে সহজ হয়ে যায় চ্যালেঞ্জ। জীবনের প্রথম বা দ্বিতীয় বড় পরীক্ষার হলরুমে প্রবেশের আগে বা পরে কী কী করণীয়, তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি আজ।

আশা করি, এই প্রতিবেদন বাড়তি চাপ কমাতে সাহায্য করবে তোমাদের।

গুছিয়ে নাও :

অ্যাডমিট কার্ড, কলম, পেন্সিল, রাবার ও স্কেল ইত্যাদি আগের দিন রাতে গুছিয়ে রাখবে। এছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে দেওয়া রয়েছে, সেটা ভালো করে দেখে নেবে।

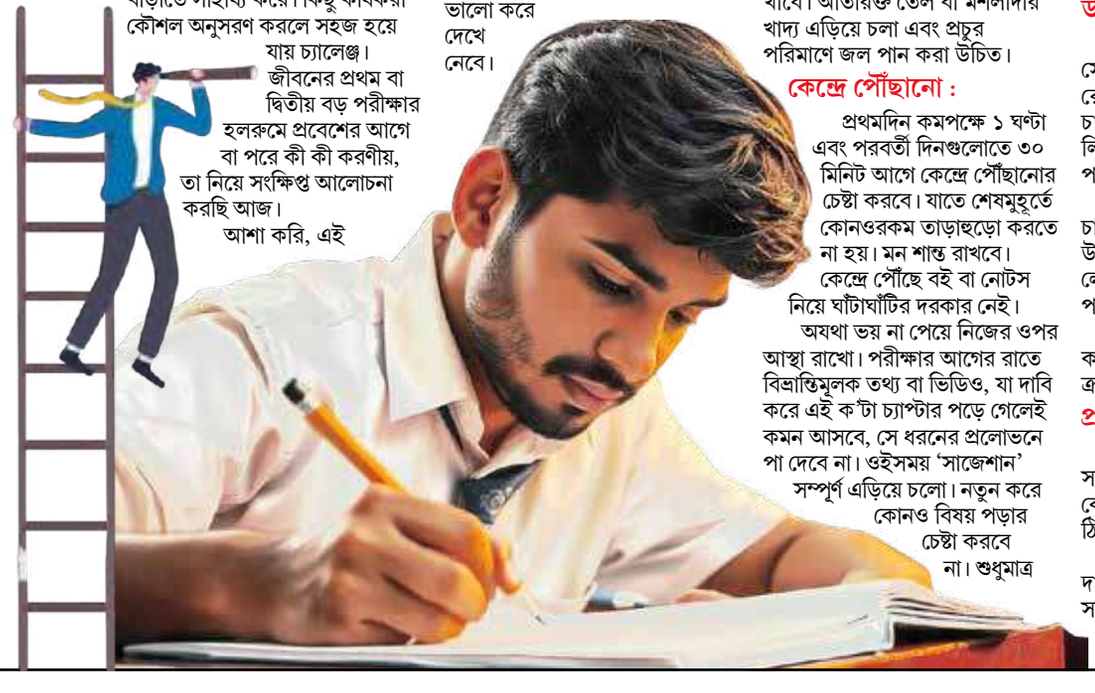

স্কুলের অবস্থান না জানা থাকলে, খোঁজ নাও আগে থেকে। ৬-৭ ঘণ্টা টানা ঘুম প্রয়োজন। পর্যাপ্ত বিশ্রাম মস্তিষ্ককে সজাগ ও সতেজ রাখে। রাত জেগে পড়াশোনা আর চলবে না।

স্বাস্থ্যকর খাবার :

পরীক্ষার আগে এবং পরীক্ষা চলাকালীন হালকা স্বাস্থ্যকর খাবার খাবে। অতিরিক্ত তেল বা মশলাদার খাদ্য এড়িয়ে চলা এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত।

কেন্দ্রে পৌঁছানো :

প্রথমদিন কমপক্ষে ১ ঘণ্টা এবং পরবর্তী দিনগুলোতে ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। যাতে শেষমুহূর্তে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে না হয়। মন শান্ত রাখবে। কেন্দ্রে পৌঁছে বই বা নোটস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির দরকার নেই। অযথা ভয় না পেয়ে নিজের ওপর আস্থা রাখো। পরীক্ষার আগের রাতে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বা ভিডিও, যা দাবি করে এই ক'টা চ্যাপ্টার পড়ে গেলেই কমন আসবে, সে ধরনের প্রলোভনে পা দেবে না। ওইসময় 'সাজেশান' সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলো। নতুন করে কোনও বিষয় পড়ার চেষ্টা করবে না। শুধুমাত্র পুরোনোগুলো রিভিশন দিতে পারো।

হলে ঢুকে :

পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর পর সেখানে রাখা নোটিশ বোর্ডে তোমার রোল নম্বর অনুযায়ী ঘর খুঁজে নিতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা বা কর্মীদের সাহায্য নাও।

উত্তরপত্র হাতে পেয়ে :

১. উত্তরপত্র পাওয়ার পর সেখানে বিষয়, নিজের নাম ও রোল নম্বর ইত্যাদি যে সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে, সেসব পরিষ্কারভাবে লিখবে। এক্ষেত্রে কোনও পরিস্থিতিতেই তাড়াহুড়ো করবে না।

২. হাতের লেখা সুন্দর হওয়ার চাইতে স্পষ্ট হওয়া বেশি জরুরি। উত্তরপত্রে স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে লেখো, যাতে পরীক্ষক সহজে বুঝতে পারেন।

৩. অ্যাটেনড্যান্স শিটে সই করার সময় অবশ্যই প্রশ্নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা লিখবে।

প্রশ্নপত্র নিয়ে :

১. প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর প্রথমে সব প্রশ্ন ভালোভাবে পড়ো এবং কোন প্রশ্নের আগে উত্তর দেবে, তা ঠিক করো।

২. সহজ প্রশ্নের উত্তর আগে দাও। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং সময় বাঁচবে।

৩. প্রতিটি প্রশ্নের মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করো এবং সময়মতো উত্তর লেখা শেষের চেষ্টা করো।

লেখা শেষে :

১. সমস্ত উত্তর লেখা শেষ করার পর উত্তরপত্র ভালোভাবে যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখো। কোনও প্রশ্ন বাদ পড়েছে বা ভুল হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখো একবার। উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা ঠিক লিখেছ কি না, মিলিয়ে নাও।

আলোচনা নয় :

১. পরীক্ষা শেষে উত্তেজিত বা হতাশ না হয়ে শান্তভাবে কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসবে। সেদিন অন্যদের সঙ্গে উত্তর মিলিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কী লিখেছ, কী লেখোনি- তার হিসাব পরে করা যাবে। সবক'টি পরীক্ষা শেষে তুমি এসব করতে পারো, তার আগে একেবারেই নয়।

কারণ, মিলিয়ে দেখতে গিয়ে কিছু ভুল বেরিয়ে এলে মন খারাপ হবে আর তার প্রভাব পড়বে পরের পরীক্ষাগুলোর ওপর।

হলে বসে মাথা ঠান্ডা রেখে এবং ধৈর্য ধরে জানা উত্তর লিখে আসাই সফলতার চাবিকাঠি। মনোযোগ, আত্মবিশ্বাস এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট তোমার হাতিয়ার। তাই নিজের ওপর ভরসা রাখো। বেস্ট অফ লাক!

ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে গুরপ্রীত-আকাশদীপরা

জমি-বাড়ি বেচে নিঃস্ব আমেরিকা ফেরতরা

অমৃতসর, ৬ ফেব্রুয়ারি : কেউ দেশ ছেড়েছিলেন মাসকয়েক আগে। কারও কারও ক্ষেত্রে সময়টা কয়েক বছর। আর বিদেশযাত্রার স্বপ্নপূরণ করতে গিয়ে জমি-বাড়ি বিক্রি করেছিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার হাতকড়া আর পায়ে শিকল পরে মার্কিন সেনার কার্গো বিমানে সওয়ার হওয়ার পর আমেরিকা গিয়ে ডলার উপার্জনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। দেশে ফিরে কীভাবে 'মার্কিন-ক্ষত' পূরণ করবেন, সেই চিন্তাই এখন কুরে-কুরে খাচ্ছে ১০৪ জন অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীকে। দেশে ফিরে তাঁরা যে অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন তা ভয়ানক। ভারতে ফেরা অভিবাসীদের দাবি, মার্কিন সেনাবিমানে তাঁদের প্রায় ৪০ ঘণ্টা কাটাতে হয়েছে। গোটা সময়টা হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছিল। নড়াচড়া করতে দেওয়া হয়নি। শিকল পরা অবস্থায় শৌচাগারে যেতে হয়েছে। অভিবাসী ভারতীয়দের বারবার ধাক্কা মেরেছেন বিমানে থাকা মার্কিন নিরাপত্তাকর্মীরা।

বুধবার দেশে ফিরে আসা অভিবাসীদের একজন হলেন গুরপ্রীত সিং। পঞ্জাবের কাপুরথলার তারফ বেহবাল গ্রামের বাসিন্দা গুরপ্রীত মাত্র ৬ মাস আগে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁর এক আত্মীয় জানিয়েছেন, গুরপ্রীতকে আমেরিকা পাঠানোর জন্য পরিবারের সদস্যরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাভেল এজেন্টের দাবি মতো টাকা জোগাড় করা যায়নি। তখন পৈতৃক বাড়িটি বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বাড়ি বেচে পাওয়া ৪৫ লক্ষ টাকার সঙ্গে ধার-দেনা করে জোগাড় করা আরও ১৫ লক্ষ টাকা যোগ করে মোট ৬০ লক্ষ টাকা এজেন্টকে দিয়েছিলেন গুরপ্রীত। কিন্তু বিধি বাম। বেআইনিভাবে আমেরিকায় পৌঁছেই ধরা পড়ে যান। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তাঁকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এদিকে বাড়িঘর হারিয়ে দেনায় ডুবে রয়েছে তাঁর পরিবার। পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'আমাদের বাড়ি নেই। গুরপ্রীতকে আমেরিকা পাঠানোর জন্য আমরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অন্যদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। সরকার যদি সাহায্য করে তবেই আমরা বেঁচে থাকতে পারব। না হলে সব শেষ।'

অমৃতসরের রাজাতালের বাসিন্দা আকাশদীপ সিংয়ের সঙ্গে দু'সপ্তাহ যোগাযোগ করতে পারেননি তাঁর আত্মীয়রা। পঞ্জাব পুলিশ সূত্রে তাঁরা মার্কিন সেনাবিমানে আকাশদীপের দেশে ফেরার কথা জানতে পারেন। ছেলেকে আমেরিকায় পাঠাতে ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন আকাশদীপের বাবা। তিনি খুশি। অন্তত ছেলে নিরাপদে দেশে ফিরে এসেছে।

ফতেগড় সাহেবের অহানপুরা গ্রামের যশবিন্দর সিংয়ের গল্পটাও আলাদা নয়। ৫০ লক্ষ টাকা দেনা করে যশবিন্দরকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তিনি বলেন, 'গত বছর দশেরা উৎসবের সময় ছেলে ভারত ছেড়েছিল। সে আমার কাছে টাকা চেয়েছিল। আমি গয়না বিক্রি করে এবং আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার নিয়ে টাকা দিয়েছিলাম। আমি জানি না যশবিন্দর কীভাবে আমেরিকায় পৌঁছাল। আমরা ওকে বিদেশে পাঠিয়ে ছিলাম কারণ, এখানে কোনও কাজ পায়নি। আমরা ভেবেছিলাম যশবিন্দর ওখানে গিয়ে রোজগার করবে। ভাবতে পারিনি এরকম হবে।'

এসএএস নগর জেলার জারোৎ গ্রামের পারদীপের গল্পটা একটু আলাদা। ৬ মাস আগে বাইডেন জমানায় ভারতে ফিরে এসেছিলেন পারদীপ। ৪১ লক্ষ টাকা খরচ করে আমেরিকায় গিয়েও চাকরি পাননি। দেশে ফিরেও তাঁর হাতে কাজ নেই। পারদীপের মা বলেন, 'এখন পরিবারে অশান্তি চলছে। আমাদের কী করা উচিত? ছেলে ছয় মাস আগে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছে। এখন বাড়িতে আছে।' পারদীপের জন্য সরকারি চাকরির দাবি জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্র-রাজ্যই ভরসা আমেরিকা ফেরত বেআইনি অভিবাসীদের।

আমেরিকা থেকে ফেরত আসা ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন পাঞ্জাবের এক মন্ত্রী। -পিটিআই

সংসদের সামনে বিক্ষোভে প্রিয়াংকা, রাহুলরা। ট্রাম্প প্রশাসন যেভাবে অভিবাসীদের পাঠাল, তার সমালোচনায়।

> শুধু ভারতীয় নয়, অন্যান্য দেশের অবৈধ অভিবাসীদেরও একইভাবে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।
>
> এস জয়শংকর

আমেরিকা থেকে ভারতে অবৈধ অভিবাসী প্রত্যর্পণের খতিয়ান

সাল	সংখ্যা
২০০৯	৭৩৪
২০১০	৭৯৯
২০১১	৫৯৭
২০১২	৫৩০
২০১৩	৫৫০
২০১৪	৫৯১
২০১৫	৭০৮
২০১৬	১,৩০৩
২০১৭	১,০২৪
২০১৮	১,১৮০
২০১৯	২,০৪২
২০২০	১,৮৮৯
২০২১	৮০৫
২০২২	৮৬২
২০২৩	৬৭০
২০২৪	১,৩৬৮
২০২৫	১০৪ (এখনও পর্যন্ত)

উত্তাল সংসদে মার্কিন নিয়মই যুক্তি জয়শংকরের

ফিরে আসা ভারতীয়দের হাতকড়া নিয়ে প্রবল বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা থেকে ১০৪ জন ভারতীয়কে হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানোর ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন বায়ুসেনার বিমানে চাপিয়ে হাতকড়া ও পায়ে শিকল পরিয়ে তাঁদের ফেরত পাঠানোকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সংসদের দুই কক্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। কংগ্রেস সহ বিরোধীদের লাগাতার প্রতিবাদে একাধিকবার লোকসভার অধিবেশন স্থগিত করতে হয়।

দুপুর ২টোয় রাজ্যসভায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এই বিষয়ে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করেন। বিকাল সাড়ে ৩টেয় লোকসভায় তাঁর বিবৃতির পর এদিনের জন্য অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করা হয়। তবে বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেনি বিরোধী শিবির। তাদের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী যদি ট্রাম্পের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন, তাহলে কেন তিনি ভারতীয় অভিবাসীদের সম্মানজনকভাবে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে পারলেন না? কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টির সদস্যরা সংসদের ভিতরে ও বাইরে প্রতিবাদ জানান। জয়শংকর জানান, অবৈধ অভিবাসীদের যাতে সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য কূটনৈতিক চ্যানেলে আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল ভারত। নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) মেনে ভারতীয়দের ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা। কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপাল সহ কয়েকজন বিরোধী সাংসদ পালটা প্রশ্ন তোলেন, তবে কি ভারতীয়দের হাতকড়া, শিকল পরানোও এসওপির অংশ ছিল? জয়শংকর যুক্তি দেন, অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের সঙ্গে যাতে দুর্ব্যবহার করা না হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র। মার্কিন বিমানে পুরুষদের হাতকড়া-শিকল পরানো হলেও মহিলা ও শিশুদের ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমরা আমেরিকার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম যাতে ফেরানোর সময় কোনও ভারতীয়র সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা না হয়। তবে অনুপ্রবেশ রোধ করাও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।' বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য, 'শুধু ভারতীয় নয়, অন্যান্য দেশের অবৈধ অভিবাসীদেরও একইভাবে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।' অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে সব দেশ দায়বদ্ধ বলেও জানিয়েছেন জয়শংকর। এদিন ২০০৯ থেকে '২৫ পর্যন্ত আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো ভারতীয় অভিবাসীদের পরিসংখ্যান পেশ করেন বিদেশমন্ত্রী।

আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফরের আগে ভারতীয়দের হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হওয়ায় শাসক শিবিরের অস্বস্তি বেড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির বৈঠকের ঠিক আগে যেভাবে ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তা নিয়ে কেন্দ্রকে চাপে ফেলেছে বিরোধীরা।

তাদের অভিযোগ, অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হলেও তাঁদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে, যা মানবাধিকারের পরিপন্থী। প্রতিবাদে কংগ্রেস ও সপা সাংসদরা হাতে হাতকড়া পরে প্রতীকী প্রতিবাদ করেন। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল এবং সপা সাংসদ ধর্মেন্দ্র যাদব বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন। বিরোধী দলগুলির তরফে আমেরিকা ওয়েলে নেমে তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল, সপা সহ সবকটি বিরোধী দল।

সপা নেতা অখিলেশ যাদব বলেন, 'ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর স্বপ্ন যাঁরা দেখাচ্ছেন, তাঁরা আজ নীরব কেন?' কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধির প্রশ্ন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সুসম্পর্ক নিয়ে অনেক প্রচার হয়েছে। তাহলে কেন এই পরিস্থিতি এড়াতে কোনও ব্যবস্থা নিলেন না প্রধানমন্ত্রী? কেন আমরা নিজেদের উদ্যোগে তাঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করলাম না?' তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, 'যেভাবে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তা লজ্জাজনক।'

পুণ্যের আশায় মহাকুম্ভে হাজির পাকিস্তানিদের কয়েকজন। বৃহস্পতিবার প্রয়াগরাজে।

মহাকুম্ভে এসে আপ্লুত ৬৮ পাকিস্তানি

প্রয়াগরাজ, ৬ ফেব্রুয়ারি : অমৃতকুম্ভের সন্ধানে মুছে গেল কাঁটাতারের সীমান্ত। পুণ্যের টানে মহাকুম্ভে এসে পুণ্যস্নান সারলেন পড়শি দেশ পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা। প্রয়াগরাজে এসে ৬৮ জন পাক পুণ্যার্থী অভিভূত যোগী সরকারের আতিথেয়তায়। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, ত্রিবেণি সংগমের পবিত্রতা তাঁদের মুগ্ধ করেছে।

৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৩৯ কোটি পুণ্যার্থী কুম্ভস্নান সেরেছেন। এই মেলায় ভিড় জমিয়েছেন সাধারণ নাগরিক, সাধুসন্ত থেকে বিদেশি পর্যটক, সেলেব্রিটি ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় তরুণ-তরুণীদের বড় অংশ। এতদিন ধর্ম-বর্ণ-জাতির ভেদাভেদ ভুলে যে আয়োজন সার্থক মিলনমেলা হয়ে উঠেছিল, এবার তা সীমান্তের বেড়াজালও ঘুচিয়ে দিল।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তান থেকে ভারতে আসেন ৬৮ জন হিন্দু। তাঁরা সকলেই সিন্ধু অঞ্চলের বাসিন্দা। গোবিন্দ রাম মাখিজা বলেন, 'সিন্ধু থেকে এতদূর এসে সংগমস্নান সারতে পেরেছি, তার জন্য আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি। আয়োজন খুবই সুষ্ঠু ও সুন্দর। আমরা থাকার জন্য যথেষ্ট আরামদায়ক তাঁবু পেয়েছি। তাছাড়া খাবারদাবারও যথেষ্ট মুখরোচক।'

কংগ্রেসের মডেলে আগে পরিবার : মোদি

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও একই সুরে কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জরুরি অবস্থা জারি করা, পরিবারতন্ত্র, নেহরুর সমালোচনার মতো শতবার কচলানো ইস্যুগুলি নিয়ে বৃহস্পতিবারও আক্রমণের পথে হেঁটেছেন তিনি। যদিও তাঁর মার্কিন সফরের আগে আমেরিকা থেকে অবৈধ ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের হাতকড়া পরিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানোর ইস্যুতে বিরোধীরা সুর চড়ালেও তা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি মোদি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কেন অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের ওইভাবে ফেরত পাঠানো হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী নেতানেত্রীরা। যদিও রাজ্যসভায় মোদির ভাষণে এদিন এই প্রসঙ্গটিই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে জবাবি বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেসের থেকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আশা করা বিশাল বড় ভুল। এটা তাদের চিন্তাভাবনারও বাইরে। তাদের পথদিশার সঙ্গেও এটা খাপ খায় না। এই দলটি একটি পরিবারের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ।' মোদির তোপ, 'কংগ্রেসের মডেল হল ফ্যামিলি ফার্স্ট। কিন্তু আমাদের কাজের মডেল হল, নেশন ফার্স্ট।' অন্যান্য বারের মতো এদিনও জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'এই দেশ জরুরি অবস্থার দিনগুলি দেখেছে। কীভাবে সংবিধানকে পিষে ফেলা হয়েছিল, সেটা সবাই দেখেছেন। শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ওই কাজটি করা হয়েছে।' সংবিধান নিয়ে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেস নেতাদের নিয়মিত বিজেপিকে আক্রমণের জবাব দিতে মোদির তোপ, 'যাঁরা সংবিধানে বিশ্বাস করার ভান করেন, তাঁদেরই শীর্ষ নেত্রী ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন এবং বিরোধীদের জেলে ঢুকিয়েছিলেন। জরুরি অবস্থার সময় দেব আনন্দের সিনেমা এবং কিশোর কুমারের গান বন্ধ করে দিয়েছিল কংগ্রেস। বুদ্ধিজীবীদের সেই সময় হাতকড়া পরানো হয়েছিল। জর্জ ফার্নান্ডেজের মতো নেতাকে হাতকড়া, বেড়ি পরানো হয়েছিল। কাজেই সংবিধানের কথা কংগ্রেসকে মানায় না।'

> যাঁরা সংবিধানে বিশ্বাস করার ভান করেন, তাঁদেরই শীর্ষ নেত্রী ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন এবং বিরোধীদের জেলে ঢুকিয়েছিলেন। জরুরি অবস্থার সময় দেব আনন্দের সিনেমা এবং কিশোর কুমারের গান বন্ধ করে দিয়েছিল কংগ্রেস। বুদ্ধিজীবীদের সেই সময় হাতকড়া পরানো হয়েছিল।
>
> নরেন্দ্র মোদি

নেহরু জমানা থেকে কংগ্রেস কীভাবে সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিল, তার ফিরিস্তিও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'নেহরুজির আমলে মুম্বইয়ে শ্রমিকদের হরতাল চলছিল। বিখ্যাত মজরুহ সুলতানপুরী সেসময় একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তারপরই তাঁকে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন বলে বিখ্যাত অভিনেতা বলরাজ সাহনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। লতা মঙ্গেশকারের ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকার বীর সাভারকারকে নিয়ে গান গাইতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে রেডিওতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।'

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার শাওন

ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওনকে গ্রেপ্তার করল ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিএমপি)। বৃহস্পতিবার তাঁকে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। শাওনের অপর পরিচয় হল তিনি বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা চলচ্চিত্রকার হুমায়ুন আহমেদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) রেজাউল করিম মল্লিক জানিয়েছেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে শাওনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শুক্রবার শাওনকে আদালতে তোলা হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা দখলের পর থেকে বেশ কিছু বিষয়ে সমাজমাধ্যমে মুখ খুলেছিলেন শাওন।

২০২৭ সালে উড়বে চন্দ্রযান-৪

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের পর ইসরোর পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছেন, ২০২৭ সালে চন্দ্রযান-৪ উৎক্ষেপণ করবে ইসরো। চাঁদের পিঠ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাই মূল লক্ষ্য চতুর্থ চন্দ্রাভিযানের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, চন্দ্রযান-৪ অভিযানে অন্তত দু'বার রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে। ভারী এলভিএম-৩ রকেটে অভিযানের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাঠানো হবে। নির্দিষ্ট কক্ষপথে সেগুলি স্থাপন করা হবে। চাঁদের জমি থেকে সেখানকার পাথর এবং মাটির নমুনা সংগ্রহ করা এবং তা পৃথিবীতে নিয়ে আসতে চায় ইসরো। সেই লক্ষ্যেই চন্দ্রযান-৪ প্রস্তুত করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ৩

পাটনা, ৬ ফেব্রুয়ারি : রেললাইন পার হওয়ার সময় গয়া-হাওড়া এক্সপ্রেসের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন তিনজন। বৃহস্পতিবার সকালে মুঙ্গেরের জামালপুর-সুলতানগঞ্জ সেকশনের ঋষিকুণ্ড রেলওয়ে হল্টের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন, রাম রুচি দেবী (৬৫), ঊষা দেবী (৬১) এবং অমিত কুমার (৪১)। মৃত তিনজনই প্রয়াগরাজে স্নানযাত্রা সেরে বাড়ি ফিরছিলেন।

শাহবাজের গলায় আবার কাশ্মীর

মুজফফরাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি : একমাত্র ভারতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে। বক্তা পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বুধবার পাকিস্তান সংহতি দিবসে উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফফরাবাদে প্রাদেশিক আইনসভার বিশেষ অধিবেশনে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা কাশ্মীর সহ সমস্ত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির পক্ষে।'

তাঁর মতে, দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হলে আলোচনাই একমাত্র উপায়। ১৯৯৯ সালের লাহোর ঘোষণার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী পাকিস্তান সফরে এসে দ্বিপাক্ষিক শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন।

তবে এরপরেই পাক প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেন, '২০১৯ সালের ৫ অগাস্টের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম মেনে আমাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করা উচিত ভারতের।' ঘটনাচক্রে ওইদিনই নরেন্দ্র মোদি সরকার ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করেছিল এবং ওই রাজ্যকে ভেঙে দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে (জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ) পরিণত করেছিল। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের আইনসভায় কাশ্মীরিদের 'ন্যায্য লড়াইয়ের' প্রতি সমর্থন এবং সহমর্মিতা জানান শাহবাজ। সম্প্রতি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নতুন করে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধেছে। এই প্রেক্ষিতে পাক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন অনেকেই।

অন্যদিকে বুধবারই লাহোরের জনসভায় 'কাশ্মীরকে ভারতের কবলমুক্ত করা'র ডাক দেন ২৬/১১ মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড ও লস্কর-ই-তৈবা নেতা হাফিজ সঈদের ছেলে হাফিজ তালহা। তিনি বলেন, 'কাশ্মীর মুসলমানদের। এটা নিশ্চিতভাবেই একদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা কাশ্মীরকে ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নেব।' কারাবন্দি বাবার মুক্তির দাবি জানিয়ে তালহা বলেন, লস্করকে জঙ্গি তকমা দেওয়া নরেন্দ্র মোদির চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়।

অবশ্য ভারত আগেই স্পষ্ট করেছে যে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ চিরকাল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। আলোচনা প্রসঙ্গে দিল্লির অভিমত, 'সন্ত্রাস, বৈরিতা ও হিংসামুক্ত পরিবেশেই কেবল পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব।'

গাজা থেকে প্যালেস্তিনীয়দের স্থানান্তর সাময়িক ● অলিম্পিকে বিতর্কের পর মহিলা ক্রীড়ায় সিদ্ধান্ত

সাফাই ট্রাম্প সরকারের

ওয়াশিংটন, ৬ ফেব্রুয়ারি : যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার পুনর্গঠনের জন্য জনপদটিকে প্যালেস্তিনীয়মুক্ত করা দরকার। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির উচিত গাজার বাসিন্দাদের আশ্রয় দেওয়া। বুধবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের পর এমনই প্রস্তাব দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্যালেস্তিনীয় সংগঠনগুলির পাশাপাশি সব আরব দেশ একযোগে ট্রাম্পের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। এমনকি আমেরিকার ডেমোক্র্যাট পার্টিও প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। বিরোধিতার ঝড়ের মুখে সেই অবস্থান থেকে পিছু হটল আমেরিকা।

বৃহস্পতিবার মার্কিন বিদেশসচিব মাইক রুবিও এবং হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট আলাদাভাবে বিবৃতি জারি করে জানিয়েছেন, গাজা থেকে ১৮ লক্ষ প্যালেস্তিনীয়কে স্থানীভাবে উৎখাত করার পরিকল্পনা নেই আমেরিকার। এলাকা পুনর্গঠনের জন্য তাঁদের সাময়িকভাবে স্থানান্তরের কথা বলেছেন ট্রাম্প।

গুয়াতেমালা সিটিতে রুবিও বলেন, 'এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। পরিকাঠামো তৈরি করতে হলে ওই জায়গার বাসিন্দাদের সাময়িকভাবে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতেই হবে।' লিভিটের বক্তব্য, 'প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট বলেছেন, সেখানকার অধিবাসীদের সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করা দরকার।'

নিষিদ্ধ রূপান্তরকামীরা

ওয়াশিংটন, ৬ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ট্রান্সজেন্ডার (রূপান্তরকামী) ক্রীড়াবিদদের নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন। জাতীয় মহিলা ক্রীড়া দিবসে এক আদেশে সই করে ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, মেয়েদের খেলাধুলোয় শুধুমাত্র 'জন্মগত মহিলা'রা অংশ নিতে পারবেন। এর অর্থ, মার্কিন ক্রীড়াক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে।

বিতর্কিত এই আদেশের মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসন স্কুল ও কলেজগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা রূপান্তরকামী মহিলাদের খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করতে না দেয়। নির্দেশ অমান্য করলে ফেডারেল তহবিল কেটে নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট জানানো হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এই নীতি চালু করতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)-র ওপর লবিং চালাবে ট্রাম্প প্রশাসন।

ট্রাম্প বলেন, এই সিদ্ধান্ত মহিলাদের খেলাধুলোকে রক্ষা করবে। তাঁর কথায়, 'আমরা মহিলাদের খেলার গৌরব রক্ষা করব। কোনও পুরুষকে মহিলাদের হারানোর, আহত করার বা প্রতারণার সুযোগ দেব না। এখন থেকে মহিলাদের খেলায় কেবল মহিলারাই অংশ নিতে পারবেন।' কানেক্টিকাট-এর অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম টং আদেশটিকে 'বেআইনি ও নিষ্ঠুর' বলে মন্তব্য করেন। এই নীতির বিরুদ্ধে লড়তে একাধিক রাজ্য একসঙ্গে আদালতে যাচ্ছে।'

সবে মিলে করি কাজ

কোচবিহারের সিদ্ধেশ্বরীতে চায়না বোরোধানের চারা রোপণ। বৃহস্পতিবার ভাস্কর সেহানবিশের ক্যামেরায়।

বঙ্গের রাজধানীতে বাণিজ্য সম্মেলনে হাজির দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা। সেখানে উত্তরবঙ্গকে ফোকাস করে চা ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোগী রাজ্য । চা বাগানকেন্দ্রিক পর্যটনে বাড়তি জমি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জোর দিয়েছেন রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানে। বলেছেন মাখনা চাষের কথাও।

রিসর্ট ও হোটেলের প্রস্তাব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : চা পর্যটনের উন্নতিতে বৃহস্পতিবার আশার আলো শোনালেন মকাইবাড়ি টি এস্টেটের লক্ষ্মী টি-এর কর্ণধার রুদ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারের তরফে আমরা বিভিন্ন হোটেল ও রিসর্ট সংস্থারগুলির সঙ্গে কথা বলেছি। উত্তরবঙ্গে একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে জঙ্গল মানুষকে আরও কাছে টানছে। রাজ্যে প্রতি বছর পর্যটকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরবঙ্গে পাহাড় ও জঙ্গলে বন্ধ, পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত চা বাগানের জমিতে যে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ আসতে চলেছে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। স্থানীয় অনেকেই হোমস্টে করার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। রাজ্য সরকার তাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করবে। ফলে কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ হবে পর্যটনের প্রধান গন্তব্য।'

রাজ্যের চা পর্যটনকে আরও উন্নত করতে রাজ্য সরকার যে একাধিক প্রকল্প নিচ্ছে, তা বুধবারই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অব্যবহৃত, পরিত্যক্ত ও বন্ধ চা বাগানের ৩০ শতাংশ পর্যন্ত জমি হোটেল, রিসর্ট ও হোমস্টের জন্য বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মমতা। আগে এই জমির ১০ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ করা যেত। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'পর্যটনের জন্য আগে চা বাগানের ১৫ শতাংশ জমি রাজ্য দেবে বলে ছিল এখন ৩০ শতাংশ করল। আমরা এর বিরোধী। ভবিষ্যতে তরাই, ডুয়ার্স, দার্জিলিংয়ে যা হবে এজন্য মুখ্যমন্ত্রী দায়ী থাকবেন।'

এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গে পর্যটন প্রসারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে তাঁর একপ্রস্থ কথাও হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, 'উত্তরবঙ্গ এই মুহূর্তে পর্যটন ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ির ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি সহ একাধিক জায়গায় বিনিয়োগ হচ্ছে। সেখানে স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা এই কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সেই কারণে, চা পর্যটনকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি। বিভিন্ন হোটেল, রিসর্ট গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। রাজ্য সরকার তাদের জমি ও পরিকাঠামোগত সাহায্য করবে। ফলে, সেখানে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে, পাশাপাশি আমাদের স্থানীয় ছেলেমেয়েরা কাজ পাবেন। মনে রাখবেন, উত্তরবঙ্গকে আমি খুব ভালোবাসি। আর তাই আমি বারেবারে উত্তরবঙ্গে যাই।'

নবান্ন সূত্রে খবর, আইটিসি গোষ্ঠী শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ে যে হোটেল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা নিয়ে আইটিসি গোষ্ঠীর প্রধান সঞ্জীব পুরীর সঙ্গে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে, চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসা করলে আইটিসি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দেবে রাজ্য সরকার। পর্যাপ্ত জমি ও অন্যান্য পরিকাঠামোও রাজ্য সরকার গড়ে দেবে। যাতে স্থানীয় লোকজন সেখানে কাজ পান সেই অনুরোধও সঞ্জীব পুরীর কাছে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঞ্জীব তাতে সম্মতিও জানিয়েছেন।

এছাড়াও জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বন্ধ, পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত জমিতে হোম স্টে করার জন্য ৭২টি সংস্থা আবেদন জানিয়েছে। ওই সংস্থাগুলির কর্তা সবাই স্থানীয় বাসিন্দা। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে সিনার্জি টিম যাতে ওই সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে সেই নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে মাখনা নিয়ে পরিকল্পনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : মাখনা উৎপাদন ও প্রসেসিংয়ের জন্য প্ল্যান্ট খুলতে উদ্যোগপতিদের বিশেষ সাহায্য দেওয়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার মালদার মাখনা উৎপাদনকারী ও প্রসেসিং সংস্থার কর্তারা বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রাজ্য সরকার তাঁদের জমি ও পরিকাঠামোগত সহযোগিতা করলে তাঁরা প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ উত্তরবঙ্গে করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মালদা জেলার শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মণ্ডল বলেছেন, 'মালদায় মাখনা শিল্পে বিনিয়োগের প্রস্তাব আমাদের কাছে এসেছে। রাজ্য সরকার তাদের সমস্তরকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমরা এই নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেছি। পরবর্তীকালে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও জমির ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করবে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রচুর পরিমাণে মাখনা চাষ হয়। এই শিল্পের উন্নতি হলে সেখানে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে।'

মাখনা উৎপাদনকারী সংস্থা আর অ্যান্ড জি এন্টারপ্রাইজেসের মেন্টর অনিরুদ্ধ সরকার ও সংস্থার ফাউন্ডার মেম্বার তথা কলকাতার কোঅর্ডিনেটর শ্রেয়া ঘোষ বলেন, 'মাখনা শিল্পে প্রচুর বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাজেটে বিহারে মাখনা শিল্পের জন্য একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যের মালদায় মাখনা শিল্পের ওপরে লক্ষাধিক মানুষ নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের মানুষের জন্য কোনও প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেনি। এটা অত্যন্ত হতাশাজনক। রাজ্য সরকার যদি আমাদের জমি ও পরিকাঠামোগত সহযোগিতা করে তাহলে আমরা ১৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে পারি। সেই কারণে আমরা রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।'

উত্তরবঙ্গে এখন মাখনা উৎপাদন ও প্রসেসিং হয়। কিন্তু অন্যান্য সংস্থা সেই প্রসেসড মাখনা প্যাকেজিং করে মোটা টাকার মুনাফা করে। স্থানীয়ভাবে সেই প্যাকেজিং সেন্টার তৈরি হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে, মাখনা শিল্পের প্রসারে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ পান্ডে বলেন, 'মাখনা শিল্প নিয়ে আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছে। আমরা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছি। আমরা চাইছি এই শিল্পের উন্নতি হোক। রাজ্য সরকার সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে।'

বাড়ল সময়

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্তকরণের জন্য বাড়তি সময় মিলল। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একথা জানানো হয়েছে। আগামী ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি এই নাম নথিভুক্ত করা যাবে। তবে জরিমানা দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে পরীক্ষার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাঠাতে হবে সংসদের আঞ্চলিক অফিসের ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে।

জেল হেপাজত

কিশনগঞ্জ, ৬ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ শহরের খাগড়ার কালুচকে ধৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সইফুল ইসলামের আশ্রয়দাতা ভারতীয় নাগরিক মহম্মদ সাত্তার আলিকে বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠানো হল। এদিন পুলিশ সুপার দপ্তর থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এখবর জানানো হয়। ইতিপূর্বে ধৃত বাংলাদেশিকে জেলে পাঠানো হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ থেকে দাবি করা হয়েছে।

ধর্ষণ, খুনে ধৃত

কিশনগঞ্জ, ৬ ফেব্রুয়ারি : উদগাড়া গ্রামে কিশারীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুঠিয়া থানা সূত্রের খবর, এই ঘটনায় ধৃত মহম্মদ হেইরেত ইসলামপুরের বাসিন্দা। অপরজন মহম্মদ জাকির, তার বাড়ি পুঠিয়ার নয়াবস্তি গ্রামে। বুধবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানিয়েছেন। এদিন ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হয়। তাদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

জলাভূমি ভরাট

প্রথম পাতার পর

'আমরা কয়েক দশক ধরে এই জমি ভাড়া নিয়ে গ্যারাজ চালাচ্ছি। এলাকার একজন আমার অনুপস্থিতিতে বড় গাড়ি ঢুকিয়ে পিছনের পুকুরে মাটি ফেলে গিয়েছে। আমি এর বিরোধিতা করেছি, পুকুর ভরাট যে আইনবিরুদ্ধ কাজ সেটাও বুঝিয়েছি। কিন্তু আমার কথা কেউ শোনেনি।' যাঁর বিরুদ্ধে মাটি ফেলার অভিযোগ সেই বুরন সাহা বলেন, 'একটি বাড়ির ভাঙা অংশ ফেলার জায়গা হচ্ছিল না। তাই ওই জমিতে ফেলা হয়েছে। ওই মাটি তুলে নেওয়া হবে।' এর পিছনে সিন্ডিকেট বা বহুতল তৈরির অভিযোগ ঠিক নয় বলে তিনি দাবি করেছেন। তৃণমূল নেতা সৌমিত্রর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'জমিটি আমার। অথচ আমাকে না জানিয়েই কে বা কারা ওই মাটি ফেলেছিল। আমি খবর পেয়েই পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি।'

ওয়ার্ডের তৃণমূলের একটা বড় অংশ অবশ্য বলছেন, পুরোটাই সিন্ডিকেটের গটআপ গেম। প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখে ধীরে ধীরে পুকুরটা ভরাট করে সেখানে বহুতল আবাসন তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এই সিন্ডিকেটে প্রোমোটার, পুরকর্মী থেকে প্রভাবশালী নেতা, সবাই রয়েছেন। বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ায় প্রত্যেকেই নিজেকে আড়াল করতে চাইছেন। ওয়ার্ডের তৃণমূলের প্রবীণ নেতাদের অনেকেই এই সিন্ডিকেট ভাঙতে মেয়রের পদক্ষেপ দাবি করেছেন।

ধ্বংসলীলায় দোষ নাকি হাসিনার

প্রথম পাতার পর

ভারত অবশ্য ধানমন্ডির বাড়িতে ওই হামলার নিন্দাই করেছে। ঢাকার সতর্কবার্তার পরেও বৃহস্পতিবার রাতে বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে মন্তব্য করেছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চিহ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভবন ভাঙচুরের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই ঘটনার নিন্দা জানাই।

যদিও বাংলাদেশ সরকার যুক্তি দিয়েছে, 'গত ৬ মাসে ওই বাড়িটিতে কোনও আক্রমণ, ধ্বংসযজ্ঞ হয়নি। বুধবার রাতে যা ঘটেছে, তা শেখ হাসিনার বক্তব্যের জন্যই।' ইউনূস সরকারের দাবি, বুধবার হাসিনার ভাষণের জন্যই জনরোষের শিকার হয়েছে শেখ মুজিবের বাসভবন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংও এক বিবৃতিতে বলেছে, অন্তর্বর্তী সরকার আশা করে, ভারত যেন তার ভূখণ্ডকে বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতে না দেয়। শেখ হাসিনাকে আর বক্তব্য রাখার সুযোগ না দিতেও বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ওই বিবৃতিতে কার্যত ভারতকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকার ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না। পররাষ্ট্র উপদেষ্টার ভাষায়, 'শেখ হাসিনার কর্মকাণ্ড উসকানিমূলক। হাসিনাকে এই ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলা হলেও নয়াদিল্লির তরফে কোনও জবাব আসেনি।' উষ্মা প্রকাশ করে তৌহিদ বলেন, 'হাসিনার ভারত থেকে এইসব কথা ছাত্র-জনতা ভালোভাবে নিচ্ছে না। উনি এ ধরনের উসকানিতে বিরত থাকলে অশান্তি হত না।'

তাঁর বক্তব্য, 'আমরা ভারতকে প্রোটেস্ট নোট পাঠিয়েছি। লিখিতভাবেও জানিয়েছি। এখনও জবাব পাইনি।' ভারতীয় হাইকমিশনারকে ডেকে তাঁর হাতেও প্রতিবাদপত্র তুলে দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্য, শেখ হাসিনার উসকানিমূলক বক্তব্য বাংলাদেশের জনসাধারণের অনুভূতিতে আঘাত করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শহিদদের মৃত্যু সম্পর্কিত অবান্তর, আজগুবি এবং বিদ্বেষমূলক কথা বলে শেখ হাসিনা জুলাই গণ অভ্যুত্থানকে অপমান করেছেন। হাসিনা বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর তাঁর সরকারি বাসভবনে হামলা হয়েছিল। আক্রান্ত হয়েছিল ধানমন্ডিতে তাঁর বাবার বাসভবন। ওই বাড়িতে সংগ্রহালয় গড়েছিল বাংলাদেশ। বুধবার বাড়িটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অগ্নিসংযোগের পর থেকে অবাধে লুটপাট চলেছে। বৃহস্পতিবার সকালেও সেই ছবি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়ে। এসি মেশিন, দুষ্প্রাপ্য বই, নথিপত্র ছাড়াও লোহা, টিন, কাঠ, বিভিন্ন আসবাব যেমন পেরেছে, লুট করে নিয়ে গিয়েছে।

এমনকি দগ্ধ ভবনের পোড়া কয়লা, ইটও লুট হয়েছে। ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রামে মুজিবের ম্যুরাল বুলডোজার দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল থেকে মুজিব এবং শেখ হাসিনার নামফলক উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুলনায় শেখ বাড়ির একই পরিণতি হয়েছে। এরই মধ্যে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওনকে। তিনি বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের স্ত্রী। ঢাকা পুলিশের দাবি, রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন মেহের আফরোজ।

সালিশিতে মার দম্পতিকে

প্রথম পাতার পর

ক্লাবের এক কর্তার ছেলের সঙ্গে আমাদের মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলে ওই ব্যক্তি ও তার স্ত্রী মিলে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। সেই নিয়েই বুধবার সালিশি বসেছিল।' অন্যদিকে, নিগৃহীতা মহিলার বক্তব্য, 'আমার ও আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। কোনও প্রমাণ ছাড়াই সালিশিতে ডেকে আমাকে ও আমার স্বামীকে মারধর করা হয়।'

এদিকে, ওই দুজনকে মারধরের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোরগোল ছড়ায়। পাশাপাশি এলাকারই এক বধূর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেচ্ছা ছড়ানোর বিষয়টিরও অনেকে সমালোচনা করেছেন। তবে কেউই মাতব্বরদের সামনে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারেননি। এলাকার বাসিন্দা স্বপন বিশ্বাস ফোন করে তৃণমূল কংগ্রেসের ফুলবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতি রবিউল করিমকে (বকুল) ঘটনাটি জানান। এই সূত্রে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ঘাসফুলের পরান মণ্ডল খবর পান।

বকুলের বক্তব্য, 'এই ধরনের ঘটনায় কোনও অবস্থাতেই সালিশি ডাকা যায় না। আইন আছে, প্রশাসন আছে। নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি তাদেরই দেখা উচিত।' ঘটনায় সমস্যা হতে পারে আশঙ্কায় পরান হিমাদ্রিকে ফোন করেন। এরপর দ্রুত ক্লাবঘর বন্ধ করে সকলে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়েন। পরান বললেন, 'অঞ্চল সভাপতি ফোন করার পর ঘটনাটি জানতে পারি। তাই হিমাদ্রিকে ফোন করে এসব বন্ধ করতে বলি।' তবে ওই দম্পতির দাবি, পরানই তাঁদের ওই সভায় যেতে বলেছিলেন। তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্য অবশ্য অভিযোগ মানতে চাননি।

এদিকে, ঘটনার বিষয়ে তাঁদের কিছু জানা নেই বলে হিমাদ্রি ও অরুণ প্রসঙ্গ এড়ানোর চেষ্টা করেন। অরুণের বক্তব্য, 'এরকম কিছু ঘটেছে বলে জানা নেই।' ফোন আসার পর কেন দ্রুত ক্লাব বন্ধ করা হল? অরুণ বললেন, 'কিছু একটা হলেও হতে পারে।' বলেই তিনি ফোন কেটে দেন। হিমাদ্রির বক্তব্য, 'আমার তো এই বিষয়ে কিছু জানা নেই। আমি ঝামেলার শেষ দিকে গিয়েছিলাম। তার আগেই সালিশিতে যা হওয়ার হয়েছে।'

রাতের দিকে তাঁদের বাড়ির সামনে বেশ কয়েকজন জমায়েত হয় বলে ওই দম্পতির দাবি। তাঁরা এনিয়ে বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই এলাকায় গিয়ে বেশ কয়েকবার সবকিছু খতিয়ে দেখেছে। এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেন, 'নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। সবকিছু খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

৪.৫ লক্ষ কোটি

প্রথম পাতার পর

যে মউ স্বাক্ষর করেছে, তাতে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের ২০০টি দেশে রপ্তানির উল্লেখ আছে। ২০০টি দেশে এই সংস্থার ব্যবসা আছে।

গত দু'দিনে সরকারের সঙ্গে শিল্পপতিদের ও বিনিয়োগকারীদের নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। বুধবারের আলোচনায় মূলত ভারী ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেইমতো ১ লক্ষ ২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল। তার মধ্যে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর একারই ৫০ হাজার কোটি টাকা প্রতিশ্রুতি ছিল।

বুধবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে রাজ্য সরকারের সঙ্গে জিন্দাল, অম্বুজা-নেওটিয়া, আরপি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও আইটিসি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠক হয়। বৃহস্পতিবার সমাপ্তি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বুধবারই আমরা ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছিলাম। এই মুহূর্তে বাংলা ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পে দেশের এক নম্বরে রয়েছে। আগামীদিনে বাংলা হবে গোটা বিশ্বের ডেস্টিনেশন।'

শিল্পপতিদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'বাংলাকে হাতছাড়া করলে আপনাদের পস্তাতে হবে। আমরা যা সুযোগসুবিধা দিচ্ছি, তা অন্য কোথাও পাবেন না। এ রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ২০১১ সালের পর থেকে একটি কর্মদিবসও নষ্ট হয়নি। আমাদের রাজ্যে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ রয়েছে।' উত্তরবঙ্গে চা পর্যটন ও মাখনা শিল্পে রাজ্য সরকারের আরও প্রকল্প এদিনের মঞ্চে ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিভিন্ন দেশ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বাংলা এখন বিনিয়োগের নিরাপদ ও স্মার্ট রাজ্য। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। এই কর্মসংস্থান আরও বাড়িয়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য বলে আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।'

বুধবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আলাদা করে মুকেশ আম্বানি ও সজ্জন জিন্দালের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মমতা বলেন, 'তাঁরা এ রাজ্যে আরও প্রকল্পের কথা ভাবছেন। ফলে আরও বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।'

'প্রেম'

প্রথম পাতার পর

প্রকৃত ভালোবাসা কখনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এক্ষেত্রেও করেনি। স্বামী-স্ত্রীর দুজনের রক্তের গ্রুপ মিলে যাওয়ায় কিডনি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকেনি। আইনি জটিলতার পর্ব পেরিয়ে বছর দুয়েক আগে কলকাতার এক নার্সিংহোমে আন্নার একটি কিডনি দেবতোষের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়।

তারপর অনেকটাই সময় কেটে গিয়েছে। ছোট ছেলেকে নিয়ে দেবতোষ-আন্নার সংসারে সুখ ফিরেছে। আগে চাষাবাদ করলেও এখন দেবতোষ কঠিন শারীরিক পরিশ্রম বাদ দিয়েছেন। রেনাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সক্রিয় সদস্য সন্দীপন চন্দের মতো সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আন্না লাজে লাল। বললেন, 'শাঁখা-সিঁদুরের মূল্য যে কতটা, তা একজন মেয়েই বোঝে। তাই সাত-পাঁচ না ভেবে স্বামীর পাশে দাঁড়াই।' দুজনে ভালো আছেন। তাঁদের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লেও ভালোবাসায় ভর করেই যে জীবনকে অনুকূলে নিয়ে আশা যায়, আন্না সবাইকে সেই দিশা দেখাচ্ছেন।

নোবেলের লোভে শিক্ষিকা প্রতারিত

মুর্শিদাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি : টোপটা খানিকটা এরকম, 'বিশ্বকবির পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে তিনিই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেতে চলেছেন।' তা বিশ্বাসও করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। পুরস্কারের আশায় পরিচিত প্রাথমিকের এক শিক্ষককে ধাপে ধাপে কয়েক লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন তিনি।

তারপরে ভুল ভাঙতেই যখন বুঝলেন নোবেল পুরস্কার দেওয়ার নাম করে তাঁকে আর্থিকভাবে প্রতারণা করা হয়েছে, তখনই ছুটলেন পুলিশের কাছে। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের সুতি থানা এলাকার। প্রতারণার দায়ে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন অভিযুক্ত ওই প্রাথমিক শিক্ষক। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, 'এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকাকে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে সুতি থানার পুলিশ।'

জাইনুর বিবি নীচুতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত ওই শিক্ষিকার লেখিকা হিসেবে 'খ্যাতি' রয়েছে।

কোচবিহার থেকে এল ইনজেকশন

কোচবিহার, ৬ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জিবিএসের চিকিৎসার জন্য ইনজেকশন না থাকায় রোগীর চিকিৎসা কার্যত বন্ধ হতে বসেছিল।

এই পরিস্থিতিতে কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আইভিআইজি নামের ওই ইনজেকশনের চারটি ডোজ উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠাল। সেখানে কোচবিহারেরই এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী চিকিৎসাধীন। তার চিকিৎসার জন্য সেই ব্যয়বহুল ইনজেকশনের প্রয়োজন ছিল।

এমজেএন মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ওই ইনজেকশন মজুত নেই। হয়তো দু-একদিনের মধ্যে এসে যাবে। কিন্তু সেখানে কোচবিহারের একজন ভর্তি রয়েছে। যার বাইরে থেকে ইনজেকশন কেনার সামর্থ্য নেই। সেজন্য আমরা এমজেএন মেডিকেল থেকে ইনজেকশন পাঠিয়েছি।' কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই কিশোর কয়েকদিন আগে এমজেএন মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভর্তি হয়।

জিবিএসে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বর্তমানে সে সেখানে সিসিইউয়ে ভর্তি। চিকিৎসকরা জানান, তাকে আইভিআইজি নামের ওই ইনজেকশনের বেশ কয়েকটি ডোজ দিতে হবে। ওই কিশোরের বাবা কৃষিকাজ করেন। আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় বেসরকারি জায়গা থেকে ইনজেকশন কিনতে পারেননি। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলের শিক্ষক ও প্রাক্তনীদের সহযোগিতায় ইনজেকশন কেনা হয়েছিল। আরও ইনজেকশনের প্রয়োজন হলে রোগীর পরিবারের কার্যত মাথায় হাত পড়ে।

জিবিএসে আক্রান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে সেই ইনজেকশনের ভাঁড়ার শূন্য। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের কর্তৃপক্ষ এমজেএন মেডিকেলের কাছে সেটি চেয়ে আবেদন জানায়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে ইনজেকশনের ভায়াল পাঠানো হয়। সেই ইনজেকশন অসুস্থ রোগীকে দেওয়া হয়েছে।

ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মা রঞ্জিতা দাস বলেছেন, 'বিকেলের মধ্যে দুটি ভায়ালের ইনজেকশন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। বাকিটা দেওয়া হচ্ছে। ছেলে আগের থেকে একটু ভালো আছে।'

সহপাঠীকে র‍্যাগিং

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ তরুণীর। ৩১ জানুয়ারি বিভাগে সহপাঠীদের সামনেই তাঁকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এরপরই ভয়ে সিঁটিয়ে যান তরুণী। সূত্রের খবর, ঘটনার পর চিকিৎসকদের একাংশের তরফে অভিযুক্তকে ছুটিতে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু কলেজের তরফে সেই সময় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে বিষয়টি ওই তরুণী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা এবং পিএমআর বিভাগের প্রধানের কাছে লিখিতভাবে জানান।

পিএমআর-এর বিভাগীয় প্রধান ডাঃ পার্থপ্রতিম পান বলছেন, 'অভিযোগ পেয়েই অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তকে ডেকে কথা বলেছি। পরে দু'পক্ষকে নিয়ে বসেছি, সেখানে মৃত্যুঞ্জয় ক্ষমা চেয়েছিল।' অন্যদিকে এই অভিযোগ পাওয়ামাত্র কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বিষয়টি অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিকে জানান। তিনি কমিটিকে দ্রুত বৈঠক করে উপয

ছোট্ট তারা

রেলওয়ে কলোনি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ডোনা বৈরাগী জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। নাচেও সমান পারদর্শী সে।

ভালোবাসার ফুলগুলি

'বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে' সরস্বতীপুজোর রেশ এখনও কাটেনি। দোরগোড়ায় হাজির প্রেমের সপ্তাহ। শুক্রবার রোজ ডে। প্রিয়জনকে গোলাপ দেওয়ার দিন। অবশ্য প্রেমিক বা প্রেমিকাকে গোলাপ দেওয়ার জন্য আলাদা করে কোনও দিনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন না কেউ-ই। কিন্তু গোলাপ বিনিময়ের জন্য একটা দিন স্পেশাল হিসেবে থাকলে ক্ষতি কী! গোলাপ নিয়ে মাতামাতি কিন্তু এই একটা দিনেই সীমাবদ্ধ নয়। চকোলেট ডে হোক বা টেডি ডে, কিংবা প্রতীক্ষার ভ্যালেন্টাইন্স ডে। সব উপহারেই গোলাপ থাকে। তাই ফুলের দোকানগুলিতে এখন শুধু গোলাপের ছড়াছড়ি। লাল, হলুদ, গোলাপি, এমনকি ফিউশন রংয়ের গোলাপে সেজে উঠেছে ফুলের দোকান। অনেকেই উঁকি মারছেন, অনেকে আবার দাম শুনছেন, কেউ ফুল নয় প্রিয় মানুষকে আস্ত বোকে দিতে করছেন অগ্রিম বুকিং।

কলেজে বুঝছি

বসন্তকালে ভ্যালেন্টাইন্স ডে হয় বলে হলুদই আমার ভালোবাসার রং। স্কুলবেলায় সব গোলাপের রংয়ের যে আলাদা মাহাত্ম্য আছে তা জানা ছিল না। কলেজে এসে বুঝছি। ভ্যালেন্টাইন্স ডে নিয়ে তেমন কোনও আলাদা প্ল্যান নেই এবছর, একটু ঘুরতে যাব।

-তিতলি ঘোষ *সূর্য সেন কলেজ*

সাদার মাধুর্য

এখনও আমার কাউকে গোলাপ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তবে যদি দিই তাহলে সাদা গোলাপই দেব। সাদার মাধুর্য আলাদা। কাজের চাপে ভ্যালেন্টাইন্স ডে এখনও সেলিব্রেট করা হয়নি, তবে খুব সুন্দর করে দিনটিকে উপভোগ করার ইচ্ছে তো রয়েছে।

-শ্রীজিতা চক্রবর্তী *সূর্য সেন কলেজ*

উদযাপনে আনন্দ

কাউকে হলুদ বা সাদা গোলাপ দেওয়ার কথা ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহে চিন্তা করিনি। ভালোবাসার রংই লাল, লাল গোলাপ আমার ভীষণ প্রিয়। স্কুল লাইফে এই দিনগুলির খুব একটা গুরুত্ব ছিল না তবে এখন বুঝতে পারছি এগুলি উদযাপনেও আনন্দ আসে।

-স্নেহা সাহা *শিলিগুড়ি কলেজ*

ফুল নয় গাছ

গোলাপ দিবসটা যে শুধু প্রেমিক যুগলদের তা তো নয়। এই দিনটি সবার। তাই যাঁরা সমাজের জন্য কাজ করে চলেছেন তাঁদের সাদা গোলাপ দেওয়া যেতে পারে। স্কুল লাইফে এই দিনটি কিংবা গোলাপ দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব, একটা নতুন ব্যাপার ছিল। কলেজ লাইফে এসে গোলাপ থেকে বেশি কাঁটার কষ্ট রয়েছে। আমি মনে করি গোলাপের বদলে কাউকে একটি গাছ উপহার দিলে তা বেশি ভালো।

-অমর সরকার *শিলিগুড়ি কলেজ*

গোলপ বৃত্তান্ত

- শিলিগুড়িতে লাল গোলাপ মূলত আসছে নদিয়া, মেদিনীপুর থেকে। এগুলি আকারে কিছুটা ছোট। নানা ধরনের রঙিন ও ফিউশন গোলাপ আসছে বেঙ্গালুরু থেকে। দাম বেশি ও আকার বড়।
- রোজ ডে'র কথা মাথায় রেখে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার গোলাপ এসেছে।
- গোলাপ ২০ টাকা থেকে শুরু করে ৪০ টাকা পর্যন্ত রয়েছে। তবে গোলাপ দিবসে যত সময় বাড়বে দাম বাড়বে।
- গোলাপের তোড়া ২০০ টাকা থেকে শুরু করে ২০০০ টাকা পর্যন্ত রয়েছে।
- ডাচ গোলাপের মধ্যে সাদা, গোলাপি এবং গোলাপি ও সাদার মিশ্রণ, গোলাপি ও হলদে মিশ্রণের চাহিদা বেশি। দাম ৩০ থেকে ৫০ টাকা।

বিশেষ ব্যক্তির জন্য

বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে হলুদ গোলাপ দেব কয়েকজন সহপাঠী ছাড়াও সিনিয়ার দাদাকে, তবে লাল গোলাপ অবশ্যই দেব একজনকে। সে আমার বিশেষ ব্যক্তি। তাকেই লাল গোলাপ দেব। গোলাপের সঙ্গে থাকবে চকোলেট। পরে সিনেমা অথবা বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

-মনোমিতা চক্রবর্তী *বাগডোগরা কলেজ*

প্রিয় বাবাকে

আমি যাঁদের ভালোবাসি তাঁদেরকে লাল গোলাপ দেব। যেমন আমার বাবা-মাকে লাল গোলাপ দেব। অন্য কাউকে দেব না। আসলে আমি আমার বাবাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আর হলুদ গোলাপ দেব দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোনালিসা এবং সুমনকে। রোজকার মতো কলেজে যাব। বেড়াতে যাবার কোনও পরিকল্পনা নেই।

-শুভদীপ দে *বাগডোগরা কলেজ*

প্রথম ফুল

স্কুল জীবনে ভালোবাসা সপ্তাহ নিয়ে তেমন ধারণা ছিল না। পাশাপাশি তেমন বান্ধবীও ছিল না। কলেজে এসে অনেক বন্ধুবান্ধব বেড়েছে। গত বছরই জীবনে একজন বান্ধবী এসেছে। তাই এবছর তাকে প্রথম লাল গোলাপ দেব। এছাড়া কলেজের হস্টেলে থেকে আমার দুজন ভালো বন্ধু হয়েছে। তাদের ভালোবাসা সপ্তাহের প্রথম দিনে হলুদ গোলাপ উপহার দেব।

-রনি দাস *ইসলামপুর কলেজ*

লাল আর সাদা

স্কুলে বন্ধু-বান্ধবী সবাই একসঙ্গে পড়াশোনা করতাম। কিন্তু সেখানে কোনও প্রেমিকা ছিল না। কলেজের দ্বিতীয় বছর একজন প্রেমিকা জীবনে এসেছে। গত বছরের মতো এবছরও তাকেই লাল গোলাপ উপহার দেব। শান নামে আমার কলেজের বন্ধুর সঙ্গে মাঝেমধ্যেই ঝগড়া হত। যেহেতু এটাই আমাদের কলেজের শেষ বছর তাই তাকে একটা সাদা গোলাপ দিয়ে সব মনোমালিন্য দূর করব।

-আলাউদ্দিন খান

তথ্য : পারমিতা রায়, খোকন সাহা, শুভজিৎ চৌধুরী। ছবি : তপন দাস ও সূত্রধর

প্রেমিকার বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধর্না

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : আর ক'দিন পরই ভ্যালেন্টাইন্স ডে। মনের মানুষকে প্রেম নিবেদনের দিন। তার ঠিক আগে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন প্রেমিক। বৃহস্পতিবার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটনাটি ঘটেছে। প্রেমিকার সঙ্গে কাটানো রঙিন মুহূর্তের ছবি সেঁটে প্ল্যাকার্ড হাতে ধর্নায় বসেন অসীম বিশ্বাস নামে ওই তরুণ। তিনি শান্তিনগরের বাসিন্দা। ঘটনাকে ঘিরে এদিন এলাকায় শোরগোল পড়ে। অনেকেই সেখানে ভিড় করেন। পরে অবশ্য পুলিশের কথায় ধর্না থেকে উঠে যান তরুণ।

তাঁর দাবি, ওই তরুণীর সঙ্গে চার বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দুজনের পরিবারই বিষয়টি জানত। একে অপরের বাড়িতে যাতায়াতও ছিল তাঁদের। তবে ডিসেম্বর মাস থেকে হঠাৎ করে প্রেমিকা যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। অভিমানে ১২ ডিসেম্বর আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন অসীম। ১৬ ডিসেম্বর শেষবার প্রেমিকার সঙ্গে তাঁর কথা হয়।

তরুণের অভিযোগ, পরিবারের চাপে মেয়েটি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করেছে, কথা পর্যন্ত বলছে না। সেকারণে বাধ্য হয়ে এদিন প্রেমিকার বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসেন ওই তরুণ। এনিয়ে প্রেমিকার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে তাঁর বচসা বাধে। পরে ঘটনাস্থলে আসে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওই তরুণকে বাড়ি পাঠানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি সাফ জানান, প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করে অন্তত একটিবার কথা বলতে চান। অন্যথায় নড়বেন না। যদিও পরে পুলিশের কথায় ধর্না তুলে নেন প্রেমিক। এ বিষয়ে তরুণীর বাড়ির লোকের বক্তব্য, 'আমাদের মেয়ে ভুল করেছিল, এখন বুঝতে পেরেছে। ও আর এই সম্পর্কে থাকতে চায় না। ছেলেটি মাদক সেবন করে, ওর হাতে আমরা মেয়েকে তুলে দিতে পারি না। আজ যা করল, তারপর মেয়ে আর কখনোই ওর সঙ্গে কথা বলতে চায় না।'

এদিন ধর্না চলাকালীন প্রেমিকাকে কোথাও দেখা যায়নি। পরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'পরিবারের চাপে নয়, আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

শখে গাড়িতে আগুন

দুই অপরাধীর গল্পে বিস্মিত পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : কথায় আছে, চুরি করার পর তা প্রকাশ্যে বললে মার খাওয়া অবধারিত। আবার কেউ যদি অন্য কারও গাড়িতে আগুন লাগিয়ে তা দাঁড়িয়ে দেখে, তাহলে জনতার হাতে পড়লে তারও রক্ষে নেই। শহর শিলিগুড়িতে পরপর দু'দিন এমন ঘটনাই ঘটেছে। একজন জনতার সামনে চুরির কথা স্বীকার করে মারধর খেয়েছে। অন্যজন গাড়িতে আগুন লাগিয়ে তা দেখার সময় গাড়ির মালিক ও স্থানীয়দের হাতে পড়ে বেধড়ক মার খেয়েছে। তবে তাদের এই কাণ্ড ঘটানোর কারণ জানতে পেরে রীতিমতো বিস্মিত পুলিশ।

একজনের বক্তব্য, ভাত খাবে বলে এলাকার একটি গেট চুরি করেছিল। যদিও ওই তরুণের পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে সম্পন্ন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। আর একজন ঠিক কেন গাড়িতে আগুন লাগাল, সেটা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। তার নাকি বক্তব্য, 'এমনি আগুন লাগিয়ে দিয়েছি।' সম্প্রতি শহর শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম এলাকায় রাতের অন্ধকারে একটি গেট চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয়রা এরপর বুধবার সন্ধ্যায় ওই তরুণকে পেয়ে চুরির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেখানে ওই তরুণ স্বীকার করে, সেই চুরি করেছে। এরপর চলে মারধর। পরে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে ওই তরুণকে উদ্ধার করে।

পুলিশ জানতে পারে, ধৃত ওই তরুণের নাম গোপাল শর্মা। সে ডাবগ্রাম এলাকারই বাসিন্দা। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায়, বাড়িতে খায় না। তাই চুরি করে খাবার খায়। তরুণের এই কথা শুনে অবাক হয়ে যায় পুলিশ। কারণ, তার বেশভূষা দেখে পুলিশ বুঝতে পারে, সে ভালো পরিবারের ছেলে। এরপর বাড়িতে খবর নিয়ে জানতে পারে, মাঝেমধ্যে সে নাকি বাড়িই যায় না। স্থানীয় একটি কাবাড়ির দোকান থেকে চুরি যাওয়া গেটও উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অন্যদিকে, গাড়িতে আগুন লাগানোর কাণ্ডে অভিযুক্ত অভীক দাস আবার এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ফাঁপড়িতে থাকা বাড়িতেই যায়নি। মাঝে কিছুদিন সে নেশামুক্তি কেন্দ্রেও ছিল বলে জানা গিয়েছে। ওই তরুণের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ এখনও নেই। যদিও সোমবার গভীর রাতে সে হায়দরপাড়ার শরৎচন্দ্রপল্লিতে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সেখানে থাকা গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কেন গাড়িটা জ্বালাল? গাড়ি জ্বালানোর পরেও সে পালাল না কেন? উত্তর নেই ঘটনা ঘটানোর পর মার খেয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা হওয়া ওই তরুণের মুখে। পুলিশের অনুমান, পছন্দ মতো চুরির উপকরণ না পাওয়ার কারণেই হয়তো আগুন লাগিয়েছে। তাছাড়া অন্য কোনও কারণ নেই। অভীককে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অবৈধ পার্কিং নিয়ে অভিযানে ছোটাছুটি

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : হিলকার্ট রোডে তিনটে বাইকে চেপে এগিয়ে চলেছেন ট্রাফিক পুলিশকর্তারা। পেছনে রিকভারি ভ্যান। রাস্তার ওপর কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই তাঁদের বাইকের চাকা থামছে। উদ্দেশ্য, রিকভারি ভ্যানের মাধ্যমে গাড়িটি তুলে নিয়ে যাওয়া। পুলিশ দড়ি বের করতেই যে যেখানে

> রাস্তার ওপর অনেকসময় গাড়ি ও বাইক দাঁড় করিয়ে রেখে চলে যাচ্ছেন চালকরা। এতে ব্যাপক যানজট দেখা দেয়। এদিন সতর্ক করেছি, পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।
>
> **-বিশ্বচাঁদ ঠাকুর**
> ডিসিপি (ট্রাফিক)

থাকছেন, পরিমরি করে ছুটলেন বাহনের দিকে। তারপর কেউ ক্ষমা চাইলেন, তো কেউ জড়ালেন কথা কাটাকাটিতে। সেসব শুনে ট্রাফিক কর্তাদের সতর্কবার্তা, 'দ্বিতীয়বার এমনটা হলে কিন্তু নিয়ে যাব তুলে।' শিলিগুড়িতে বৃহস্পতিবারের ঘটনা।

এদিন অবশ্য কোনও বাইক বা গাড়ি নিয়ে যায়নি পুলিশ। তবে ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের সাফ বার্তা, 'শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখতে প্রয়োজনীয় যা ব্যবস্থা নেওয়ার, নেব আমরা।'

অভিযান শুরু হয়েছিল হিলকার্ট রোড থেকে। এরপর সেবক মোড় হয়ে পানিট্যাঙ্কি মোড় পর্যন্ত যান ট্রাফিক কর্তারা। সেবক মোড় হয়ে পানিট্যাঙ্কি মোড়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্কুটার সরানোকে কেন্দ্র করে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন ওই স্কুটারের মালিক। তাঁর দাবি ছিল, 'শুধু আমার স্কুটার তোলা হচ্ছে কেন? আশপাশে আরও অনেকের রয়েছে। সেগুলো নিয়ে যান।' এরমধ্যে দড়ি বেঁধে আরেকটি স্কুটার নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলে তার মালিক ছুটে আসেন। ওই ব্যক্তির সাফাই, 'এটা পার্ক করার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই এখানে রেখেছি।' পুলিশকর্মীদের পালটা বলতে শোনা যায়, 'কারও যাওয়া-আসায় যেন সমস্যা না হয়, সেই দায়িত্বটাও আপনার।'

এদিন পুলিশের তৎপরতা টের পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে রাস্তার ওপর থাকা দু'চাকা, চারচাকা সরানোর হিড়িক পড়ে যায়। যদিও বেলা গড়াতেই সেই পরিচিত নিয়মভঙ্গের ছবি ধরা পড়ে। এপ্রসঙ্গে ডিসিপি (ট্রাফিক) জানিয়েছেন, এমন অভিযান লাগাতার চলবে।

প্রতিমা নিরঞ্জন

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : আশিঘরের থারুঘাটিতে রাস্তার ধারে রাখা প্রায় শ'খানেক সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন দিল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বললেন, 'প্রতিবছর ওই রাস্তার পাশে মানুষ পুজো শেষে প্রতিমা রেখে চলে যান। এবার আমরা সেগুলো বিসর্জনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম।' তবে, এদিন বন দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে ওই সংগঠনের কর্তাদের মতানৈক্য তৈরি হয়েছিল। স্থানীয় সাহু নদীতে বনকর্মীরা প্রতিমা ভাসানোর প্রস্তাব দিলেও, সেখানে জল না থাকায় রাজি হয়নি সংগঠন। পরে বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলে দু'পক্ষের মধ্যে। অবশেষে বন দপ্তর গাড়ি ঠিক করে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরের একটি ডোবায় প্রতিমা ভাসানোর ব্যবস্থা করে দেয়।

প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : শেয়ার কেনাবেচা সংক্রান্ত এক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঢুকে শেয়ার কেনাবেচা করায় এক ব্যক্তি প্রচুর টাকা খোয়ালেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শহর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির বক্তব্য, 'কেউ কোনওভাবে আমাকে একটি ব্যাংকের নামের শেয়ার ট্রেডিং গ্রুপে নভেম্বর মাসে যুক্ত করে। সবাইকে সেখানে বিনিয়োগ করতে দেখে আমিও ধীরে ধীরে বিনিয়োগ শুরু করি। সব মিলিয়ে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা বিনিয়োগ করি। পরে টাকা তুলতে গেলে আমার কাছে ৩ লক্ষ ৭ হাজার ৬৮০ টাকা কমিশন চাওয়া হয়। চেষ্টা করেও টাকা তুলতে পারছি না। ফাঁদে পড়েছি বুঝে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেছি।'

মদ সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : ব্যাগের আড়ালে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মদ নিয়ে বিহারের বাসের অপেক্ষা করছিল এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে সেই মদ বাজেয়াপ্তের পাশাপাশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দীনেশ পণ্ডিত। সে বিহারের বাসিন্দা। দীনেশ সিকিম থেকে দুটো ব্যাগে সেখানকার মদ এনেছিল। বিহারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য জংশনে বিহার বাস বুকিং কাউন্টারের সামনে ঘোরাফেরা করছিল এদিন। সেসময় পুলিশ এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। ব্যাগ খুলতেই মেলে মদের বোতল।

আজ শহরে

- বিভাবনের উদ্যোগ এবং উত্তালের যৌথ আয়োজনে 'জাতীয় অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব'। থাকছে অন্তরঙ্গ নাটক নিয়ে আলোচনা সভা, তথ্যচিত্র, মূকাভিনয় ও একাধিক নাটক। আজ ও কাল শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় উত্তাল নাট্যগৃহে।

নিকের মধ্যে এমন কী পেলেন? মুখ খুললেন প্রিয়াংকা

প্রিয়াংকা চোপড়া ধাক্কা খেয়েছেন, জানেন? না না, শারীরিকভাবে ধাক্কা তিনি খাননি, আহতও হননি, মানসিক দিক থেকে বহুবার ধাক্কা খেয়েছেন প্রিয়াংকা। আর তারপরেই তাঁর জীবনে আসেন নিক জোনাস। এক কথোপকথনে প্রিয়াংকা বলেছেন, নিক তাঁর জীবনে আসার আগে বেশ কিছু সম্পর্কের সঙ্গে ছিলেন প্রিয়াংকা। কিন্তু সেই সব সম্পর্কের যে প্রধান জিনিসটা তিনি অপছন্দ করেছেন, তা হল অসততা। সেই কারণেই নিক জোনাসের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু করবেন কিনা, তা নিয়ে বেশ দ্বিধায় ছিলেন প্রিয়াংকা।

একটানা ১৮ মাস ধরে আগে নিজেদের মধ্যে মেসেজ আদানপ্রদান করেছেন নিক এবং প্রিয়াংকা। তারপর দেখা করেন তাঁরা। কিন্তু এই মেসেজ আদানপ্রদানও দুম করে শুরু হয়নি। একটা শো দেখে প্রিয়াংকার বন্ধুর কাছে প্রিয়াংকার প্রশংসা করেছিলেন নিক। সেই বন্ধুই বলেন যে, এ কথাটা সরাসরি প্রিয়াংকাকে জানাতে। সেই থেকে প্রিয়াংকাকে সরাসরি মেসেজ করতে শুরু করেন নিক জোনাস। সেই মেসেজই চলে টানা আঠেরো মাস। প্রিয়াংকা চোপড়া ঠিক কেমন পুরুষ চাইতেন? প্রিয়াংকা নিজেই বলেছেন, যে পুরুষ তাঁর পরিবারকে প্রাধান্য দেবেন, পেশার ব্যাপারে সিরিয়াস হবেন, যে পুরুষ স্বপ্ন দেখতে পারেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, যে পুরুষ মনের দিক দিয়ে সৎ। নিক জোনাসের মধ্যে এই সমস্ত গুণই দেখতে পেয়েছেন প্রিয়াংকা।

শুধু তাই নয়, প্রিয়াংকার আরো একটা দাবি ছিল। নিক সেই চাহিদাও পূরণ করেছেন। জানেন, সেটা কী? ভালোবাসা শুধু নয়, যে পুরুষ মেয়েদের শ্রদ্ধা করে, তেমন পুরুষই চেয়েছেন প্রিয়াংকা। নিকের মধ্যে সেই পুরুষকেও দেখতে পেয়েছেন তিনি। সেই কারণেই বয়সে দশ বছরের ছোট হলেও নিকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে আর দ্বিতীয়বার ভাবেননি প্রিয়াংকা চোপড়া।

শ্যালকের বিয়েতে নিক

প্রিয়াংকা চোপড়া জোনাস এখন দেশে ভাই সিদ্ধার্থ চোপড়ার বিয়ে উপলক্ষ্যে। শ্যালকের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে ভগ্নিপতি নিক জোনাসও এবার দেশে এলেন। জিজুকে দেখে পিগির ফ্যানরা উচ্ছ্বসিত! পিগি প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানের খবর ক্রমাগত দিয়ে যাচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, বাদ ছিলেন নিক। তিনি কি আসবেন না? পিগি-ফ্যানরা ভাবছিলেন । এবার তিনিই এসে পড়লেন। বৃহস্পতিবার মুম্বাই বিমানবন্দরে তাঁকে দেখা গেল। সাদা পোশাকে, মাথায় টুপি, চোখে রোদ চশমা—দারুণ হ্যান্ডসাম লাগছিল তাঁকে। পাপারাৎজি সহ অনুরাগীরা তাঁকে স্বাগত জানান, তিনিও হাত নাড়েন। ছবিও তোলেন। গাড়িতে ওঠার আগে পর্যন্ত তিনি সবাইকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।

পিগি ভাই সিদ্ধার্থ ও তাঁর স্ত্রী নীলম উপাধ্যায়ের বিয়ের হলদি অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করেছেন। সেখানে সবার সঙ্গে তিনি নাচছেন। ক্যাপশন করেছেন, বিয়ের দারুণ হলদি অনুষ্ঠান। সন্ধেয় সংগীত অনুষ্ঠানে তিনি স্ট্র্যাপলেস সাদা গাউন আর বালগারি নেকপিস পরেছিলেন। পিগির শ্বশুর-শাশুড়ি কেভিন ও ডেনিস জোনাস হাজির ছিলেন। ডেনিসের শাড়ি ঠিক করে দিচ্ছেন পিগি, সেই দারুণ ছবিও নেটে ঘুরছে। বিয়ের প্রস্তুতির সময় থেকেই তিনি বিয়ের নানা অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করছেন। শুরুতে দিয়েছিলেন, 'শাদি কা ঘর...সংগীত থেকে শুরু করে পারিবারিক সম্মিলন। আমার হৃদয় পরিপূর্ণ, আমার শিডিয়্যুলও। কে বলে বিয়ে খুব সহজ? কেউ বলে না । তবে কি মজার? অবশ্যই। পরের প্রোগ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি।'

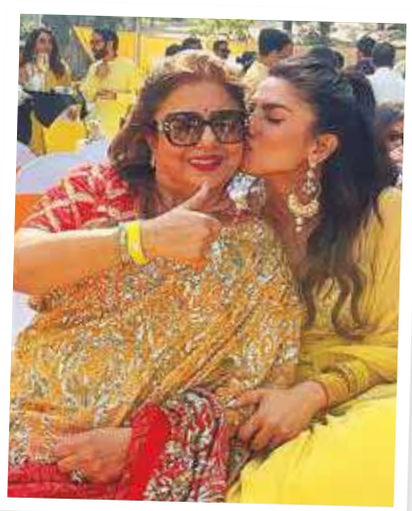

একনজরে সেরা

পুজোয় ভিকি

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ বা ছত্রপতি সম্ভাজি নগরে শ্রী গৃশনেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গে পুজো দিলেন ভিকি কৌশল। পরনে পাজামা, গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, হাতে পুজোর থালা, দুগ্ধস্নাত শিবলিঙ্গের সামনে পুজো করছেন—এই ছবি দেখেই নেটমহল আলোড়িত। তাঁর আগামী ছবি ছাওয়া মুক্তি পাচ্ছে ১৪ ফেব্রুয়ারি। তার প্রচার শুরু করার আগে এই পুজো সেরে নিলেন ভিকি।'

মুক্তি স্থগিত

অক্ষয় কুমার, অনন্যা পাণ্ডে অভিনীত সি শঙ্করন নায়ার-এর বায়োপিক, যার সম্ভাব্য নাম কেসরি ২ আগামী হোলিতে মুক্তি পেতে পারত। কিন্তু জানা গিয়েছে, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও তৃপ্তি দিমরির ধড়ক ২ এই দিনে মুক্তি পাচ্ছে। দুটোই ধর্মা প্রোডাকশনসের ছবি। কেশরি চ্যাপ্টার ২-তে আর মাধবনও আছেন। এটি আসছে ১৮ এপ্রিল, ২০২৫।

সাফল্যে হিমেশ

গায়ক হিমেশ রেশামিয়ার ছবি ব্যাডাস রবি কুমার ইউ টিউবে ১.২ বিলিয়ন ভিউয়ার পেয়েছে। ছবির গান এখান থেকে ভালো রেভেনিউ পাচ্ছে। ২০ কোটি টাকা বাজেটের এই ছবি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, লাইসেন্সিং ডিল ও ব্র্যান্ড পার্টনারশিপ থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। এর ওপর আছে সরকারের সাবসিডি, টিকিট ও স্যাটেলাইট রাইট বিক্রি।

শুধু একজন

বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গোল্ডেন বিয়ার (সেরা ছবি) এবং সিলভার বিয়ার (সেরা পরিচালক) সবথেকে সম্মানীয়। একমাত্র সত্যজিৎ রায় এই দুটি পুরস্কার পেয়েছেন পরপর দু বছর। সিলভার বিয়ার পান মহানগর ও চারুলতা-র জন্য,গোল্ডেন বিয়ার ডিসট্যান্ট থানডার-এর জন্য। এছাড়া কার্লোস সউরা, রিচার্ড লিংকল্যাটার ও ম্যারিও মনিসেল্লি এই সম্মানে ভূষিত হন।

আবার শতাব্দী

শতাব্দী রায় আবার অভিনয়ে আসছেন। মৈনাক ভৌমিকের একটি সাইকোলজিকাল থ্রিলারে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে তাঁকে দেখা যাবে। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। ছবিতে শতাব্দীর চরিত্রের ভাই ও ঋতাভরীর চরিত্রের স্বামী মারা গিয়েছে। এরপর থেকেই দুজনের সম্পর্কের শুরু, প্রেক্ষাপটে থাকবে অতি প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহ। মৈনাকের সঙ্গে শতাব্দীর এটাই প্রথম কাজ।

সুশান্তের মৃত্যুর পুনর্তদন্ত?

বম্বে হাইকোর্টে অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত এবং তাঁর প্রাক্তন ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের মৃত্যুর পুনর্তদন্তের দাবি জানিয়ে হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। মামলাটি করেছেন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট লিটিগানস অ্যাসোসিয়েশনস অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট রশিদ খান পাঠান। তাঁর আবেদনে বলা হয়েছে, সিবিআই প্রধান অভিযুক্ত শিবসেনার বিধায়ক আদিত্য ঠাকরেকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করুক। এর সঙ্গে তিনি সিবিআইকে তদন্তের বিস্তারিত বিবরণ দিতেও অনুরোধ করেছেন। এরপরেই আদিত্য ঠাকরে একটি আবেদন করে কোর্টকে জানিয়েছেন, কোনও নির্দেশ দেবার আগে তাঁর বক্তব্য যেন শোনা হয়। তিনি আরও বলেছেন, এই জনস্বার্থ মামলার কোনও ভিত্তি নেই। মৃত্যুর তদন্ত ইতিমধ্যে রাজ্যের তরফে হয়েছে। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি এইসব যুক্তি-প্রতিযুক্তি শোনা হবে।

আমিরের নতুন প্রেমিকা

পুত্র জুনেইদ খানের ছবি লাভইয়াপ্পার প্রচারে তিনি ভীষণভাবে আছেন। ছবিতে দু-তিনটে দৃশ্যে তাঁকে দেখাও যাবে। এই খবরে আমোদিত হবার মধ্যেই নতুন খবর, আমির খান আবার ডেটিং করছেন! তাঁর নতুন প্রেমিকার নাম গৌরী। তিনি বলিউডের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত নন। কিছুদিন আগে লাভইয়াপ্পা-র ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'আমি খুব রোমান্টিক ধরনের মানুষ। মা কসম। শুনতে মজা লাগলেও আমার দুই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। তাই আমার প্রিয় ছবিগুলোও রোমান্টিক ছবি। আমি সত্যি ভালোবাসায় বিশ্বাস করি। আমরা যত বড় হই, আমাদের ভালোবাসা বোঝার ধরনও পরিণত হয়, আরও বিকশিত হয়। আমরা বুঝতে পারি জীবনকে, মানুষকে।'

সইফের হামলাকারীকে শনাক্ত করলেন সেই আয়া

সইফ আলি খানের হামলাকারী এবার শনাক্ত হল। আর্থার রোড জেলে ধৃত শরিফুল ইসলাম শেহজাদকে শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন হল। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চুরির উদ্দেশ্যে সাইফের বাড়িতে ঢুকে পড়া শেহজাদকে ঘটনার সময় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা শনাক্ত করেন। জেলের সিনিয়র জেলারের অফিসে একজন তহসিলদারের উপস্থিতিতে এই শনাক্তকরণের ঘটনা ঘটে।

হামলার সময় সইফের বাড়িতে থাকা জেহ-র সেই আয়া আরিয়ামা ফিলিপ এবং আয়া জুনু অভিযুক্তকে শনাক্ত করেন। গত ৩১ জানুয়ারি অভিযুক্তের ফেসিয়াল রিকগনিশন টেস্ট করে মুম্বই পুলিশ। আর সেই ফেস রেকগনিশন টেস্ট পজিটিভ এসেছে ইতিমধ্যেই।

সইফের বাড়িতে হামলার তদন্তে থাকা মুম্বই পুলিশের দাবি, ধৃত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তারা আরও নিশ্চিত করেছে যে এই ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। মুম্বই আসার আগে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে থাকতেন এই অনুপ্রবেশকারী।

উল্লেখ্য, গত মাসে ভোররাতে সইফের উপর হামলা চালানো হয়েছিল। ডাকাতির উদ্দেশে সইফিনার ফ্ল্যাটে অনুপ্রবেশ করে হামলাকারী। প্রথমে জেহর ঘরে প্রবেশ করে। সেই সময় সইফের ছোট ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন আয়া। আয়ার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন সইফ ও করিনা। তারপর ধস্তাধস্তি। হাতাহাতি। ছুরি দিয়ে হামলা চালানো হয় অভিনেতার উপরে। ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার হয় শরিফুল ইসলাম শেহজাদ নামে ওই বাংলাদেশি।

আবার চুম্বন উদিতের

এক চুম্বনের বিতর্ক এখনও ঝলমল করছে, তার মধ্যেই উদিত নারায়ণ আবার মহিলা অনুরাগীকে চুম্বন করলেন এবং আবারও ঠোঁটে! এক্স হ্যান্ডলে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে নীল পোশাক পরিহিত উদিত নারায়ণকে ভক্তরা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। তিনিও সকলের সঙ্গে কথা বলছেন, ছবি তুলছেন। সেই সময় এক মহিলার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুম্বন করছেন তিনি, তাও দেখা গিয়েছে। সে মহিলা তাতে বিরক্ত বা বিব্রত হওয়া দূরে থাক, রীতিমতো হেসে ব্যাপারটিকে উপভোগ করছেন, তাও দেখা গিয়েছে।

এরপর উদিতর কাণ্ডে নেটে তুমুল হেনস্থা হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। মন্তব্যের বন্যা হয়ে যাচ্ছে। কেউ লিখেছেন, ইনি তো থামতেই চাইছেন না। কেউ লিখেছেন, চুম্বন করতে করতে সেলফি তোলা এখন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কারওর বক্তব্য, উনি পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছেন। একজনের কথায়, উনি পুরুষদের পাত্তা দিচ্ছেন না। আশ্চর্য তো! সম্প্রতি, মঞ্চে টিপ টিপ বরষা পানি গাইবার সময় ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তোলার মুহূর্তেই এক মহিলা অনুরাগীর ঠোঁটে চুম্বন করেন, তিনিও উপভোগ করেন। এই নিয়ে বিতর্ক হলে উদিত বলেন, 'ভক্তরা এভাবেই তাঁদের ভালোবাসা জানান। এগুলো ওঁদের পাগলামি। এতে এত নজর দেওয়ার মতো কিছু হয়নি।...আমি যখন মঞ্চে গান গাই, তখন ওদের মধ্যে একটা পাগলামি কাজ করে। ওঁরা আমায় ভালোবাসেন। আমাদেরও তো ওঁদের খুশি করতে হয়। '

বিচ্ছেদের গুঞ্জন উড়িয়ে শুভেচ্ছা

এখনও বারেবারেই অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিবাহবিচ্ছেদের কথা বাতাসে উড়ছে। তার মধ্যেই অভিষেককে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন ঐশ্বর্য। বুধবার অভিষেক ৪৯-এ পা দিলেন। অনেক শুভেচ্ছার মধ্যে অ্যাশের শুভেচ্ছাবার্তাই জ্বলজ্বল করেছে। তিনি অভির ছোটবেলার একটি ছবি যেখানে তিনি ট্রাইসাইকেলে বসে আছেন, তা শেয়ার করে লিখেছেন, 'জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, সুখ, সুস্বাস্থ্য, ভালোবাসা আর আলোকোজ্জ্বল জীবন দিন।'

এরপরই অ্যাশের অনুরাগীরা নেটে মন্তব্যের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। সকলেরই প্রশ্ন, নিন্দুকরা কোথায়, যারা অভি-অ্যাশের বিবাহবিচ্ছেদের কথা রটাচ্ছিলেন! অ্যাশের অনুরাগী লিখেছেন, আপনি সবথেকে দয়ালু এবং করুণাময়ী রানি। আমর আপনাকে ভালোবাসি ঐশ্বর্য। কেউ লিখেছেন,ওঁদের জীবনে যাইই ঘটুক না কেন, ওঁরা বিশেষ করে মহিলারা সব সময় নিজেদের উদারতা বজায় রাখেন। প্রসঙ্গত, গত জুলাই মাসে অনন্ত আম্বানি-রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ে থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিষেককে স্ত্রী ঐশ্বর্য আর মেয়ে আরাধ্যাকে বাদ দিয়ে বাবা অমিতাভ, মা জয়া, দিদি শ্বেতা, ভাগ্নি নভ্যা নভেলি, ভাগ্না অগস্ত্যর সঙ্গেই বেশি দেখা গিয়েছে। ফলে চারদিকে অভি-অ্যাশের বিবাহবিচ্ছেদের জল্পনা শুরু হয়, যা এখনও চলছে। ওই দম্পতি অবশ্য এই বিষয়ে মুখ খোলেননি।

বাজবল উড়িয়ে দাপট শুভমানের

ইংল্যান্ড-২৪৮ (৪৭.৪ ওভারে)
ভারত-২৫১/৬ (৩৮.৪ ওভারে)

নাগপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি : 'ওয়েলকাম চিকু'।

'স্বাগত কিং কোহলি'। নাগপুরের ভিসিএ স্টেডিয়ামে সম্ভবত বিরাট কোহলির শেষ ম্যাচ। আবেগের প্রতিফলন গ্যালারিতে। পোস্টার, কোহলির ছবিতে ছয়লাপ। ছিল 'রো-কো' জুটিকে (রোহিত শর্মা, কোহলি) নিয়ে উন্মাদনাও।

বিরাট-উৎসবে যদিও জল ঢালে হঠাৎ করে ফুলে যাওয়া কোহলির ডান হাঁটু। টসের পর রোহিতের ঘোষিত টিমে কোহলিকে না দেখে রীতিমতো অবাক এবং হতাশ দর্শকরা। রোহিত জানান, গতকাল রাতে হঠাৎ করে হাঁটু ফুলে যায় বিরাটের।

বিরাট-দর্শনে জল ঢালল হাঁটু

রোহিত (২) খেললেও ব্যর্থতা জারি। দর্শকদের জন্য অবশ্য মশালার অভাব ছিল না। শুরুটা জোড়া অভিষেকে। রোহিতের হাত থেকে ওডিআই ক্যাপ যশস্বী জয়সওয়াল, হর্ষিত রানার মাথায়। যশস্বী রান না পেলেও স্বপ্নের শুরু হর্ষিতের। টেস্ট, টি২০-র পর ওডিআই অভিষেকেও ঝোলায় তিন শিকার!

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে থাকা অর্শদীপ সিংকে বসিয়ে হর্ষিত! অনেকে প্রশ্ন তুলছিলেন। ষষ্ঠ ওভারে ২৬ রান দেওয়ার পর গৌতম গম্ভীরের হরসিত-প্রীতি নিয়ে সমালোচনার মাত্রা তীব্র হচ্ছিল। কিন্তু ফিল সল্ট-বেন ডাকেটের ঝোড়ো শুরুতে দমে না গিয়ে প্রত্যাঘাতে মাথা উঁচু করে ফিরলেন হর্ষিত (৫৩/৩)।

ইংল্যান্ডকে (২৪৮) ভাঙার কাজে হাত লাগান ছন্দে ফেরা মহম্মদ সামি (৩৮/১), কুলদীপ যাদব (৫৩/১), রবীন্দ্র জাদেজাও (২৬/৩)। ২৪৯ রানের জয়লক্ষ্যে দলকে পৌঁছে দিতে ভুলচুক করেননি শুভমান গিল (৮৭), শ্রেয়স আইয়ার (৫৯), অক্ষর প্যাটেলরা (৫২)। ব্যাটে-বলে ভারতের অলরাউন্ড ক্রিকেটের চক্রব্যূহে ফের হাঁসফাঁস হাল ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সাধের 'বাজবল'।

যশস্বী (১৫), রোহিত (২) দ্রুত ফেরায় তৈরি হওয়া আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ৩০ বলে ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরিতে মোমেন্টাম বদলে দেন শ্রেয়স। শুভমান-শ্রেয়সের ৯৪ রানের জুটির পর চতুর্থ উইকেটে অক্ষর-শুভমানের ১০৮, ম্যাচকে একতরফা করে দেয়।

অজি সফর ভালো কাটেনি শুভমানের। বেশ কিছুদিন ধরে রান আসছিল না। দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে আজকের ইনিংস আত্মবিশ্বাস জোগাবে রোহিতের ডেপুটিকে। টপ অর্ডারে খেললে দল লাভবান হবে টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর আবারও বোঝালেন অক্ষর। শেষদিকে পরপর উইকেট হারালেও (২২১/৩ থেকে ২৩৫/৬) ১১.২ ওভার হাতে রেখে ৪ উইকেটে ইংল্যান্ড-বধ।

সাজঘরে বসে সতীর্থদের যে দাপট তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন বিরাটও। জয় ছাপিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সালে অনেক স্বস্তি নিয়ে ফেরা। মার খেয়েও দমে না যাওয়া হর্ষিতও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাবনায় ঢুকে পড়লে অবাক হওয়ার থাকবে না। এদিনের পারফরম্যান্সের পর প্রিয় ছাত্রের জন্য গলা ফাটাতেই পারেন গম্ভীর। খটকা শুধু রোহিতের ক্রমশ দীর্ঘ হওয়া ব্যর্থতা।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন জস বাটলার। অঙ্ক মেলাতে বিস্ফোরক শুরু সল্ট-ডাকেট জুটির। টি২০ সিরিজে দলকে ভালো শুরু দিতে পারেননি। এদিন সল্টদের সেই ব্যর্থতা মেটানোর তাগিদ। যার ধাক্কায় প্রথম পাওয়ার প্লে-তে খেই হারাচ্ছিল ভারতীয় বোলিং। ব্যতিক্রম শুধু সামি। আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত বোলিং করলেন। তারপরও ৫৩ বলে ওপেনিং জুটিতে ৭৫।

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পর শুভমান গিল। নাগপুরে।

শেষপর্যন্ত ভুল বোঝাবুঝিতে এবং ভারতের ম্যাচে ফেরা। কৃতিত্ব রানআউট সল্ট (২৬ বলে ৪৩) দাবি করতেই পারেন শ্রেয়স। বাউন্ডারি লাইন থেকে নিখুঁত থ্রো। সল্টকে ক্রিজে ফেরার সুযোগ দেননি উইকেটকিপার লোকেশ রাহুল। দশম ওভারে হর্ষিতের জোড়া ধাক্কা অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট। সাজঘরে ডাকেট (৩২) ও হ্যারি ব্রুক (০)। উলটো দিকে প্রায় ২৬ মিটার দৌড়ের পর শরীর ছুড়ে দিয়ে ডাকেটের দর্শনীয় ক্যাচ যশস্বীর। ব্রুকের ক্যাচ লোকেশের দস্তানায়।

৭৫/০ থেকে ৭৭/৩ - ৮ বলে স্ক্রিপ্ট বদল। জো রুট (১৯) ভালো শুরু করেও আটকে যান জাদেজার স্পিনে। বাটলার (৫২), আইপিএলে বিরাটের সতীর্থ জেকব বেথেলের (৫১) হাফ সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ইংল্যান্ডকে আড়াইশোর গণ্ডি পেরোতে দেয়নি বোলাররা। রোহিতও এদিন মুনশিয়ানার সঙ্গে বোলারদের ব্যবহার করেন।

সল্ট ঝড়ের পর অথচ যে স্কোরটা তিনশোর কাছাকাছি যাবে মনে হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত যা তফাত গড়ে দেয়। ২৪৯-এর লক্ষ্যটা আরও সহজ করে বাজিমাত শুভমান-শ্রেয়সদের। ১-০ ব্যবধানে লিড নিয়ে রবিবার কটকে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামার সুযোগ ভারতের।

বোলারদের কৃতিত্ব দিচ্ছেন রোহিত

নাগপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি : দলগত প্রয়াস। তিন বিভাগেই ইংল্যান্ডকে টেক্কা দেওয়া। নিজে রান না পেলেও সতীর্থদের যে প্রয়াসের খুশি রোহিত শর্মা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সালে অনায়াস জয়ে স্বস্তি নিয়ে বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পর ওডিআই ফরম্যাটে খেলছি। দ্রুত দল সাজিয়ে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ওদের ওপেনারদ্বয় ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সামনে শুরুটা ভালো হয়নি। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন। বোলারদের কৃতিত্ব দেব।'

আইয়ার-বন্দনায় গিল

অক্ষর প্যাটেলকে পাঁচ নম্বরে নামানো স্ট্র্যাটেজি কাজে লেগে যাওয়া প্রসঙ্গে রোহিতের প্রতিক্রিয়া, গত বছর দুয়েক ধরে ব্যাটিংয়ে দারুণ উন্নতি করেছে। এদিন আরও একবার তা বোঝাল। বাম-ডান পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে অক্ষরকে আগে নামানো। দলের ভরসার মর্যাদা রাখতে পেরে খুশি অক্ষরও। জানান, গিলের সঙ্গে পার্টনারশিপে মূল লক্ষ ছিল, বোলারদের মাথায় চড়তে না দেওয়া। একসঙ্গে জুটিটা যথাসম্ভব লম্বা করা।

ওডিআই অভিষেকে ৩ উইকেট নিয়ে হর্ষিত রানা। বৃহস্পতিবার।

সেরার পুরস্কার হাতে শুভমান গিলের মুখে আবার শ্রেয়স-বন্দনা। ভারতীয় দলের সহ অধিনায়কের যুক্তি, ক্রিজে নেমে শ্রেয়সের ঝোড়ো ব্যাটিং (৩৬ বলে ৫৯) তাঁর কাজ সহজ করে দেয়। নিজেও পজিটিভ থাকার চেষ্টা করেছেন। ফলস্বরূপ ৮৭ রানের ইনিংস।

অর্ধশতরানের পথে রিভার্স সুইপ শ্রেয়স আইয়ারের। নাগপুরে বৃহস্পতিবার।

আত্মবিশ্বাসই সাফল্যের 'অস্ত্র' শ্রেয়সের

'আমার কাছে আমিই চ্যাম্পিয়ন'

নাগপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি : লম্বা অপেক্ষার পর ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন। নাগপুর টক্করে যে মঞ্চকে রঙিন করে রাখলেন বাহারি শটে। জোফ্রা আর্চারকে শুরুতে জোড়া ছক্কায় ঝড়ের ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। ৩৬ বলের ইনিংসে যতক্ষণ ক্রিজে কাটালেন টপগিয়ারে ইনিংসের গাড়ি ছোটালেন। ৯টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্য ৫৯। শুরুতে যশস্বী জয়সওয়াল-রোহিত শর্মাকে হারিয়ে তৈরি চাপ আলগা করে দলকে জয় এনে দেন। শ্রেয়সের সাফল্যের নেপথ্যে নিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতার ওপর বিশ্বাস।

গত ১-২ বছর নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে সাফল্যের পর কখনও ফর্ম, কখনও বিতর্ক ব্রেক লাগিয়েছে কেরিয়ারে। বোর্ডের রোষে পড়ে বার্ষিক চুক্তির তালিকা থেকেও বাদ পড়েন। কিন্তু নিজের ওপর আস্থা হারাননি।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পোস্ট করা এক ভিডিওয় শ্রেয়স নিজের মনের কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বেশ কিছুদিন বাইরে থাকা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। কখনও সাফল্যের পিছনে দৌড়োয়নি। নির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা মেনে চলি। দেশের হয়ে খেলা সবসময় গর্বের। ফের জাতীয় দলের জার্সি চাপাতে পেরে ভালো লাগছে।'

এরপরই শ্রেয়সের সংযোজন, 'আমার কাছে আমিই চ্যাম্পিয়ন। নিজের যোগ্যতা নিয়ে কখনও সংশয় রাখিনি। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু কর্ণপাত না করে নিজের কাজ করে গিয়েছি। ব্যর্থতার জন্য দুঃখ করি না। কারণ লাভ নেই। মনকে সবসময় একটা কথা বোঝায়, সমস্যা মেটাতে নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে। জরুরি আত্মপর্যালোচনা।'

জাতীয় দল থেকে দূরে থাকলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে ২০২৪ সাল দারুণ কেটেছে শ্রেয়সের। সব ফরম্যাটেই রান পেয়েছেন। এরমধ্যে অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি জয়। শ্রেয়স বলেছেন, 'বর্তমানে থাকতে পছন্দ করি। গতবছর বেশ কিছু ট্রফি জিতেছি। তবে সবসময় মাটিতে পা রাখার চেষ্টা করেছি। ফোকাস কখনও সরে যেতে দিইনি।'

তিরন্দাজির রিকার্ভের ৭০ মিটার বিভাগে সোনা জিতলেন জুয়েল।

তিরন্দাজিতে সোনা গাজোলের জুয়েলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় গেমস থেকে আরও একটি সোনা এল বাংলার ঝুলিতে। তিরন্দাজিতে সোনা পেলেন জুয়েল সরকার।

মালদার গাজোলের ছেলে জুয়েল। ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আচারি অ্যাকাডেমির ছাত্র। আন্তর্জাতিক স্তরে বয়সভিত্তিক বিভাগে সাফল্যও পেয়েছেন। তবে পথটা সহজ ছিল না। লড়তে হয়েছে দারিদ্র্যের সঙ্গেও। এবার উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে রিকার্ভের ৭০ মিটার বিভাগে সোনা জিতলেন। এদিন পদক জয়ের পর জুয়েল বললেন, 'এবার লক্ষ্য জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। গতবার ন্যাশনাল গেমস থেকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল। এবার সোনা জিততে পেরে খুব ভালো লাগছে।' জাতীয় স্তরে সিনিয়ার বিভাগে এটাই প্রথম সোনা জুয়েলের। এই সাফল্যের পর বছর কুড়ির তিরন্দাজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিকে ব্রোঞ্জ জিতল বাংলার মহিলা ফুটবল দল। তৃতীয় স্থান দখলের ম্যাচে টাইব্রেকারে দিল্লিকে ৫-৩ ব্যবধানে হারাল বাংলার মেয়েরা।

এশিয়ায় ১৫০ শিকার লায়োনের

গল, ৬ ফেব্রুয়ারি : দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে ব্যাটে-বলে উত্তেজক লড়াই উপহার দিল শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া। দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার স্কোর ২২৯/৯। সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেন দীনেশ চান্ডিমল। ৫৯ রানে অপরাজিত রয়েছেন কুশল মেন্ডিস। অন্যদিকে, ৩টি উইকেট পেয়েছেন নাথান লায়োন ও মিচেল স্টার্ক। এদিন এশিয়ার বাইরের প্রথম স্পিনার হিসেবে উপমহাদেশে ১৫০ টেস্ট উইকেটের নজির গড়লেন লায়োন। ১২৭ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেই কামিন্স-হ্যাজেলউড

ওডিআই-কে 'বিদায়' স্টোয়িনিসের

সিডনি, ৬ ফেব্রুয়ারি : ওডিআই বিশ্বকাপের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেতাবি লড়াই হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। কয়েকদিন আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রিকি পন্টিং। যদিও মেগা ইভেন্টে পন্টিং, দেশবাসীর স্বপ্নপূরণের আগেই জোড়া ধাক্কায় রীতিমতো বেকায়দায় অস্ট্রেলিয়া।

অধিনায়ক প্যাট কামিন্স (গোড়ালির চোট), পেস ব্রিগেডের অভিজ্ঞ অস্ত্র জোশ হ্যাজেলউড (পেশির চোট), দুইজনেই ছিটকে গেলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে। চোটের কারণে কামিন্সদের নিয়ে টানাপোড়েন ছিল। শেষপর্যন্ত আশঙ্কা সত্যি করে মেগা ইভেন্টে নেই দুই তারকা।

চোটের কারণে ইতিমধ্যে মিচেল মার্শকে হাতছাড়া করেছে অস্ট্রেলিয়া। এবার পেস ব্রিগেডের সেরা দুই তারকাকে ছাড়াই মাঠে নামার চ্যালেঞ্জ। পরিবর্ত নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক হিসেবে স্টিভেন স্মিথ ও ট্রাভিস হেডের নাম ঘোরাফেরা করছে।

গোড়ালির চোটের জন্য চলতি শ্রীলঙ্কা সফরে ছিলেন না কামিন্স। ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ফিট হয়ে যেতেও পারেন। আশায় সার। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে আজ পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কামিন্সকে পাওয়া যাবে না আইসিসি টুর্নামেন্টে। গ্রুপ 'বি'-তে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের সঙ্গে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। কঠিন গ্রুপ। কামিন্সদের অবর্তমানে লক্ষ্যটা আরও কঠিন বলাই বাহুল্য।

জোশ হ্যাজেলউড ও প্যাট কামিন্স।

এদিকে, কামিন্স, হ্যাজেলউডকে নিয়ে চিন্তার মাঝেই ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন মার্কাস স্টোয়িনিস। অস্ট্রেলিয়ার বহু সাফল্যের অন্যতম সৈনিক জানিয়েছেন, টি২০ ফরম্যাটে বাড়তি নজর দিতেই এই পদক্ষেপ। ৭১টি ওডিআই ম্যাচের কেরিয়ারে স্টোয়িনিস ১৪৯৫ রান করেছেন। সর্বোচ্চ ১৪৬। নিয়েছেন ৪৮টি উইকেটও।

স্টোয়িনিস বিদায়ি বার্তায় বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওডিআই ক্রিকেট সফর দুর্দান্ত কেটেছে। প্রতিটি মুহূর্তকে রঙিন করার জন্য সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মাঠে না থাকলেও আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলের হয়ে অবশ্যই গলা ফাটাব।'

'প্রিয়' ইডেনে রানের সন্ধানে সূর্যকুমার

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই বেশ কিছুদিন। কিন্তু তারপরও গতরাতে কলকাতায় হাজির হওয়ার পর বিন্দাস মেজাজে তিনি।

নাগপুরে তাঁর সতীর্থরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচ খেলছেন। তিনি এখন টিম ইন্ডিয়ার একদিনের স্কোয়াডে নিয়মিত নন। টেস্টের আঙিনাতেও তিনি অনিয়মিত। ছবিটা এবার বদলে ফেলার পণ করেছেন সূর্যকুমার যাদব। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক সূর্য মুম্বইয়ের হয়ে হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার জন্য গতকাল রাতেই কলকাতায় এসেছেন সতীর্থদের সঙ্গে। আজ দুপুরের ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, শার্দূল ঠাকুরদের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করলেন তিনি। লাল বলের ক্রিকেটে নামার আগে তাঁকে ক্রিকেটের নন্দনকাননের নেটে দুই দফায় প্রায় ৫০ মিনিট ব্যাটিং করতে দেখা গেল আজ। মুম্বই কোচ আবিষ্কার সালভির সঙ্গেও নেটের বাইরে নিজের ব্যাটিং নিয়ে আলোচনার অনেকটা সময় ডুবে ছিলেন। বিকেলের দিকে ইডেন গার্ডেন্স থেকে বেরিয়ে মুম্বই টিম বাসে ওঠার আগে সূর্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে গেলেন, 'বেশ কিছুদিন রান পাচ্ছি না ঠিকই, কিন্তু ছন্দেই রয়েছি আমি। একটা ভালো ইনিংস সব বদলে দেবে, মিলিয়ে নেবেন আমার কথা।'

ইডেন গার্ডেন্সে রনজি ট্রফির প্রস্তুতিতে সূর্যকুমার যাদব।

সেই ভালো ইনিংসটা কি ইডেনেই হরিয়ানার বিরুদ্ধে দেখা যাবে? প্রশ্ন শুনে একটু থমকালেন ভারতীয় ক্রিকেটের স্কাই। পরে হাসতে হাসতে বলে দিলেন, 'ইডেনে বড় রান পেলে কিন্তু মন্দ হবে না। এই মাঠ বরাবরই আমার প্রিয়। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলার সময় বহু স্মৃতি রয়েছে আমার এখানে। দেখা যাক কী হয়।' যখন কেরিয়ার শুরু করেছিলেন স্কাই, তখন তিন ফরম্যাটে নিয়মিত হওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সময়ের সঙ্গে ছবিটা বদলেছে। সূর্যকুমার মানে এখন শুধুই কুড়ির ক্রিকেটের ধুমধাড়াক্কা। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়কের পরিকল্পনা অবশ্য ভিন্ন। সূর্যের কথায়, 'নিজেকে বরাবরই তিন ফরম্যাটের জন্যই দেখতে চেয়েছি। এখনও স্বপ্ন দেখি, টেস্ট ও ওডিআইতেও নিয়মিত হওয়ার। দেখা যাক কতটা সফল হই। আমি নিজেকে কখনই শুধু টি২০ ব্যাটার হিসেবে দেখতে চাই না।' ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সম্প্রতি শেষ হওয়া পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ অনায়াসে জিতে নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ব্যাট হাতে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না সূর্য। পরিসংখ্যান বলছে, পাঁচ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ২৮। সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে? প্রশ্ন শুনে এবার সতর্ক সূর্য। বলে দিলেন, 'কোনও সমস্যা রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আসলে বড় রান আসছে না। আমি কিন্তু হাল ছাড়ার ছেলে নই।'

শনিবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি কোয়ার্টার ফাইনালের আসরে সূর্যের ব্যাটে রানের অপেক্ষায় ক্রিকেট মহল। আর ইডেন তাকিয়ে নয়া সূর্যোদয়ের।

তৈরি গদ্দাফি, ঘোষণা পিসিবি-র

লাহোর, ৬ ফেব্রুয়ারি : ১১৭ দিনের নিরলস প্রচেষ্টা। অবশেষে সাফল্য। নতুন সাজে সেজে উঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য তৈরি পাকিস্তানের লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়াম। আজ দুপুরের দিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এই খবর সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুপুরের দিকে গদ্দাফি স্টেডিয়াম পরিদর্শনের পরই একথা জানিয়েছেন পিসিবি-র প্রধান মহসিন নকভি। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তান ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেইসব ব্যক্তির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, যাঁদের প্রবল পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগেই তৈরি হয়ে গেল গদ্দাফি স্টেডিয়াম।'

শনিবার থেকে লাহোরের গদ্দাফি ও করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলেছে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ত্রিদেশীয় সিরিজ। যার ফাইনাল ১৪ ফেব্রুয়ারি। আর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-কে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্টেডিয়াম তৈরির কাজ সম্পূর্ণ, জানাতে হত পাকিস্তান বোর্ডকে। নির্ধারিত সময়ের আগেই সেই কাজ করে ফেলে ক্রিকেট মহলকে স্বস্তি দিয়েছে পাক বোর্ড।

শেষলগ্নের গোলে শেষ চারে রিয়াল

মাদ্রিদ, ৬ ফেব্রুয়ারি : গঞ্জালো গার্সিয়া টোরেস। রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকরাও বোধহয় নামটার সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নন। হবেনই বা কীভাবে! গঞ্জালো মূলত খেলেন রিয়াল রিজার্ভ দলের হয়ে। বুধবার কোপা দেল রে-র কোয়ার্টার ফাইনালে পরিবর্ত হিসাবে নামেন। আর শেষলগ্নে গোল করে ম্যাচের রংও বদলালেন বছর কুড়ির স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। লেগানেসকে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোপা দেল রে-র সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করে নিল মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

গোলের পর গঞ্জালো গার্সিয়া টোরেস।

ভারতীয় সময় বুধবার রাতে ম্যাচ শুরুর আধঘণ্টার মধ্যেই দুই গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। গোল করেন লুকা মডরিচ ও এড্রিক। উলটোদিকে প্রথমার্ধেই পেনাল্টি থেকে লেগানেস একটি গোল শোধ করে। ৫৯ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় তারা। দুটি গোলই করেন হুয়ান ব্রুজ। একটা সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচটা অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে। তবে ম্যাচের সংযুক্তি সময় ব্রাহিম দিয়াজের ক্রস হেডারে জালে জড়িয়ে সব হিসাব বদলে দেন গনজালো গার্সিয়া। রিয়াল সিনিয়ার দলের জার্সিতে প্রথম গোলের পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত গঞ্জালো। তরুণ স্প্যানিশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিও।

সেমিতে বিদায় আর্সেনালের

সুযোগ নষ্ট করে হতাশ গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি।

লন্ডন, ৬ ফেব্রুয়ারি : এবারও নিউক্যাসল ইউনাইটেডের দুর্গ ভাঙতে ব্যর্থ আর্সেনাল। চলতি মরশুমে এই নিয়ে টানা তিনবার নিউক্যাসলের কাছে হার গানারদের। ভারতীয় সময় বুধবার রাতে লিগ কাপের দ্বিতীয় লেগের সেমিফাইনালে মিকেল আর্তেতার দল হেরে গেল ২-০ গোলে। বিদায় নিল টুর্নামেন্ট থেকেও। উলটোদিকে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ গোলে এগিয়ে থাকায় ফাইনালের টিকিট পেয়ে গেল নিউক্যাসল।

লিগ কাপ

ঘরের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল শুরু করে নিউক্যাসল। গোলের জন্যও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯ মিনিটের মাথায় আলেকজান্ডার ইশাকের শট পোস্টে প্রতিহত হয়। ফিরতি বলে শট নিয়ে গোল করেন জ্যাকব মার্ফি। ছবিটা বদলায়নি দ্বিতীয়ার্ধেও। ৫২ মিনিটে আর্সেনালের ডেকলান রাইসের থেকে কার্যত বল ছিনিয়ে নিয়ে গোল করেন অ্যান্থনি গর্ডন। ম্যাচ শেষে আর্তেতা অকপটে স্বীকার করে নেন, 'প্রতিপক্ষের বক্সে কোনও চাপই তৈরি করতে পারিনি আমরা। তারই মাশুল দিতে হল।'

অনুশীলনে এলেন না সেলিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : শনিবার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। তার আগে বৃহস্পতিবার অনুশীলনে এলেন না লাল-হলুদের বিদেশি তারকা রিচার্ড সেলিস। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হচ্ছে, হালকা চোট রয়েছে তাঁর। তাই রিচার্ডকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তবে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে খেলতে কোনও অসুবিধা নেই এই বিদেশি অ্যাটাকারের।

লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর চিন্তা কমিয়ে চেন্নাই ম্যাচের আগে সুস্থ হয়ে উঠেছেন স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো ও ডিফেন্ডার মহম্মদ রাকিপ। চেন্নাইয়ান ম্যাচে তাঁরা দলে থাকতে পারেন। গত ম্যাচে নন্দকুমার শেখরকে রাইটব্যাকে দেখা গিয়েছিল। চেন্নাইয়ান ম্যাচের জন্য রাকিপের পাশাপাশি প্রভাত লাকড়াকেও তৈরি রাখছেন অস্কার। তবে চেন্নাই ম্যাচে আনোয়ার আলির ফেরার সম্ভাবনা একদমই নেই বললেই চলে। বৃহস্পতিবারও তাঁকে দেখা গেল সাইডলাইনে ফিজিওর সঙ্গে সময় কাটাতে।

এদিন সেলিস ছাড়াও অনুশীলনে আসেননি ব্রাজিলিয়ান মিডিও ক্লেইটন সিলভা। তিনি কবে মাঠে ফিরবেন, এখনও পরিষ্কার নয়। সামনেই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ। তাই সেই কথা মাথায় রেখে ক্যামেরুনের স্ট্রাইকার এরিক মেসি বউলিকে দলে নিয়েছে লাল-হলুদ। শুক্রবার দুপুরে কলকাতায় পা রাখতে পারেন তিনি। পাশাপাশি এএফসি কাপকে সামনে রেখে একজন বিদেশি ডিফেন্ডারকে দলে নিতে চলেছে লাল-হলুদ শিবির।

শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল : বৃহস্পতিবার মহিলা আই লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ব্রিগেড ১-০ গোলে হোপস এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের প্রথমার্ধে মশাল বাহিনীর হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সৌম্যা গুগুলোথ। এই জয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল ইস্টবেঙ্গল। ৬ ম্যাচ খেলে লাল-হলুদের ঝুলিতে ১৫ পয়েন্ট।

বাগানের হৃদয়ে এখন দীপেন্দু

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ডিফেন্সের সঙ্গে গোলের রাস্তা তৈরিতেও অবদান রাখছেন দীপেন্দু বিশ্বাস।

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : পাঞ্জাব এফসি-কে ঘরের মাঠে হারিয়ে লিগ-শিল্ডে খুব কাছে চলে যাওয়া। জেমি ম্যাকলারেনের প্রতিপক্ষকে তছনছ করে দুই গোল, লিস্টন কোলাসোর দর্শনীয় গোল, সবকিছুকে ছাপিয়ে সমর্থকদের মুখে, সামাজিক মাধ্যমে একটাই নাম। তরুণ ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাসের পারফরমেন্সে উচ্ছ্বসিত এখন কোচ-সতীর্থ থেকে সমর্থকরা।

অথচ শুরুটা এমন ছিল না। আইএসএলে প্রথম দফার বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ম্যাচ। রীতিমতো নাস্তানাবুদ হয়ে ০-৩ গোলে হারের পর এই দীপেন্দুর উপর আস্থা কেন রাখা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু আস্থা, বিশ্বাস ও ধৈর্য যে একজনকে কতটা বদলে দিতে পারে, তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ এই পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ। ম্যাকলারেন, কোলাসো, গ্রেগ স্টুয়ার্টরা যখন প্রতিপক্ষ ডিফেন্সকে ফালাফালা করছেন তখন দীপেন্দু প্রতিপক্ষের পা থেকে নিখুঁত বল বার করে নিচ্ছেন রেফারিকে ফাউলের বাঁশি না বাজাতে দিয়ে। কলকাতা লিগ ও আরএফডিএল ইউথ লিগ থেকে উত্থান এই বঙ্গসন্তানের। রোগাপাতলা চেহারার এই ছেলেটির মানসিক জোর এতটা, একথা কেউই ভাবেননি। তবে আস্থা রেখেছিলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। দীপেন্দুর সৌভাগ্য কোচ ছাড়াও তিনি পাশে পেয়ে যান অধিনায়ক শুভাশিস বসুকেও। আগের ম্যাচে আশিস রাই ছিলেন না, দীপেন্দু রাইটব্যাকে খেলেন। বুধবার টম অ্যালড্রেড না থাকায় শুরুতে সেন্টার ব্যাক, পরে ফের ডানদিকে। তাঁর সেন্টার থেকেই ম্যাকলারেনের প্রথম গোল। তাঁর খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত শুভাশিস ম্যাচ শেষে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, 'দীপেন্দু এখন অনেক পরিণত। প্রতি ম্যাচে উন্নতির চেষ্টা করে। দারুন খেলল পাঞ্জাবের বিপক্ষে। দলের ক্লিন শিটে ওর যেমন অবদান আছে তেমনি গোলে অ্যাসিস্টও করে গেল। দারুণ খুশি ওর এই পারফরমেন্সে।'

দীপেন্দুর মুখে আবার শুভাশিসের কথা, 'দাদা সবসময় আমাকে পাশে থেকে সাহায্য করে। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল ঠিক করে দেয়। সে মাঠে বা মাঠের বাইরে যেখানেই হোক। দলের সবাই ভালো খেলছে, পরিশ্রম করছে বলেই আমরা তিন গোলে জিততে পারলাম।' কোচের কথাও বলেন দীপেন্দু, 'কোচ আমাকে যত সুযোগ দেন, সেটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি। আরও ভালো খেলতে চেষ্টা করব।' যদি এই লেগে থাকার মানসিকতা ধরে রাখতে পারেন তাহলে ভারতীয় ফুটবল একজন ভালো ডিফেন্ডার পেতে পারে।

পয়েন্টের অঙ্ক কষছেন না মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : এর আগে রেকর্ড ছিল এফসি গোয়ার। পাঞ্জাব এফসি-কে হারিয়ে ঘরের মাঠে টানা ৯ নম্বর জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গোয়ার রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

জেমি ম্যাকলারেনের জোড়া গোল এবং আর একটা লিস্টন কোলাসোর। নির্বিষ প্রথমার্ধের পর বিরতির পর পাঞ্জাবের উপর ঝড় বইয়ে দেয় মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে ড্র করার পর এখন যেন ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য দেখাচ্ছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলকে। এই জয়ের পর লিগ-শিল্ডের আরও কাছে মোহনবাগান। এই সাফল্যের রহস্য কী জানতে চাইলে মোলিনার ব্যাখ্যা, 'ফুটবলারদের পরিশ্রম এবং কোচিং স্টাফ, সাপোর্ট স্টাফ, ম্যানেজমেন্ট, মালিক, সবাই নিজের নিজের কাজ করেছে একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ফুটবলাররা দুর্দান্ত খেলছে। নিজেদের গোল রক্ষা করে ক্লিনশিট রাখছে। সঙ্গে গোলও করছে। এর বাইরে আর কোনও গোপন রহস্য নেই।' তিনি এখনও পয়েন্টের অঙ্ক কষতে নারাজ। তাঁর দল ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্টে পৌঁছে গেলে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে জামশেদপুর এফসি এবং এফসি গোয়া পয়েন্ট নষ্ট না করলে মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন হতে আর সাত পয়েন্ট দরকার। এদিন গোয়া ২-১ গোলে ওডিশা এফসি-কে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল। ১ ম্যাচ কম খেলে বাগানের সঙ্গে গোয়ার পয়েন্টের পার্থক্য দাঁড়াল ১০। মোলিনা অবশ্য বললেন, 'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি শেষ কত পয়েন্টে পৌঁছাতে পারে সেই বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই। আমরা যেভাবে খেলছি তাতে আমি খুশি। সুবিধাজনক জায়গায় আছি আমরা। দেখব পরবর্তী ম্যাচগুলোতে কী ঘটে। আমরা নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করছি।'

পরের ম্যাচ ১৫ ফেব্রুয়ারি। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের আগে ১০ দিন সময় হাতে থাকায় ম্যাচের পরই ফুটবলারদের দিন চারেক ছুটি দিয়ে দেন মোলিনা। ফুটবলারদের অনেকেই রাতেই চলে গেলেন ছুটি কাটাতে। পাঞ্জাবের বিপক্ষে চার নম্বর হলুদ কার্ড দেখায় পরের ম্যাচে নেই গ্রেগ স্টুয়ার্ট। সম্ভবত দেশ থেকে ঘুরে আসবেন তিনি। তাই দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার আগে দাবি করে গেলেন দলের দ্বিতীয় গোলটা তাঁরই। স্টুয়ার্টের বক্তব্য, 'ওই গোলটা আমার, লিস্টনের নয়। আমার হাঁটু ছুঁয়ে গোলে ঢুকেছে। তবে কার গোল সেটা বড় কথা নয়, দলের জয়টাই আসল।' এই ম্যাচে সাহাল আব্দুল সামাদ হাঁটুতে চোট পান। তিনি পরের ম্যাচ খেলতে পারবেন কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে অনিরুদ্ধ থাপাকে খেলানোর চেষ্টা করা হবে বলে মোলিনা জানান।

স্যান্টোসের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি : প্রায় একযুগ পরে ঘরের ছেলের প্রত্যাবর্তন। বুধবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে বোটোফোগোর বিরুদ্ধে ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। এই ক্লাব থেকেই বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে আবারও সেই স্যান্টোসে ফিরতে হয়েছে তাঁকে।

এদিন বোটোফোগোর বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে ছিলেন না নেইমার। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তরূপে মাঠে নামেন তিনি। তখন স্যান্টোস টিকুইনহোর গোলে এগিয়ে ছিল। ৬৭ মিনিটে আলেকজান্দ্রোর গোলে সমতায় ফেরে বোটোফোগো। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ১-১ গোলে শেষ হয়। ম্যাচের পর নেইমার বলেছেন, 'আমি স্যান্টোসকে ভালোবাসি। এই ক্লাবের হয়ে খেলতে নামার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এই ম্যাচ খুব কঠিন ছিল। আমাকে পুরোপুরি তৈরি হতে গেলে আরও পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে।'

চিরঞ্জিতের শতরানে জয়ী কিশোর

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন চিরঞ্জিত দাস। বৃহস্পতিবার চাঁদমণি মাঠে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সুপার সিক্সে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ১৫১ রানে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে কিশোর ৩ উইকেটে ২৮৯ রান তোলে। চিরঞ্জিত দাস ১১২ রান করেন। অঙ্কিত সিংয়ের অবদান ৫৪। নীতীন মল্লিক ৬৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে নেতাজি ৩৭.২ ওভারে ১৩৮ রানে গুটিয়ে যায়। গোবিন্দ রাস্তোগি ৪৩ রান করেন। কৃষ্ণ রায় ১৫ ও ম্যাচের সেরা চিরঞ্জিত ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। শুক্রবার খেলবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব।

কোয়ার্টারে মিঠুন-দীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের বিশু দত্ত, পরেশচন্দ্র কর, মণিকা কর ও আরআর রিটেইল অকশন ব্রিজে বৃহস্পতিবার তৃতীয় রাউন্ডের খেলা হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন স্বপন বিশ্বাস-গোপাল গোস্বামী, ডাবু সাহা-মধু সূত্রধর, সুখেন দাস-কমলেশ গুহ, অনুপ সরকার-সঞ্জীব দত্ত, দীপ রাহা-মিঠুন অধিকারী, সঞ্জয় দাস-মানিক সরকার ও সুবল অধিকারী-দেবাশিস কর।

উত্তরের দিশারির টি২০ শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : উত্তরের দিশারির দৃষ্টিহীনদের অল বেঙ্গল ভিশন ওয়ান চ্যালেঞ্জার্স কাপ টি২০ ক্রিকেট শুক্রবার শুরু হবে। তিনদিনের প্রতিযোগিতা সূর্যনগর মাঠে হবে।

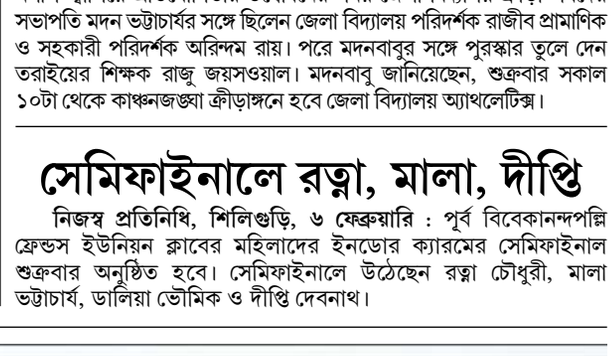

ট্রফি নিয়ে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার।

চ্যাম্পিয়ন তরাই, জ্যোৎস্নাময়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সাউথ জোনের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়। ঘরের মাঠে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় তারা ৯২ পয়েন্ট পেয়েছে। মেয়েদের বিভাগে ৮৫ পয়েন্ট নিয়ে খেতাব জিতেছে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস স্কুল। এছাড়া বিভিন্ন বয়স বিভাগে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স হয়েছে যথাক্রমে- শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ও তরাই (অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলে), তরাই ও বয়েজ (অনূর্ধ্ব-১৭ ও ১৯ ছেলে), জ্যোৎস্নাময়ী ও শিলিগুড়ি গার্লস (অনূর্ধ্ব-১৪ ও ১৭ মেয়ে), তরাই ও জ্যোৎস্নাময়ী (অনূর্ধ্ব- ১৯ মেয়ে)। মশাল জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের সময় জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্যর সঙ্গে ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক ও সহকারী পরিদর্শক অরিন্দম রায়। পরে মদনবাবুর সঙ্গে পুরস্কার তুলে দেন তরাইয়ের শিক্ষক রাজু জয়সওয়াল। মদনবাবু জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে হবে জেলা বিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স।

সেমিফাইনালে রত্না, মালা, দীপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মহিলাদের ইনডোর ক্যারমের সেমিফাইনাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। সেমিফাইনালে উঠেছেন রত্না চৌধুরী, মালা ভট্টাচার্য, ডালিয়া ভৌমিক ও দীপ্তি দেবনাথ।

রঙিন পোশাকে সুপার ডিভিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সুপার ফোরে রঙিন পোশাক ও সাদা বলে খেলা হবে।

বৃহস্পতিবার পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'সুপার ডিভিশনে প্রথমবার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আইসিসি-র ওডিআই ফরম্যাটের নির্দেশিকা অনুযায়ী সুপার ফোর আয়োজন করা হবে। বৃহস্পতিবার পরিষদের দপ্তরে সুপার ফোরে জায়গা করা চার ক্লাব স্বস্তিকা যুবক সংঘ, বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব, জিটিএস ক্লাব ও অগ্রগামী সংঘের প্রতিনিধিদের মৌখিকভাবে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।' একইসঙ্গে মনোজবাবুর মন্তব্য, 'শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ পরিদর্শনে যাব। তারপরই সুপার ফোরের সুচি তৈরি হবে। ইচ্ছা আছে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করার।'